The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.17, Issue 819 | 24 May 2024 | শুক্রবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

Elmhurst hospital gets $1.8 Million fund
>> Page 23

ভারত-পাকিস্তান : এক টিকিট ২০ হাজার ডলারে বিক্রি!
>> ৫৬ পাতায়

US expatriate Shaheen suspected killer
>> Page 23

এক দিনে দুই ঝলক : স্থির বাঁধন, চলমান অপূর্ব
>> ৫৬ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়বহুল সফরে ২৬ ব্যাংক এমডি

বাংলাদেশে ডলারের প্রবাহ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা ও নৈশভোজের খরচ ৬৫ লাখ টাকা

হাসান মাহমুদ

দেশে-প্রবাসে নানা বিতর্ক সৃষ্টি করে বাংলাদেশের ২৬টি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) দল বেঁধে এখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। তারা এমন এক সময়ে এসেছেন যখন বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো ডলার এবং নগদ অর্থের অভাবে এক ভয়াবহ দুর্গতিতে রয়েছে। মানুষ ব্যাংকে টাকা পাচ্ছে না। সফররত পাঁচজন এমডি দেশে ডলার প্রবাহ বাড়াতে 'অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট' নামে রেমিট্যান্সের একটি নতুন প্রস্তাব প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরতে চান। ডলার পাঠাবার এই নতুন উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং যত্ন সহকারে বিশেষভাবে তৈরি। পাঁচটি ব্যাংকের এমডি মিলিতভাবে এ আয়োজন করছেন। এ প্রস্তাব নিয়ে তারা আজ শুক্রবার আলোচনায় মিলিত হচ্ছেন। এজন্য সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে ব্যয়বহুল নৈশ ভোজের আয়োজন করেছেন। এই ডিনারে প্রধান অতিথি থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান। বিশেষ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

পরপর দুটি ম্যাচে বাংলাদেশের সাথে জিতে সিরিজ জয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ সাবেক সেনাপ্রধান

'জেনারেল আজিজ আহমেদ ডেড হর্স' অ্যাকশন আমলে নিচ্ছে না ঢাকা

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ কার্যত ডেড হর্স। তাই তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তেমন আমলে নিচ্ছে না বাংলাদেশ। তাছাড়া, নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার আগে বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে বিরোধী পক্ষকে খুশি করতে অনেকটা আইওয়াশ ধরনের অ্যাকশনে খুব বেশি আপ্লুত নয় বিএনপি। একথা দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজেই স্বীকার করেছেন।

কূটনৈতিক সূত্র মতে, 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান' নামে আল জাজিরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর পরই জেনারেল (অব.) আজিজ আহমদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সেটা তখন প্রকাশ করেনি। কারণ যে ধারায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো; ওই ধারায় তা প্রকাশ করা যায় না। এবার ডোনাল্ড লু ওয়াশিংটন ফিরে যাবার পর অন্য ধারায় নিয়ে আজিজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করলো যুক্তরাষ্ট্র। জেনারেল আজিজ এখন আর সেনাপ্রধান নেই। তাই তার দায় বাংলাদেশ সরকার টেনে নিজের কাঁধে নিতে চাইছে না। তাছাড়া, নিষেধাজ্ঞায় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে সরকার প্রতিক্রিয়ায় এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

সাবেক আইজিপি বেনজীরের সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

ঢাকা প্রতিনিধি

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তার ২৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ আর্থিক লেনদেনকারী এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

টাইগারদের হারিয়ে ইতিহাস গড়লো যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল স্পোর্টস

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্রিকেটের তিন সংস্করণের কোনো একটিতে এই প্রথম তারা টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের নজির গড়ল। গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টন প্রেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক

সভা-সমাবেশে মাস্ক নিষিদ্ধ হচ্ছে!

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে মাস্ক পড়ে সমাবেশ, মিছিল, মিটিং বা কোন আন্দোলন নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে! এই মর্মে স্টেট সিনেটে একটি বিল তোলা হচ্ছে। এ আইন অমান্যকারীদের ক্রিমিনাল মামলায় বিচার করা হবে। যার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে ৯০ দিনের জেল। মাস্ক পরে কোন ব্যক্তি আন্দোলনে অংশ নিয়ে যদি কাউকে আহত কিংবা ভাংচুর করে তবে তার শাস্তি আরও বেশি হবে। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট মাইনোরিটি লিডার রব অর্ট বলেছেন, সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্ক পড়ে আন্দোলনের নামে ঘৃণা ও এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ভারতে বাংলাদেশি সংসদ সদস্য খুন

মূলহোতা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী

ঢাকা অফিস

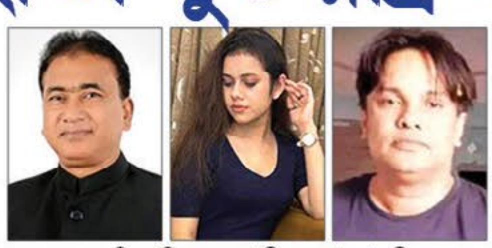
এমপি আজিম, বন্ধু শাহীন ও তার বান্ধবী

অনেকটা ঝড়ের বেগে বাংলাদেশি এমপি নিহতের মোটিভ অবিষ্কারের দাবি করছে ঢাকার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি)। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর বাংলাদেশের এই গোয়েন্দা সংস্থাটি বলছে, ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনের সংসদ-সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার খুনের মাস্টারমাইন্ড হিসাবে তারই বাল্যবন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার আক্তারুজ্জামান শাহীনের নাম উঠে এসেছে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র শহিদুজ্জামান সেলিমের ভাই শাহীন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী।

আক্তারুজ্জামান শাহীন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শাহীন বলেছেন, তাকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি এই খুনের সঙ্গে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে প্রস্তুতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-ভারত খেলা ১ জুন

আজকাল স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল আসরের আগে ভারতের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ, সেটি জানা গিয়েছিল আগেই। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ব্যাপারে বিসিবির আপত্তি ছিল, এর আগে এমন জানা গেলেও আইসিসির প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক সূচিতে রাখা হয়েছে সে ম্যাচ। ২৭ মে থেকে ১ জুনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর দুটি করে মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ১৭টি প্রস্তুতি ম্যাচ। আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি প্রকাশ করেছে। আগামী ১ জুন শুরু হবে এরপর চই পৃষ্ঠায়

MHC MARKS HOME CARE
'মার্কস্ হোম কেয়ার'-এর বিজ্ঞাপন দেখুন ২ ও ৬৩ পৃষ্ঠায়
সঠিক হোম কেয়ারের সেবা পেতে ফোন করুন-718 697 7717

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ
917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury
Attorney at Law

ইন্স্যুরেন্স! ইন্স্যুরেন্স!!
আমরা ফ্রি কোটেশনের ব্যবস্থা করে থাকি।
সবধরণের গাড়ি, বাড়ি এবং ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্সসহ
Taxi Limousine Insurance Expert!
212-721-0001
32-47 57TH STREET, WOODSIDE, NY 11377
www.megainsurance.nyc
MEGA insurance BROKERAGE
RAJIB AHMED, President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

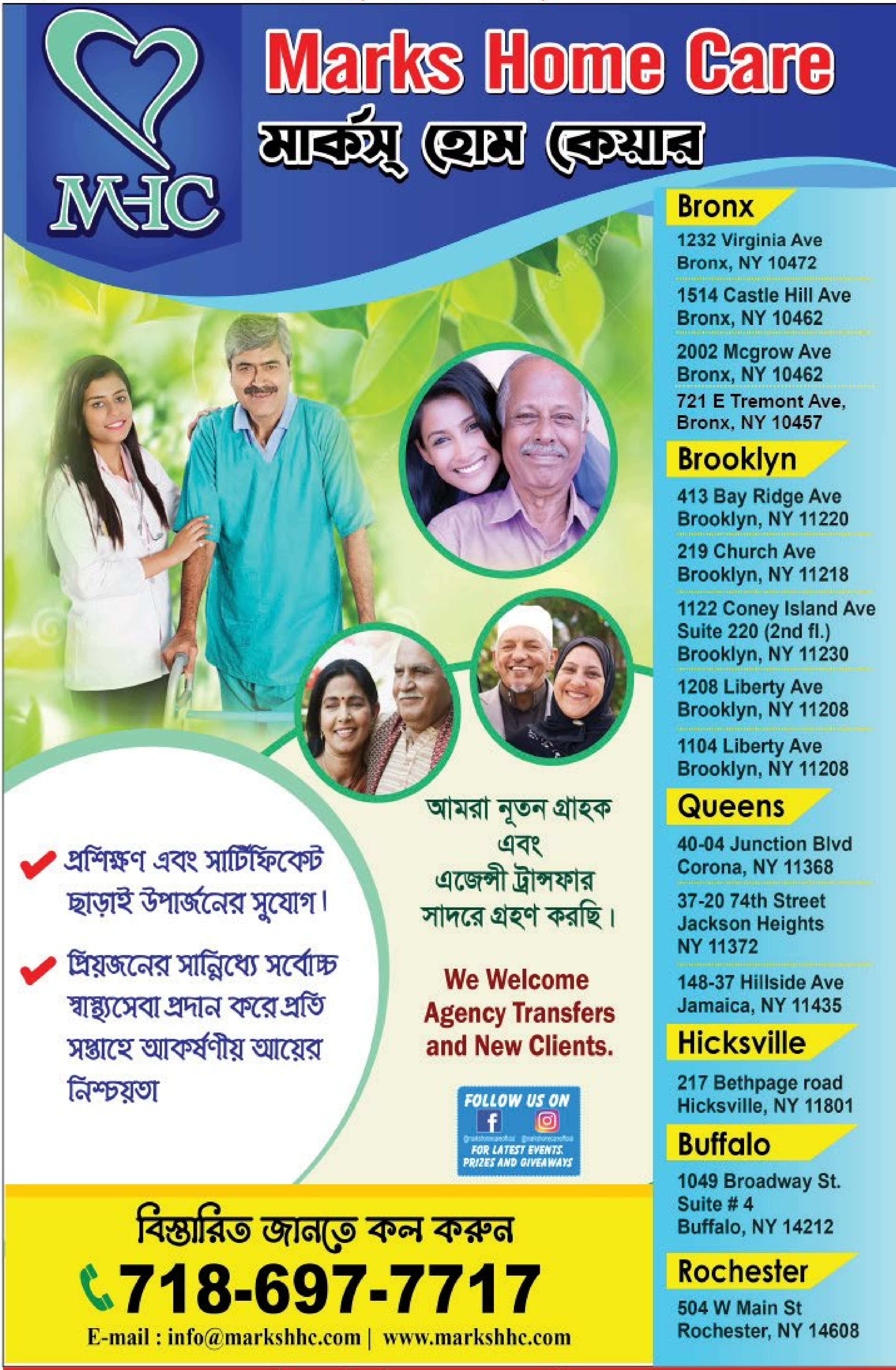

* শেষ পৃষ্ঠার পূর্বের পৃষ্ঠায় আমাদের আরও বিজ্ঞাপন দেখুন। *

সুব্রত বিশ্বাস-এর কলাম
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও মৌলবাদের সঙ্গে সরকারের গাঁটছড়া
০৭ পৃষ্ঠায়

মেজানুর রহমান-এর কলাম এই ক্রিকেট আমাদের কতদূর নেবে?
১১ পৃষ্ঠায়

শাহাব উদ্দীন-এর কলাম
বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও ফিলিস্তিনি সমর্থন
০৬ পৃষ্ঠায়

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

জোরদার নিরাপত্তা চায় ওজোনপার্কবাসী

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ওজোন পার্ক এলাকায় বন্দুকের মুখে ডাকাতি ও ছিনতাইসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতিতে আতঙ্কিত সেখানকার বাসিন্দারা। এমন পরিস্থিতিতে এলাকাটিতে নিয়মিত পুলিশের টহলসহ নিরাপত্তা চেয়ে বিক্ষোভ করেছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও এলাকবাসীরা। গত ১৭ মে শুক্রবার লিটল বাংলাদেশ ওয়ে, ১০১ এভিনিউতে এ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে স্থানীয় সিটিলাইন-ওজোন পার্ক বিজনেস এসোসিয়েশন।

এর আগে গত ১২ মে সন্ধ্যায় ওজোন পার্কের 'জারা লাইফস্টাইল' নামক পোশাক বিক্রি ও মানি এক্সচেঞ্জ দোকানে অস্ত্রের মুখে নগদ ১০ হাজার ডলার লুট করে ডাকাতরা। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও পথ চারীদের কাছ থেকে টাকা লুটের অন্তত ৫টি ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থায় রাস্তায় নামে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম খোকনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ডিস্ট্রিক্ট ৩২ এর কাউন্সেলর জোয়েন এরিওলা, এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুর নূর, আল-আমিন মসজিদের প্রেসিডেন্ট কবীর চৌধুরী, ওজোনপার্ক কম্যুনিটির লিডার মিসবাহ আবদিন, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট আনোয়ার হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সেক্রেটারী ও কম্যুনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ।

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সুধীজন

পন্ডিত রামকানাই দাশের সঙ্গীত যুগে যুগে অনুপ্রেরণা যোগাবে

আজকাল রিপোর্ট

গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী পন্ডিত রামকানাই দাশের ৮৯তম জন্মদিন পালন করেছে সংগীত পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। দেশবরেণ্য এ সংগীত শিল্পীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৮মে শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সংগীত পরিষদের মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগীত পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কাবেরী দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সংগীত গবেষক মুত্তালিব বিশ্বাস, লেখক ও এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের দুটি প্রতিবাদ সমাবেশে ঘোষণা

যেখানে সিদ্দিকুর রহমান সেখানেই প্রতিরোধ

আজকাল রিপোর্ট

যেখানেই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অবৈধ ও বিতর্কিত সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান থাকবেন সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। গত ১৯ মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি এবং অসাংগঠনিক কর্মকান্ডে সিদ্দিকুর রহমানকে অভিযুক্ত করে বক্তারা এসব কথা বলেন। সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় 'বিদ্রোহী গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবার আয়োজিত প্রতিবাদ সভা ও র‌্যালিতে সভাপতিত্ব করেন ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পথমেলা ৯ জুন

আজকাল রিপোর্ট

আগামী ৯ জুন রোববার জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক,নিউইয়র্ক আয়োজন করেছে বাঙালিয়ানায় বাংলা উৎসব ও পথমেলা। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ব্যবস্থাপনায় জ্যামাইকার ১৬৫-৬৫ ,৮৪ এভিনিউতে এই মেলা বাংলাদেশের কৃষ্টি,সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াসে এই আয়োজন বলে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান।

গত ২২ মে রাত আটটায় জ্যামাইকার জশন পার্টি হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পথমেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মিন্টু মোহাম্মদ। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ এফ মিজবাহ উজ্জামানল। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের সভাপতি মো: ফখরুল ইসলাম এরপর ৩১ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকায় সাংবাদিককে জখম করে গাড়ী ছিনতাই

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কুইন্সে ফটো সাংবাদিক খোরশেদ আলম রিংকুকে নির্মমভাবে জখম করার পর তার গাড়ী ছিনিয়ে নেয়া হয়। জ্যামাইকার হিলসাইডের ১৮৬ স্ট্রিটে ১৭ মে বিকেলে এই ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় রিংকু ফোনে হাসপাতাল থেকে জানান, গাড়ী থেকে নেমে পাশের দোকান থেকে খাবার সংগ্রহ করার সময় অজ্ঞাত এক আফ্রিকান যুবক গাড়ীতে বসে তা চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। মাত্র ৫-৭ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ী নিয়ে চলে যাবার সময় রিংকু গাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। যুবকটি তখন রিংকুর উপর গাড়ী উঠিয়ে দিতে চাইলে রিংকু ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যান এবং মাথায় আঘাত লেগে রক্তাক্ত হন। এর আগে তাকে ঘুষি দিয়ে আহত করা হয়। স্থানীয় মানুষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুলিশকে ফোন দিলে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে সারা রাত থাকার পর কিছুটা সুস্থ হলে পরদিন বাড়ি ফিরেছেন। এখনো তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন বলে এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় অগ্রাসন ও সীমান্তে হত্যায় জাগপা'র বিক্ষোভ

আজকাল রিপোর্ট

গত ১৭ মে শুক্রবার ভারতীয় অগ্রাসন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদেবিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। দুপুরে ব্রুকলিনের সমাবেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের দাবি জানান বক্তারা।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)'র সভাপতি এএসএম রহমত উল্যাহ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নোমান সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির প্রাক্তণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জাসাস সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সরওয়ার্দি, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সাইদ তারেক, জেএসএফ সভাপতি হাজী আনোয়ার হোসেন, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফোরামের উপদেষ্টা ছালেহ আহমেদ মানিক, আহসান উল্লাহ বাচ্চু, যুবদল বিএনপির নেতা এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
পাবলিক অকশনে বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শরট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
IATA Accredited
Approved Travel Agent সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
HAJ TOURS
মো: আব্দুল খালেক
ওমরাহ্
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
গ্যারান্টি সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়
OneKey MLS
Fazle
SHOHAG KHAN
Licensed Real Estate Sales
Cell : 1- 917 770 1341
Office : 1- 516 800 5160
Email: shohag. khan@hotmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
LAILAC INSURANCE BROKERAGE INC.
One Stop Services
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646--361-0250
Authorized IRS e-file Provider
37-47 73rd Street. Suite # 217
Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-255-6783
Fax: 718-255-6783
usbanglatax@yahoo.com
lailacinsuranceinc@yahoo.com
Services: Individual & Business Tax Services, Immigration Services
Loan Modification, Auto, Home & Business Insurance, Real Estate

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সম্পাদকীয়

নিউইয়র্কে অপরাধ প্রবণতা ও মুসলিম বিদ্বেষ

তথ্যটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। গত সপ্তাহের 'আজকাল'-এ প্রকাশিত এক খবরে নিউইয়র্কে অপরাধ কর্মকান্ড ও মুসলিম বিদ্বেষের যে চিত্র উঠে এসেছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। অপরাধপ্রবণ এই নগরীতে অপরাধ সংঘটনের হার বরাবরই যে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার সঠিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে আমরা নির্লিপ্ত। সাম্প্রতিককালে এই তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এমন অভিযোগ সর্বমহলে উচ্চারিত। এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক দোষারোপের খবরও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এ সমস্যার বাস্তবে কোন সুরাহা হচ্ছে না। গত মাত্র এক বছরেই নগরীর অপরাধ তৎপরতা কি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রকাশিত খবরে তা তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে নগরীর আর এক প্রবণতা, 'হেইট ক্রাইম'। হেইট ক্রাইমে উঠে এসেছে জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষের চিত্র। খুন-খারাবি, রাহাজানি-ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ সম্পর্কে পুলিশের একটি ভাষ্য রয়েছে। এ ভাষ্য অনেকেই গ্রহণ করেছেন। সেটি হলো এই সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের জামিন লাভ প্রক্রিয়া এখন অনেক শিথিল করা হয়েছে। আগে যেখানে তাদের জামিনপ্রাপ্তি বেশ কঠিন ছিল এখন তাকে সহজতর করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, নির্দিষ্ট অভিযোগে কাউকে ধরে আদালতে সোপর্দ করা হলে নতুন বিধি অনুযায়ী সে সহজেই জামিন পেয়ে যায়। জামিন পেয়ে বেরিয়ে এসে সে আবার তার অপরাধী কর্মকান্ড শুরু করে দেয়। নতুন এই জামিন প্রক্রিয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষীয় মহলেই মতভেদ রয়েছে। যারা শিথিল করার পক্ষে তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শনের পক্ষপাতি। 'ঘৃণা অপরাধকে, অপরাধীকে নয়' জুরিসপ্রুডেন্সের এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরা অপরাধীদের প্রতি উদারতা দেখিয়ে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চান।

> ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত খুনের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৩ জন সেখানে এ বছর এপ্রিল পর্যন্ত খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি। এ সব ঘটনার পেছনেই কি রয়েছে আদালত থেকে জামিন পেয়ে আসা ব্যক্তিরা? বলতে দ্বিধা নেই, পুলিশের অভিযোগ আংশিক গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পুরোটা নয়। তবে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা আশা করব সব দিক বিবেচনায় নিয়েই কর্তৃপক্ষ নগরীর অপরাধ কর্মকান্ড দমনে তৎপর হবেন

কিন্তু এই নগরীর নিষ্ঠুর বাস্তবতায় যা মূর্ত হয়ে উঠছে পুলিশ বিভাগ থেকে তাই বলা হচ্ছে। বিভিন্ন অপরাধে আটক হওয়া ব্যক্তিরা জামিন পেয়ে আবার সেই অপরাধ জগতেই ফিরে যাচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী নগরীতে অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে এটা একটি প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে। পুলিশের বক্তব্য মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় অপরাধ বৃদ্ধির কি এটাই প্রধান কারণ? প্রকাশিত খবরে যে হিসাব তুলে ধরা হয়েছে তাতে তো বলা যাবে না এই সব ধরনের অপরাধ সংঘটিত করছে শুধু জামিন পেয়ে আসা অভিযুক্তরাই। জামিন পাওয়া ব্যক্তিরাই কি মুসলিম কিংবা ইহুদি বিদ্বেষের মতো হেইট ক্রাইমের ঘটনা ঘটিয়েছে?

গত এক বছরে মুসলিম বিদ্বেষের ঘটনা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। এক বছরে এই বৃদ্ধির হার ১৭৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে ইহুদি বিরোধী ঘটনা বেড়েছে ৪৮ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান খোদ এনওয়াইপিডি'র। তাদের হিসাবে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে নগরীতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১২৪ জন। ২০২৩ সালের এই সময়ে এর সংখ্যা ছিল ১১৮ জন। এ বছর এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৩২৬টি। গত বছরের এই সময়ে ডাকাতির ঘটনা ছিল ১ হাজার ২৩৭টি। এ বছর এই একই সময় পর্যন্ত হেইট ক্রাইমের ঘটনা রেকর্ড হয়েছে ৬৪টি। গত বছর এই একই সময়ে এর সংখ্যা ছিল ৪৬টি। এনওয়াইপিডি জানাচ্ছে গত বছরের তুলনায় হেইট ক্রাইম বৃদ্ধির হার ৩৯ শতাংশ। সার্বিকভাবে অপরাধ ও হেইট ক্রাইমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খুনের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত খুনের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৩ জন সেখানে এ বছর এপ্রিল পর্যন্ত খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি।

এ সব ঘটনার পেছনেই কি রয়েছে আদালত থেকে জামিন পেয়ে আসা ব্যক্তিরা? বলতে দ্বিধা নেই, পুলিশের অভিযোগ আংশিক গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পুরোটা নয়। তবে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা আশা করব সব দিক বিবেচনায় নিয়েই কর্তৃপক্ষ নগরীর অপরাধ কর্মকান্ড দমনে তৎপর হবেন।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চাদরে স্বেচ্ছাতন্ত্র

এ কে এম শাহনাওয়াজ

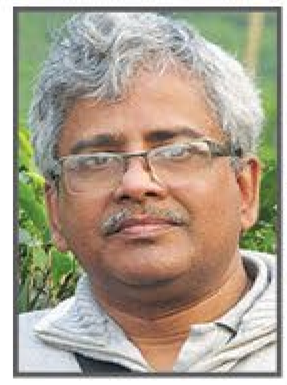

হুমকিধমকি দিয়ে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে হয়তো অনেক তাৎক্ষণিক লাভ নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু ইতিহাসকে নির্বৃত্ত করা যায় না। সত্যের কাছে পৌঁছার জন্য ইতিহাসের থাকে অনন্ত প্রচেষ্টা। কিছু সময় হয়তো মানুষকে ভুলের আবর্তে রাখা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য বেরিয়েই আসে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে ভাঙতে এখন শূন্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

গণতন্ত্র নামে যা এখন প্রকাশ্য, তা এক রকম গণতন্ত্র গণতন্ত্র খেলা। অথবা বলা যায়, গণতন্ত্রের নাম ভাঙিয়ে বা গণতন্ত্রের চাদর মুড়িয়ে স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তিমান হওয়া। দুর্নীতি প্রতিপালন করে গণতন্ত্রের পরিচর্যা সম্ভব নয়।

এ দেশে বিভিন্ন শাসনপর্বে গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাতন্ত্র এমন জেঁকে বসেছে যে, গণতান্ত্রিক আচরণ অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র এখন আটকে আছে নির্বাচনি খাঁচায়। তাও নির্ভেজাল থাকেনি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে তাতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেত। কিন্তু তেমনটি কার্যত দেখা যায়নি। নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং নানা কৌশলে নির্বাচন গড়াপেটার মধ্য দিয়ে ফলাফল শক্তিমানের পক্ষে আনাকে আর যা হোক, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রকাশ বলা যায় না।

অনেক আগে থেকেই জাল ভোটার তালিকা, নির্বাচনে টাকা ও শক্তির জোরে ভোট কেনা, জাল ভোটে ব্যালট বাক্স ভরা, এসবের বাস্তবতায় মানুষ নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এর ফল আমরা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং চলমান উপজেলা নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করছি। নির্বাচনের ওপর আস্থা হারিয়ে মানুষ আর ভোট কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী হচ্ছে না। এর সুবিধা নিচ্ছে বিএনপি। বলছে তাদের নির্বাচন বর্জনের ডাকে মানুষ সাড়া দিয়েছে। বাস্তবতা হলো, মানুষ এমনিতেই আগ্রহ হারিয়েছে। বিএনপির কৃতিত্ব নেওয়ার কিছু নেই। বরং বিএনপি নানা ছুতোনাতায় নির্বাচন বর্জন করে যাচ্ছে। এটিও গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি।

> ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের পথ ধরে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ২০৪০ সালে উন্নত দেশে পৌঁছার স্বপ্নকে মানুষ এখন স্বপ্নকল্পনা ভাবছে না। কিন্তু তবু ঈশান কোণে জমাট কালো মেঘ আমাদের শঙ্কিত করে তুলছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্রচর্চা ফিরিয়ে না আনতে পারলে স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা তো থেকেই যাচ্ছে

বিএনপির মতো একটি বড় দল গণতান্ত্রিক দায়িত্ব মেনে যদি নির্বাচনে অংশ নিত, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ আছে বলে ভোটারদের প্রাণচাঞ্চল্য অনেক বেশি দেখা যেত। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রচর্চা করা প্রাচীন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ নেতারাই তো বলেছিলেন 'আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র'। এভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ থেকে আওয়ামী লীগই যখন দূরে সরে গেছে, সেখানে বিএনপির কাছ থেকে গণতন্ত্রচর্চা আশা করব কেন? সব নির্বাচনের আগেই ভীতি পেয়ে বসে বিএনপি নেতাদের মাথায়। এদেশের বাস্তবতায় নির্বাচনি যুদ্ধের মাঠে সক্রিয় থেকেই এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিএনপি নেতাদের অভিমান দেখলে মনে হয়, তাদের জেতার নিশ্চয়তা দিলেই তারা নির্বাচনে আসবে। তাই বলতে হবে, নির্বাচনি ব্যবস্থা নষ্ট করার পেছনে বিএনপির দায়ও কম নয়।

এসব কারণেই বলা যায়, গণতন্ত্র শক্তভাবে দাঁড়াতে না পারার পেছনে রয়েছে আমাদের ক্ষমতায় আসা-যাওয়া করা দলগুলোর ব্যর্থতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙার অপরাধে ইতিহাস তাদের কখনো ক্ষমা করবে না। কঠিন দলতন্ত্রে আটকে থাকায় এবং সব প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির চারণভূমিতে পরিণত করায় এখন আর সম্ভব নয় গণতন্ত্রের পরিচর্যা করা। তাই বলা যায়, ক্ষমতাপ্রত্যাশী বর্তমান রাজনীতিকদের হাতে গণতন্ত্রের অগ্যস্তযাত্রাই হয়ে গেল! অথচ এ দেশে গণতন্ত্রচর্চার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন।

সাত শতকজুড়ে মাৎস্যন্যায়কালে অরাজকতায় ডুবন্ত দেশকে রক্ষার জন্য নতুন অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিজাতরা। শত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে সময়ের প্রজন্ম অভিশপ্ত সিংহাসনে বসতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাজ সিংহাসন তো খালি থাকতে পারে না। এ অবস্থায় অভিজাতরা যোগ্য রাজা খুঁজে বের করার জন্য এক ধরনের নির্বাচনের পথে গেলেন। সব দিক বিচারে তাদের সম্মতিক্রমে রাজা করা হলো সেনাবাহিনীর সদস্য গোপালকে। এভাবে পাল রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়। এরপর থেকে আধুনিক গণতান্ত্রিক কাঠামো হয়তো তৈরি হয়নি, কিন্তু জনগণকে মূল্য দিয়েই শাসকরা রাজ্য শাসন করতেন। মধ্য যুগের বাংলায় সুলতানরা জনগণের শক্তিকে শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের দেশের কপট রাজনীতিকদের মতো কথায় কথায় 'জনগণ' নামজপ করতেন না। যেমন-বিএনপি নেতারা বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করব। পরক্ষণে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির আন্দোলন প্রতিহত করব। প্রকৃত এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড লুর ফুচকা সফর ও জেনারেলকে নিষেধাজ্ঞা

কামাল আহমেদ

পাকিস্তানে ইমরান খানের পতনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের যে কূটনীতিককে অনেকে দায়ী করে থাকেন, সেই ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে ফুচকা খেয়ে তার প্রশংসা করে ফিরে যাওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। ডোনাল্ড লু সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্নীতির বিষয়ে আলোচনা করলেও আলোচনায় আসে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করতে চাওয়ার আগ্রহ।

আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের মুখে এমন কথাও শুনলাম যে ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ ঘুরে যাওয়ায় বিএনপির মাথা আরও খারাপ হয়ে গেছে। কারণ, তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এমন সময়ে হঠাৎ করে সোয়া তিন বছর আগে ওঠা অভিযোগের সূত্র ধরে সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা এক নতুন অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (র‍্যাব ও সোয়াত) ও তার সাতজন শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আগেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, কিন্তু এবার এমন একজনের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নিয়েছে, যাঁর অবস্থান ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় অনেক ওপরের দিকে।

যুক্তি উঠতে পারে, তিনি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপের কোনো কার্যকর প্রভাব বা উপযোগিতা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ের। ব্যাখ্যাটি সম্ভবত জেনারেল আজিজের কথাতেই সবচেয়ে ভালো উঠে এসেছে, যখন তিনি বলেছেন, 'এ নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিগত হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তাই এ ঘটনা সরকারকেও কিছুটা হেয় করে।'

জেনারেল আজিজ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে যে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত ভিসা নীতির আওতায় হয়নি। ভিসা নীতির আওতায় কাদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হচ্ছে, তা যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রকাশ করে না। ফলে গত বছরের সেপ্টেম্বরে যখন ওয়াশিংটন ঘোষণা করল যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য তারা ভিসা নীতি প্রয়োগ করেছে এবং তাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত আছেন, তখন আমরা কারও নাম জানতে পারিনি। আজও জানি না। কিন্তু এবারে জেনারেল আজিজের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

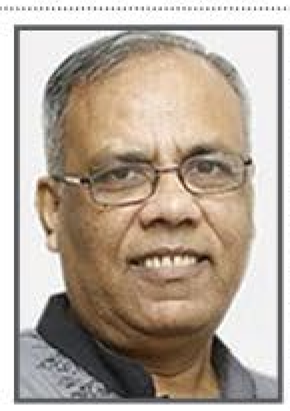

জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটি নেওয়া হয়েছে সেকশন ৭০৩১ (সি)-এর আওতায়। কী আছে এই বিধিতে? ফরেন রিলেশন্স অ্যান্ড রিলেটেড প্রোগ্রামস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স অ্যাক্টের এই বিধির উপশিরোনাম হচ্ছে: অ্যান্টি ক্লিপ্টোক্র্যাসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস।

এতে বলা হয়েছে: বিদেশি সরকারের কর্মকর্তা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যাঁদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনসম্পর্কিত দুর্নীতিসহ উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকলে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্য হবেন।

এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সাধারণভাবে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেই যে এ আইন প্রয়োগ করা হয়, তা নয়। বরং দুর্নীতির সঙ্গে ক্ষমতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ওপর জোর দিতেই 'ক্লিপ্টোক্র্যাসি' বিশেষণটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর যে বিবৃতিতে এই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে, তাতে তারা বলেছে, 'জেনারেল আজিজের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করতে ভূমিকা রেখেছে।'

এরপর আরও নির্দিষ্ট করে তারা বলেছে, তিনি উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাঁর ভাইকে বাংলাদেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি এড়াতে সহযোগিতা করেছেন। এরপর অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে অন্যায্যভাবে সামরিক ক্রয়াদেশ দিয়েছেন। নিজের লাভের জন্য ঘুষের বিনিময়ে সরকারি চাকরি দিয়েছেন। স্মরণ করা প্রয়োজন যে একাধিক খুনের মামলায় তাঁর তিন ভাই দণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের একজন বিদেশে পালিয়ে ছিলেন এবং তাঁদের সাজা মওকুফের পেছনে তাঁর নেপথ্য ভূমিকার অভিযোগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার খবর প্রচারিত হওয়ার পর জেনারেল আজিজ সম্ভবত ডজনখানেকের বেশি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে এই ব্যবস্থায় বিস্ময় প্রকাশ করে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

এ রকম এক সাক্ষাৎকারে তিনি ডেইলি স্টারকে বলেছেন, আলজাজিরায় যে ভিডিও ২০২১ সালে প্রচার করা হলো, নিষেধাজ্ঞা দিলে তো তখনই দিতে পারত। এখন কেন? ওয়াশিংটনে তাঁর সেই সরকারি সফরের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন, ৯টি এনজিও তাঁর সঙ্গে প্রোগ্রাম না করার আহ্বান জানালেও নির্ধারিত সব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখনই মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো ওই কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এবং অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

নিষেধাজ্ঞা এখন কেনও এ প্রশ্নের উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারাই দিতে পারেন। এমনকি হতে পারে ডোনাল্ড লুর সফরে এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

> সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রয়োজনে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বেশি দিন থাকবে না বলে যাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁদের জন্য কোনো সুসংবাদ আসেনি। সোয়াতের বিরুদ্ধে লেহি অ্যাক্টের নিষেধাজ্ঞাও বহাল আছে। এভাবে নিষেধাজ্ঞার তালিকা দীর্ঘ হতে থাকলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতি আদৌ কি আর সহনীয় পর্যায়ে থাকবে?

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Chief Editor : Manzur Ahmed
Associate Editor : Hasanuzzaman Saki
Managing Editor : Rano Nawaz
Commercial Chief : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
প্রধান সম্পাদক : মনজুর আহমদ
সহযোগী সম্পাদক : হাসানুজ্জামান সাকী
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
বাণিজ্যিক প্রধান : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

রাইসির মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রটি কেমন হবে?

ড. মাহবুব উল্লাহ্

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাকবলিত হয়েছিলেন। এ সংবাদ জানার পর ইরানসহ মুসলিম বিশ্বে প্রেসিডেন্ট রাইসির ভক্ত-অনুরক্তরা আশা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রাইসি হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবেন। ইরান সরকার দেশবাসীকে তার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইরানবাসী কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে এবং একটি মিরাকলের অপেক্ষায় ছিল। বাংলাদেশের একটি দৈনিক প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর লিখেছে, 'কাঁদছে ইরান! প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু মুসলিম বিশ্বসহ পৃথিবীর ন্যায়বিচারকামী মানুষদের দারুণভাবে মর্মাহত করেছে। এ যেন অতি আপনজনকে হারানো।'

গত রোববার ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের জোলফা এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরও রোববার রাত পৌনে ১২টা পর্যন্ত দুর্ঘটনাকবলিতদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। সেখানে ভারী বৃষ্টি ও ঘনকুয়াশার কারণে ৫ মিটারের বেশি দূরত্বে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। হেলিকপ্টারে ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালেক রহমতি এবং এ প্রদেশে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীর মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম ছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইরানের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে যে খবর আসছে, তা খুব উদ্বেগজনক। ১৬ ঘণ্টার বেশি সময় উদ্ধার তৎপরতার পর সোমবার সকালে হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর তাদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে ইরান সরকার।

প্রতিবেশী দেশ আজারবাইজানের সীমান্ত এলাকায় একটি যৌথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করে গত রোববার দুপুরে হেলিকপ্টারে করে ফিরছিলেন রাইসি। সেখান থেকে ১৭০ কিমি. দূরের ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজের উদ্দেশে হেলিকপ্টারে যাত্রা করেন প্রেসিডেন্ট রাইসি ও তার সঙ্গীরা। ৫৮ কিলোমিটার যাওয়ার পর পর্বতঘেরা তারজাগান এলাকায় বিধ্বস্ত হয় হেলিকপ্টারটি। ওই বহরে আরও দুটি হেলিকপ্টার ছিল। তবে সেগুলো নিরাপদে অবতরণ করে। প্রশ্ন জাগে, একই বহরের দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে ফিরলেও প্রেসিডেন্ট রাইসিকে বহন করা হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হলো কেন? দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অপর দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদ থাকায় প্রশ্ন জাগা সংগত। প্রেসিডেন্ট রাইসি যে হেলিকপ্টারে ছিলেন সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বেল হেলিকপ্টার। ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লবের আগে এ হেলিকপ্টারটি পেয়েছিল তৎকালীন রেজা শাহ পাহলভির সরকার। রেজা শাহ পাহলভির বিরুদ্ধে তখন ইরানের ইসলামি বিপ্লবী অভ্যুত্থান হয়েছিল। সরল হিসাবে হেলিকপ্টারটির বয়স ৪৫-৪৬ বছর। এত বছর ধরে টিকে থাকা হেলিকপ্টারটির নিরাপদ সার্ভিস দেওয়ার কথা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর স্যাংশান বা অবরোধ আরোপ করার পর ইরানের পক্ষে হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছিল না। এতগুলো বছরে এ হেলিকপ্টারগুলো উড্ডয়ন-অযোগ্য হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি।

উদ্ধার অভিযানে তুরস্ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে। তুরস্কের ড্রোন ঘটনাস্থলের উষ্ণতা চিহ্নিত করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্যাটেলাইট প্রযুক্তি দিয়ে দুর্ঘটনাস্থল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তুরস্ক আগে ভাগেই জানিয়েছিল উদ্ধার কাজে সহায়তা করবে। তুরস্কের এ সহযোগিতা বোধগম্য। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এগিয়ে আসতে পারে, এমনটি ভাবা যায়নি। ফিলিস্তিন নিয়ে প্রেসিডেন্ট রাইসির কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ ঔদার্য প্রশংসনীয়। এ দৃষ্টান্ত দেখে পুরোনো প্রবাদ 'গথহ ফড়বং হড়ঃ ঁহফবৎংঃধহফ ষিঃয ঃযব ষধপপ' আবারও সত্য বলে প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো ন্যায়-নিষ্ঠ অবস্থানের জন্য প্রেসিডেন্ট রাইসি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এ কলাম লেখার সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন শোক প্রকাশ করেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো এ রাষ্ট্র দুটি শোক প্রকাশ করলে তা হতো সভ্যতাসম্মত আচরণ।

প্রশ্ন উঠেছে, রাইসির মৃত্যু কি ইরানকে অস্থির করে তুলবে? জ্যাক ডেট্শ নামে ফরেন পলিসির পেন্টাগন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদক এ প্রশ্নে তার কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, ইরান যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'কঠোর পন্থা' বেছে নিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের কিনারে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন এক সময় এ দুর্ঘটনাকে ইরানের রাজনীতিতে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রূপান্তরমূলক যুগের উপসংহার বলা যেতে পারে। প্রায় তিন বছরের ক্ষমতাকালে রাইসি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সামাজিক নীতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল জায়গায় নিয়ে যান। পূর্বসূরি হাসান রুহানির পর তিনি এ অঞ্চলে ইরানকে স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় ঠেলে দেন। হাসান রুহানি উদারপন্থি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৮ সালে তৎকালীন ট্রাম্প সরকার ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন বছর পর ক্ষমতায় এসে রাইসি ক্রমাগত ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের গতি বাড়িয়েছিলেন এবং ইরান চুক্তি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আলোচনার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। রাইসির নেতৃত্বাধীন ইরান সরকার ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে এবং রাশিয়াকে শাহেদ নামের মরণঘাতী ড্রোন ও প্রচুর গোলাবারুদ দিয়েছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে রাইসির নেতৃত্বাধীন ইরান স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সংগ্রামে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করছে। প্রেসিডেন্ট রাইসি নিহত হওয়ার পর ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের তীর ইসরাইলের বিরুদ্ধে। 'ঠাকুর ঘরে কে-আমি কলা খাই না', এমন ভান করে ইসরাইল দাবি করেছে তারা এর সঙ্গে জড়িত নয়। মার্কিন ক্যাম্পাসগুলোতে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে। এবার দেখার বিষয় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের ছাত্রসমাজের আন্দোলন ফিলিস্তিনের মুক্তিকে কতটা ত্বরান্বিত করে। ফিলিস্তিন মুক্ত হলে প্রেসিডেন্ট রাইসির অকালমৃত্যুও সার্থকতা বয়ে আনবে

বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও ফিলিস্তিনি সমর্থন

শাহাব উদ্দীন

প্রতিটি পরিবারের স্বপ্ন থাকে তাদের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে। আমেরিকা ও বিশ্বের যে কোন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা থাকে অনেক। দীর্ঘ শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যায়ে থাকে সমাবর্তনের আনন্দ। কিন্তু এবারের সমাবর্তনে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে ছিল চাপা ক্ষোভ, জ্বালা, দ্রোহের আগুন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা শিক্ষা পেয়েছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন, উন্নত মানুষ হওয়ার দিকনির্দেশনা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালেই এখন দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। যখন দেখা যায় গণহত্যা, দখলদারিত্ব, দুর্বলের উপর সবলের আক্রমন, আধিপত্য বিস্তারের কালো থাবা, বাতাসে বারুদের গন্ধে পরিবেশ দূষিত, তখনই যুবক মনে দ্রোহের আগুনে জ্বলে ওঠে। যে সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিলো মানুষ হওয়ার, সেখানেই নেমে আসে স্বৈরাচার, আধিপত্যবাদীদের খড়্গ, হত্যা গ্রেফতার, নির্যাতনের মাধ্যমে কণ্ঠ রোধের প্রচেষ্টা।

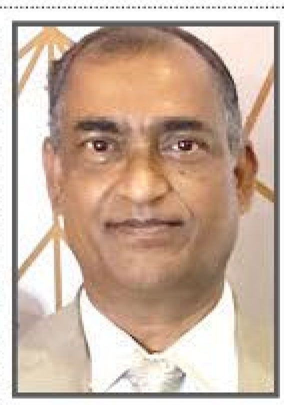

আমেরিকার সহ বিশ্বের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সচেতন মানুষের কণ্ঠে যখন সমস্বরে স্লোগান উঠছে 'অকুপেশন ইজ ক্রাইম' 'ফ্রী ফ্রী প্যালেস্টাইন' 'নো মোর মানি ফর ইজরায়েল' তখন আর কেউ না বুঝলেও রক্তপিপাসু আধিপত্যবাদিরা বুঝতে পারে স্লোগানের গভীরতা। সেজন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা ওদেরকে দমাতে। আর তখনই সেখানে শুরু হয় সংঘাত, সংঘর্ষ। শুরু হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে ন্যায়ের সংগ্রাম। সেখানে নেই কোন ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে সবাই একাট্টা হয়ে আওয়াজ তোলে, 'মানুষের বসবাসের জন্য নিরাপদ পৃথিবী চাই'। পৃথিবীর দেশে দেশে সম্মিলিত এই আওয়াজ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। আজ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আওয়াজ মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে ছাত্র জনতার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষা জীবন শেষে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সফলতার সার্টিফিকেট নিয়ে যখন কর্মজীবনে যাবার পালা তখনই শিক্ষার্থীরা জীবনে প্রথম বারের মতো বিরাট হোচট খেল। প্রতিবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বড় পরিসরে আড়ম্বরপূর্ণ সমাবর্তনের আয়োজন করেনি। করা হয়েছে ছোট্ট পরিসরে। সেখানেও দেখা গেছে অনেক শিক্ষার্থী ফিলিস্তিনিদের পতাকা, স্কার্ফ ইত্যাদি হাতে নিয়ে মঞ্চে গিয়েছেন। কাউকে কাউকে মনের দুঃখে তাদের পরিশ্রমের অর্জন সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে তা ছিড়ে ফেলতেও দেখা গেছে। এমনটা হবে কেন? এই প্রশ্ন সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তা হলে তো বর্তমান দেশ ও বিশ্ব নেতৃত্ব ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের কোথাও না কোথাও গলদ রয়েছে। জাতীয় নেতৃত্ব মেরামতের স্বার্থে ছাত্র ও যুব সমাজ যখনই সংগ্রামে নেমেছে তখনই জাতীয় নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে, তা সে দেশ উন্নতই হোক বা অনুন্নতই হোক। অতীত ইতিহাসই এর প্রমাণ। শিক্ষার্থীদের ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমিয়ে রাখার জায়গা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুক্ত মন ও চিন্তার উর্বর ভূমি। সেই ভূমিতে সুন্দর চারা গাছ বড়ো হয়ে ফুলে-ফলে দেশ ও বিশ্বকে সুরভিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন মত ও বিতর্ককে স্বাগত জানাবে। চাপা দেওয়া যাবে না। অন্যের চিন্তা ধারণা, মূল্যবোধ মতামতের মর্যাদা, গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনায় উত্তম জায়গা। অর্থাৎ আমি আপনার মতামতের সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সঠিক মতকে ধারন সংরক্ষণের জন্য আমি জীবন দিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সমাজের অগ্রসর চিন্তার ধারক, বাহক। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যদি তারা গণতন্ত্র মানবিকতার চর্চা করতে না পারে তবে কোথায় গিয়ে করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাজ হলো সরকার এবং বড়ো বড়ো কোম্পানি ইত্যাদির কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা। কখনো কখনো উদ্বৃত্ত অর্থ লগ্নি করে মুনাফা অর্জন করা। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে যে ভাবে চলার কথা সে ভাবে চলতে পারে না। তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু করতে দেয় না। তারা টুটি চেপে ধরে। তারা বলে দেয় কি করা যাবে কি করা যাবে না। যা বিশ্ববিদ্যালয় চেতনার স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের দেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজের ব্যাপক সংস্কার দরকার। এই পচন থেকে সমাজকে যদি উদ্ধার করা না যায় তবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সে অনিয়মের কারণেই সর্বত্র দ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। পরিবর্তন ছাড়া এ আগুন থামবে না। কারণ এই পরিবর্তনের আন্দোলনে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি সবাই সম্পৃক্ত হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

২৭ শে এপ্রিল মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ বাহিনী ব্যাপক নির্যাতন চালায়। তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক স্টিভ তামারি ছবি তোলার চেষ্টা করেন। পরিচয় দেওয়ার পরও সে সময় মারমুখী পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে ঘাড়ের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরায়। প্রফেসরের নিস্তেজ শরীর মাটিতে পড়ে থাকার পর টেনে হিচড়ে একটি ভ্যানে ছুড়ে ফেলে। এ ধরনের অমানবিক গ্রেফতারের সময় তার পাঁজরের নয়টা হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় তাকে অস্ত্রোপচার করতে হয়। স্বামীর সাথে পুলিশের এ ধরনের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে তার স্ত্রী সান্দ্রা তামারীও নির্যাতনের শিকার হন। এ ধরনের অমানবিক এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

এর খেসারত বেনইয়ামীন নেতানিয়াহু আর তার আশ্রয় দাতা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে যে দিতে হবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। কারণ নির্বাচনের আগে দেশে দেশে মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভ তা বলে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতি প্রথম থেকেই অন্ধ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে বিশ্ব নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে। আমেরিকা যদি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিমেষেই পৃথিবী থেকে ইজরায়েল নামক ক্যান্সার রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবরা ফিরে পাবে তাদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। আর সেই দিন ছাত্র জনতা সাদা কালো ফিলিস্তিনি স্কার্ফ, পতাকা হাতে হাসিমুখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই করবে আলিংগন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও মৌলবাদের সঙ্গে সরকারের গাঁটছড়া

সম্প্রতি ব্রাক ইউনির্ভাসিটির মৌলবাদী অধ্যাপকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালনে তৃতীয় লিঙ্গের ওপর লেখা গল্প সপ্তম শ্রেণির বই থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মৌলবাদের প্রতি সরকারের নতজানুর আরেক নিদর্শন। একইভাবে লালনের গান উদ্বৃত করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেয়ায় জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মৌলবাদের পক্ষ অবলম্বন করা হয়েছে। এভাবে বার বার স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে আপস ও গাঁটছাড়া বেঁধে ক্ষমতায় থাকার কৌশল নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দাবিদার সরকার। সরকার মুক্তিযুদ্ধের মুখোশ পরে এভাবে দেশকে মৌলবাদের খাদের কিনারায় নিয়ে গেছে

সুব্রত বিশ্বাস

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই ১৯৪৭ সালে আমাদের পিতা ও পিতামহরা মুসলিম ভাই ভাই শ্লোগানের আবেগে পড়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের সাথে আমাদের যুক্ত করে নিয়েছিলেন। তারপর স্বাধীনতার এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাকিস্তানী ভাইদের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তারা আমাদের ভাষার ওপর আক্রমণ করে বসে। ছাত্ররা তার প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সমগ্র জাতি তখন ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অনেকেই তখনও পাকিস্তানের মোহে আবিষ্ট। ফলে সমষ্টিগত প্রতিবাদের জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। চার বছর পর ১৯৫২ সালে আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাই। বুকের রক্ত দিয়ে আমরা আমাদের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা রক্ষা করি। একইসাথে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই।

সেদিন থেকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একুশের চেতনা ধারণ করে আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বকে কবর দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্ম। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের আলোকে শহীদের রক্তে লেখা হয় বাহাত্তরের সংবিধান। যাকে আমরা বাহাত্তরের সংবিধান বলে আখ্যায়িত করে থাকি।

দুর্ভাগ্যজনক, স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় কিছু কুচক্রী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তারপর ক্ষমতার পালাক্রমে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' অন্তর্ভুক্ত করে নেন। জিয়ার অকাল মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল এরশাদ। এরশাদ স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যায়িত হন। ক্ষমতার শেষ ভাগে এসে এরশাদ ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানে সংযুক্ত করে নেন। অথচ খুনী জিয়া ও স্বৈরাচারী এরশাদ এই দুই সামরিক শাসকের কেউই কিন্তু ধার্মিক ছিলেন না। ক্ষমতার প্রয়োজনে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের জন্যই তারা বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

যেহেতু বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম উভয় বিষয়ই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী, অতএব সাংঘর্ষিকও বটে। তাই স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এই বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন দেশের ১৫জন বরেণ্য ব্যক্তি। দেশব্যাপী দাবি ওঠে বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্বহালের।

তারপর রীটের শুনানীর জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। পদ্মা-মেঘনায় অনেক জল গড়িয়ে যায়। তারই এক পর্যায়ে ২০০৯ সালে স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে।

ক্ষমতায় আসার আগে জনগণের দাবি বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্বহাল করা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল। সে অনুসারে ক্ষমতা গ্রহণের পরই আদালত বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্বহালের রায় বা আদেশ প্রদান করে। দেশের জনগণ আশান্বিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন আইনমন্ত্রী শফিক আহমদ যথারীতি ঘোষণা করেন আজ থেকে দেশে কোন ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব রইলো না। একইসাথে ধর্মীয় রাজনীতি করার সুযোগও থাকলো না। আমরা জনগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে অভিনন্দন জানালাম। কিন্তু তার পরক্ষণেই আমরা কি দেখলাম? মুফতি আমিনী শ'দেড়েক লোকের একটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হলো। আর তখনই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী ভুলে গেলেন জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতির কারণে নির্বাচনে তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কথা। যে ঘোষণা তারা দিয়েছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে সেটা প্রত্যাহার করে নিলেন। অর্থাৎ যে থুথু নিক্ষেপ করেছিলেন, সেটাকে আবার তুলে নিলেন। এভাবেই তারা মুফতি আমিনীর সাথে হাত মিলিয়ে জনগণের দাবী ও রায়ের অবমূল্যায়ন করলেন।

তারপর বর্তমান সরকারের আমলেই ২৩ বছর পর ২০১১ সালের ৮জুন রিটটির ওপর হাইকোর্ট রুল দেন। সেদিন আদালত অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে ১৪ জন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর নাম ঘোষণা করে আদেশ দেন। এবং এর প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১৬ সালের ৮ মার্চ রুলটি শুনানির জন্য আদালতে ওঠে। কিন্তু আদালত সেদিন অ্যামিকাস কিউরি মনোনীত করার আদেশ প্রত্যাহার করে নেন এবং রিটটি খারিজ করে দেন। এমনকি রিটের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবিদের কোনও কথা বলার সুযোগটুকুও দেননি। এ নিয়ে সেদিন অভিযোগ উঠেছিল সরকারের গোপন হস্তক্ষেপে বা নির্দেশেই আদালত এমনটি করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় রীটের ৩৬ বছর পর এবার আদালত রায়ের অভিমতে বলা হয়, ওই সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২ক যুক্ত করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সাংঘর্ষিক নয়।

স্বাভাবিকভাবে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতা তথা বাহাত্তরের সংবিধানের সাথে অবশ্যই সাংঘর্ষিক। দুঃখের বিষয় রায়ের পর এখন পর্যন্ত সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। সরকারের নীরব ভূমিকায় দেশের জনগণের মনে অতীতের ন্যায় নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম

এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সোনালী ব্যাংক থেকে সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ৩.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা
৬% বোনাস
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA AND CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।
Shah Nawaz MBA
President & CEO, 646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বিরাট মূল্যহ্রাস
BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
৩টি রেড হার্ড চিকেন $17.99
৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম
স্পেশাল সেল
৩টি
রেড হার্ড চিকেন
$17.99
Approved by
SBNY
Shariah Board New York
HALAL MONITORING SERVICES
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA
শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক একমাত্র
অনুমোদিত হালাল পোলট্রি মার্কেট
আমাদের রয়েছে শরীয়াবোর্ড অনুমোদিত
প্রতিদিন জবেহকৃত গোট ও বিফ
এছাড়াও এখানে পাবেন সকল ধরণের বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ
ইলিশ, রুই, কাতল, মৃঘেল, কোরাল, গলদা চিংড়ী, কই, বাইলা,
মলা, কাচঁকিসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ
প্রতিদিন স্পেশাল ঃ বিফ উইথ বোর্ন $3.99
অল হোয়াইট চিকেন $2.99
শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য
Scan Here to Shop & Get Free Delivery
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER
BENEFIT
Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205-7200 | 718.205.8262

আড়ম্বরপূর্ণ ব্রুকলিন মেলা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। তিনি তার বক্তব্যে বিভক্ত জোবানার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন। এই মেলায় কম্যুনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য বেশ কয়েকজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস-এর প্রেসিডেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থার্ডজেন্টস পেরেন্ট অফ উইমেন এর প্রেসিডেন্ট ডিওর ফল, অ্যাম্বাসেডর জেরি ফকেনা অ্যাঙ্কিনজা, থার্ডজেন্টস পেরেন্ট অফ উইমেন এর ইন্টারন্যাশনাল কো অর্ডিনেটর সেরিজে বারা নাদিয়ে, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক গঞ্জালেস, ৬৬ প্রিসেক্টের কমান্ডিং অফিসার কেনেন হ্যারাটে, ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার জেনেক, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বাবুল, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ৫ বরো'র ডেপুটি কমান্ডার রিচার্ড টেইলর, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ৬৬ প্রিসেক্টের সার্জেন্ট উইং চ্যাং, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স অফিসার জেমস, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ওন বরো সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ, সাউথ এশিয়ান

আলাপ'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ করিম, সার্জেন্ট আকি, মাউন্টসাইনাই হসপিটালের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভগবান জ্যাকসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, কুইন্স ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট এবাদ চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মেলা উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ এস এম রেজা, কো চেয়ারম্যান আবছার উদ্দিন, উপদেষ্টা মনির আহমদ কামাল, কামাল হোসেন মিঠু, সমন্বয়ক আহসান হাবিব, সদস্য সচিব ফিরোজ আহমেদ, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দি, সালেহ মানিক, প্রফেসর আজাদ, মোহাম্মদ

হাসানসহ মেলার সকল পৃষ্ঠপোষক ও আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'ব্রুকলীন মেলা' উদযাপন কমিটির আহবায়ক শাহ নেওয়াজ তার বক্তব্যে বলেন, এই মেলা সকল মত ও পথের মানুষের মিলনের স্থান ও উৎসব কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানে সবাই একে অপরের সাথে মিশতে পেরেছে। তিনি বলেন, আমি সব সময় ব্রুকলীন মেলার সাথে ছিলাম এবং আগামীতেও থাকবো। শাহ নেওয়াজ বিভক্ত জোবানাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষনা দেন। এ সময় জোবানার অপর অংশের শীর্ষ কর্মকর্তারাও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই বর্ণাঢ্য মেলা আমাদের আগামী নেতৃত্বের উজ্জ্বলতা বহন করছে। এটি ব্রুকলিন মেলা হলেও এটি সমগ্র বাংলাদেশি কমিউনিটি তথা দক্ষিণ এশিয়ার মেলা। মেলায় এর বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি অভিভাবকদের প্রতি সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। নুরুল আজিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ব্রুকলীন মেলায় সব সময় আমার সহযোগিতা থাকে, আগামীতেও থাকবে। এটর্নী মঈন চৌধুরীও সব

সময় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম। মেলার টাইটেল স্পন্সর ছিল গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। মেলা মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী রিজিয়া পারভীন, বাউল কালা মিয়া, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, মিনিয়া হাসান, শামীম সিদ্দিকী, অনিক রাজ, নুরুজ্জামান লাল্টুসহ প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পীরা।

সঞ্চালক ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সেক্রেটারি ও এন এম ফেরদৌস। সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত নয়টা পর্যন্ত মেলায় গোটা চার্চ এভিনিউতে বসেছিল বিভিন্ন পণ্য সামগ্রির ৭০টি স্টল। শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল বিভিন্ন রাইড। এছাড়াও মেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল সন্দীপ সোসাইটির আয়োজনে মেলায় উপস্থিত কয়েক হাজার দর্শকদের জন্য সাধাদু খাবার, পানীয় ও চা পরিবেশন। ব্রুকলিনের চার্চ এভিনিউতে অনুষ্ঠিত এবারের মেলায় ২০ হাজারের ওপরে দর্শক উপস্থিত হয়েছিল বলে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানান হয়।

নিউইয়র্ক মাতালেন মমতাজ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানটি পরিণত হয়েছিল প্রকৃত অর্থে ফোক সঙ্গীতের এক জমজমাট আসরে। একের পর এক গান গেয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত করে তুলেছিলেন মমতাজ। মূলত সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজের উদ্যোগে আয়োজিত মমতাজের এই সঙ্গীতানুষ্ঠানকে বাস্তবে রূপ দিতে হাত বাড়িয়েছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক 'আজকাল' সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। আমাজুরা হলের দর্শকদের কৌতুক শোনানোর মধ্য দিয়ে মমতাজের লাইভ কনসার্টের উদ্বোধন করেন তিনি। বাহুল্য কথায় না গিয়ে তিনি সরাসরি মমতাজের গানে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলীকে। রাত ১১টা নাগাদ কনসার্টের শেষ পর্যায়ে তিনি অনুষ্ঠান সহায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়েই সাঙ্গ হয় যুক্তরাষ্ট্রে মমতাজের একমাসব্যাপী সঙ্গীত অভিযাত্রা। ১৯ মে মমতাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি বিনির্মাণে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ব্যাপক ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মতো মমতাজের এই অনুষ্ঠানের আয়োজনও

সকল মহলের প্রশংসা পেয়েছে। ১৯ মে ব্রুকলিনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি কমিউনিটির বৃহত্তম পথমেলাতেও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ছিল প্রধান স্পন্সর। নিউইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে এই প্রতিষ্ঠানটি। টাইমস স্কয়ার থেকে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড, জ্যাকসন হাইটস থেকে জ্যামাইকা সবখানেই সরব উপস্থিতি রয়েছে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও তাদের সিস্টার প্রতিষ্ঠান এনওয়াই ইন্স্যুরেন্সের। এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশি কমিউনিটিতে উবার-লিফট, গ্রীনক্যাব ও টিএলসি লাইসেন্সধারী ড্রাইভারদের এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সেবা দিয়ে আসছে।

এই ক্রিকেট আমাদের কতদূর নেবে?

ক্রিকেট হাসলেই বাংলাদেশ হাসে। অথচ ক্রিকেটেই চলছে দেখি না কী হয়? এমন আত্মঘাতী আচরণ! নেওয়া হচ্ছে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ মানেই অনেক প্রস্তুতি, প্রকৃত মেধাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ফর্ম ভালো নেই তবু লটারি কেনার মতো মানসিকতার কাউকে কি দলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? যুক্তরাষ্ট্রের মতো 'আনাড়ি' ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। সেখানে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা এমনকি শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের সঙ্গেও কি দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশ? সেই প্রস্তুতি অথবা সামর্থ্য আছে কি বাংলাদেশের? নাকি এবারও বিশ্বকাপে ক্রিকেট শিখতে গেছে বাংলাদেশ? জয় বড় কথা নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা। এটাই কি বাস্তবতা?

রেজানুর রহমান

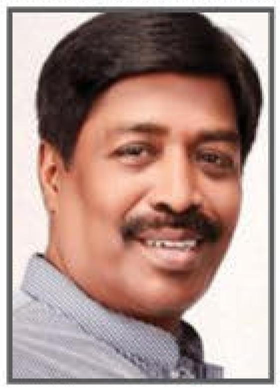

খেলায় হারজিত দুটোই থাকে। একদল জিতবে অন্য দল হারবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশ যেভাবে হারলো তার ব্যাখ্যা কী? এই হারের পেছনে যুক্তিটাই বা কী? আবারও বলি খেলায় হারজিত দুটোই থাকে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্র জিতেছে এতে এত কথা বলার কী আছে? যারা এমনটা ভাবছেন তাদের উদ্দেশে বলি, কথা বলার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের হারের পর প্রচার মাধ্যমের শিরোনামগুলো পড়লেই আর কোনও যুক্তি খুঁজতে হবে না। 'বাংলাদেশকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস'। 'বেসবলের দেশ হারিয়ে দিলো ক্রিকেটের দেশকে'।

যুক্তরাষ্ট্রে বেসবল ব্যাপক জনপ্রিয়। এবার মাত্র টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ আইসিসির পূর্ণ সদস্যপ্রাপ্ত একটি ক্রিকেট দল। সেখানে বলতে গেলে সবেমাত্র ক্রিকেট খেলতে নামা একটি 'আনাড়ি' ক্রিকেট দল বাংলাদেশের মতো অভিজ্ঞ একটি ক্রিকেট দলকে মাঠের পারফরম্যান্সে দাঁড়াতেই দিলো না।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে টিভির পর্দায় বাংলাদেশ বনাম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টি-২০ তিন ম্যাচের প্রথম ম্যাচটি দেখতে বসেছিলাম। মাঠের অবস্থা দেখে অনেক প্রশ্নই মনে জাগলো? মাঠটি কি আদৌ ক্রিকেট খেলার উপযোগী? পরক্ষণেই মনে হলো এই ধরনের মাঠেই তো বাংলাদেশের সুবিধা। কিন্তু সুবিধা নিলো যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশকে ক্রিকেটের লড়াইয়ে দাঁড়াতেই দিলো না। মাঠের খেলায় বাংলাদেশকে দেখে একবারও মনে হয়নি ক্রিকেটে পরিপক্ব, অভিজ্ঞ একটি দল সবেমাত্র ক্রিকেটে পা রাখা একটি দলের সঙ্গে লড়াই করছে। বাংলাদেশ দলের যেখানে সমীহ পাওয়ার কথা, সেখানে যোগ্যতার আলো ছড়িয়ে সমীহ কেড়ে নিলো যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকেই মনে হচ্ছিল একটি 'আনাড়ি' ক্রিকেট দল। হয়তো ক্রিকেটে তেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এই যে লাইনটা লিখলাম। অনেক কষ্ট হচ্ছে।

আবারও বলি, মাঠের খেলায় একটি বড় দলও অপেক্ষাকৃত ছোট দলের কাছেও হারতে পারে। কেউ কেউ এটাকে বলেন অঘটন। এই যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ক্রিকেটে হারিয়ে দিলো এটা কি অঘটন? সত্যি কি অঘটন? সামনের ম্যাচে বাংলাদেশ হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে? কিন্তু হারের ক্ষতটা তো থেকেই যাবে। বাংলাদেশ কেন এই সুযোগটা দিলো? যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হারের পর বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্ত মাঠের কন্ডিশনকে দায়ী করেছেন। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়?

দেশে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট লড়াইয়ের সময়ই বোঝা গিয়েছিল টি-২০ ফরমেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আসলে কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই জয়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থে আনন্দ অথবা স্বস্তি যাই বলি না কেন তার কিছুই ছিল না। বরং টি-২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের শ্রীহীন অবস্থারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, মাঠের ক্রিকেটে যারা ক্রমাগত ব্যর্থতা প্রদর্শন করছেন তারা বিশ্বকাপের দলে হয়তো থাকবেন না। কিন্তু সব ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শুধু লিটন দাসের কথা বললেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। লিটন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। বাংলাদেশ দলকে তিনি অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন। তাই বলে ফর্মে না থাকার পরও বিশ্বকাপের মতো ক্রিকেটের আসরে লিটন দাস যুক্ত হলেন কোন যুক্তিতে? ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ে সিরিজে তিন ম্যাচ খেলেন যথাক্রমে ১, ২৩ ও ১২ রান করেন লিটন দাস। তবু তার ওপরই আস্থা রাখতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। বলতে গেলে তেমন কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই ভারতে দল পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। অব্যাহত হারের পরও বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমে জয়ের কোনও সম্মিলিত শক্তির আভাস মিলেনি। খেলার মাঝখানে তখনকার ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান দলকে ছেড়ে দেশে এসেছিলেন। তিনি কেন দলকে ছেড়ে দেশে এসেছিলেন, বাংলাদেশ সেবার ক্রিকেটে কেন এমন ব্যর্থতা দেখালো এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেটা ঘোষণার মধ্যে ঘোরফেরি লুকিয়ে আছে। ভারতে ব্যর্থতার পর ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-২০ বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কি আদৌ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়। যদি নিতো তাহলে টি-২০ র‍্যাংকিংয়ে ১৯ নম্বরে থাকা ক্রিকেট দল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ করতো না। আমরা যে যাই বলি না কেন দেশে ক্রিকেটই একমাত্র খেলা বা উপলক্ষ, যার পক্ষে দেশের মানুষ দল-মত নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড়ায়। ক্রিকেট হাসলেই বাংলাদেশ হাসে। অথচ ক্রিকেটেই এরপর ৫৪ পৃষ্ঠায়

'লাপাত্তা লেডিজ', মধ্যবিত্তের বিনোদন ও 'বই দেখা'

ড. রাহমান নাসির উদ্দিন

সিনেমাকে বলা হয় জীবনের গল্প। 'জীবন থেকে নেওয়া' গল্পের স্যালুলয়েড প্রজেকশানের নাম সিনেমা। কিন্তু নানান বাণিজ্যিক মসলা ব্যবহার করে 'ব্যবসা সফল সিনেমা' বানানোর চিন্তা থেকে হালের বাণিজ্যিক সিনেমার এখন এমন দশা হয় যে সেটা আর জীবনের গল্প থাকে না। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে তার তেমন একটা সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। সিনেমা তখন নিরেট বিনোদন: কেবল বিনোদনের বাহন হয়ে ওঠে বলে গড়পড়তা সিনেমার মতো এসব বাণিজ্যিক সিনেমা কিছু দিন "মাঠ" গরম করে রাখে; তারপর হাওয়া। আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ঘটনা বেশি ঘটে মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। প্রচুর মারদাঙ্গা ছবি উৎপাদিত হয় এখানে।

'অ্যাকশন মুভি' নামে একটা বর্গ তৈরি করে সেটা তখন রিলিজের দিন কত টাকা আয় করলো; রিলিজের প্রথম সপ্তাহে কত টাকা আয় করলো এবং সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তুলনায় এটা কত নম্বরে আছে কিংবা অতীতের 'সব বেশি আয় করা সিনেমা'কে ছাড়িয়ে গেছে কিনা, এসব চলতে থাকে মিডিয়ার দুনিয়ায়। আলু-মুলার বাজার দরের মতো কামাইয়ের মাত্রা দিয়ে এসব সিনেমার গুণাগুণ বিচার করা হয়: সিনেমা জগতে এর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কালের কোলে জন্ম নিয়ে কিছু মালপানি আয় করে কালেই এসব সিনেমার মৃত্যু হয়। জন্ম-মৃত্যুর কাল প্রায় একই থাকে। এসব সিনেমা কখনও তাই কালান্তরের স্বাদ পায় না।

দর্শকও এসব সিনেমা দেখে সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে, সাময়িক বিনোদন জন্য, নিজের মনে এবং চিন্তায় এদের সাময়িক জায়গা দেয়। এসব সিনেমার স্থায়ী কোনও জায়গা কোথাও হয় না। কেননা, মানুষ এসব সিনেমাকে নিজের জীবনের সঙ্গে, চিন্তার সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খুব একটা মিলাতে পারে না। ফলে, এসব বাণিজ্যিক সিনেমা বাণিজ্য করেই খালাস। দর্শকও সস্তায় সাময়িক বিনোদন নিয়ে এসব বাণিজ্যিক সিনেমাকে কেবল ব্যবহার করে কিন্তু কখনও নিজের মনে স্থান দেয় না। এটাই হচ্ছে মোটাদাগে বাণিজ্যিক সিনেমার হাল, কাল ও কপাল। নিয়ম ও নিয়তি। কিন্তু এরকম বাণিজ্যিক সিনেমার বেশ জমজমাট বাজারে মাঝে মাঝে কিছু সিনেমা আমাদের সম্পৃক্ত করে পরাণের গভীর গহিন থেকে। ঝড়মুখী বাণিজ্যিক সিনেমাকে ঘোড়ো হাওয়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে নিজের গুণ ও মানের কারণে দখল করে নেয় দর্শকের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা এবং মিডিয়ার সমীহ করা সম্মান ও দৃষ্টি।

সম্প্রতি গুণী পরিচালক কিরণ রাওয়ের পরিচালনায় এবং আমির খানের প্রযোজনায় 'খথথড়থগঃথথ খথক্ষরবং' সিনেমাটি এরকম গুণে ও মানের সিনেমার দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে। ভালো সিনেমা দেখার একটা নেশা আমার আছে। এসব সিনেমা আমি খুবই যত্ন করে দেখি এবং একটা ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি কেন এগুলো ভালো সিনেমা। এবং বাণিজ্যিক 'সিনেমা-খাদক' দর্শকরা কেন এসব সিনেমা "খায়" এবং খেয়ে "বুঁদ" হয়ে থাকে। "লাপাত্তা লেডিজ" সিনেমার সে বুদবুদকে বোঝার খানিকটা চেষ্টা আজকে এ লেখা। Laapataa Ladies "লাপাত্তা লেডিজ", সিনেমাটি দেখলাম। সুন্দর সিনেমা, অসাধারণ সিনেমা কিংবা চমৎকার সিনেমা না-বলে আমি বলবো একটা 'সত্যিকার' সিনেমা দেখলাম। লাপাত্তা লেডিজ শুধু একটি সিনেমা না, এখানে প্রায় প্রতিটি পরতে পরতে ছোট ছোট সিনেমা আছে। স্টোরিটা মোটামুটি এরকম: একটি গ্রামের নববিবাহিত বর-কনে (দীপক ও ফুল কুমারী) মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলের বাড়িতে আসার যাত্রাপথে ট্রেনে আরও দুই জোড়া নববিবাহিত বর-কনের সঙ্গে ভ্রমণ করছিল। রীতি অনুযায়ী লম্বা ঘোমটা পরার কারণে কার বউ কোনটা সেটা বোঝার উপায় নেই। যখন দীপকের স্টেশন এসেছে, সে নামার সময় অন্য আরেকটা কনেকে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে আসে। এই বউ অদল-বদল হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্টোরি শুরু এবং দীপকের ফুল কুমারী খুঁজে বের করার নানান চেষ্টা-তদবিরের ভেতর দিয়ে ঘটনা গড়া এবং ফুল কুমারীকে খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্প শেষ। কিন্তু এরকম একটি সাধারণ স্টোরির ভেতর দিয়ে কিরণ রাও ভারতীয় সমাজের অসাধারণ একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে, এ সিনেমা আর সিনেমার সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেনি। একটি অসাধারণ শিল্প হয়ে উঠেছে।

বলিউডের তুমুল মারদাঙ্গা, অযাচিত বডি-প্রদর্শনী, আরোপিত আইটেম গানওয়ালা, অবাস্তব ভায়োলেন্স, ভিজুয়াল ইফেক্টের বাড়াবাড়ি এবং 'সুপার'-ডমিনেন্ট সিনেমার ভিড়ে "আসল সিনেমা" যখন হারিয়ে যাওয়ার পথে, সেখানে সত্যিকার সিনেমা কাকে বলে, প্রকৃত বিনোদন কী, সিনেমা কেন জীবনের আখ্যান, মানুষের সুন্দর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কীভাবে সিনেমাটিক মুদ্রা দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং সিনেমা কীভাবে মানুষের আবেগ ও বিবেককে রিলেট করতে পারে, লাপাত্তা লেডিজ তার একটি অসাধারণ নজির হয়ে থাকবে। খুবই সাবলীলভাবে, অনারোপিত আবেগ দিয়ে, বেহুদা দেখানোপনার বাইরে এবং ক্যালকুলেটিভ পরিমিতিবোধ দিয়ে বানানো সিনেমা লাপাত্তা লেডিজ।

হালের বলিউডের মারদাঙ্গা সিনেমা Pathan, Jawan, Animal, Jailer, Gadar-2 প্রভৃতির ভিড়ে '12th Fail' যেমন সিনেমার মরুদ্যানে শীতল জলপ্রপাত হিসেবে হাজির হয়েছিল, তেমনি লাপাত্তা লেডিজ সাম্প্রতিক সময়ের একটি সত্যিকার সিনেমার নজির হয়ে থাকবে। অভিনয় হয়েছে দেখার মতো। পুলিশ অফিসার মনোহরের চরিত্রে অভিনয় করা এক রবি কিষান ছাড়া এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

কিরণ রাও পরিচালক হিসাবে প্রথম সিনেমাটিও গুণেমানে ভালো সিনেমা হলেও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, কিরণ রাওয়ের আরও আগেই নিয়মিত সিনেমা পরিচালনায় আসা উচিত ছিল। এতে বলিউড উপকৃত হতো সন্দেহ নেই; সিনেমা দর্শকরাও কিছু সত্যিকার সিনেমা দেখার সুযোগ পেতেন। লাপাত্তা লেডিজ এক কথায় সত্যিকার একটি সিনেমা। আমরা ছোটবেলায়, সিনেমাকে বলতাম "বই"। লাপাত্তা লেডিজ দেখার পর মনে হয়েছে, আমি অনেক দিন পর একটি সত্যিকার "বই দেখেছি"! সিনেমা এখন অতি বাণিজ্যিক চিন্তার কারণে "সিনেমা" হয়ে গেছে; এখানে আর বই নেই। লাপাত্তা লেডিজ সত্যিকার সিনেমা যে একটি অত্যন্ত সাহিত্যমান সম্পন্ন ও শিল্পগুণ সম্পন্ন "বই", সেটা নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে

শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা

বিশেষ আয়োজন

সাপ্তাহিক আজকাল
◆ শুক্রবার ◆ ২৪ মে ২০২৪

বুদ্ধের শিক্ষায় অশান্ত বিশ্বে শান্তি নামুক

প্রজ্ঞানন্দ থের

রাজা শুদ্ধোধন ও রানি মহামায়া দম্পতির দীর্ঘ সাংসারিক জীবনে প্রথম দিকে কোনো সন্তান তখনো জন্মগ্রহণ করেনি। অবশেষে দীর্ঘ সময় পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁদের কোল আলোকিত করে জন্ম নিল এক পারমীপূর্ণ সত্ত্ব। এদিকে দীর্ঘ সময় পর মনের ইচ্ছা সিদ্ধি লাভ করায় পিতা রাজা শুদ্ধোধন নবজাতকের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ।

বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সত্ত্বগণকে কোটি কোটি কল্প ধরে বোধিসত্ত্ব রূপে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে পারমী পূর্ণ করতে হয়। অবশেষে পারমী পরিপূর্ণ হলে বোধিসত্ত্ব অভিসম্বুদ্ধ হন। সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন এবং একসময় মহাপরিনির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

জগতে নির্দিষ্ট কালের জন্য প্রবর্তিত এই ধর্ম প্রচলিত থাকে; পরে এর বিলোপ হয়। তখন নষ্টসত্যের পুনরুদ্ধার করে জগতের পরিত্রাণহেতু নতুন কোনো বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান মহাভদ্র কল্পের চতুর্থ সম্যক সম্বুদ্ধ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ এই ধারাবাহিকতার অংশমাত্র।

জন্মজন্মান্তরে ৩০ প্রকার পারমী পরিপূরণ করে মনুষ্যলোকের শেষ জন্ম রাজা বিশ্বন্তরের দানশীল ও পরম ত্যাগী জীবন সম্পন্ন করে তিনি তুষিত স্বর্গে আরোহণ করেন। তুষিত স্বর্গের পরমায়ু অনুযায়ী, সেখানে সন্তোষিত দেবপুত্র হয়ে ৫৭ কোটি ৬০ লাখ বছর অবস্থান করেন। মূলত সেখান থেকে চ্যুত হয়েই তিনি রাজা শুদ্ধোধন এবং রানি মহামায়ার সংসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সত্ত্ব হিসেবে বুদ্ধাঙ্কুর (বোধিসত্ত্ব)। সংসারের মায়াজালে আটকে থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। এটা পিতা শুদ্ধোধনও শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথমবার বুঝতে পেরেছিলেন ঋষি অসিত দেবলের মাথার ওপরে নবজাতক শিশু সিদ্ধার্থের পা রাখার ঘটনায়।

সিদ্ধার্থের জন্মের ঘটনায় দেবলোকেও আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধাঙ্কুর সিদ্ধার্থের জন্মের কথা জেনে স্বর্গ থেকে ঋষি অসিত দেবল সিদ্ধার্থকে পুণ্যদর্শন করতে এসেছিলেন। ঋষি অসিত দেবলের মাথার ওপরে নবজাতক শিশু সিদ্ধার্থের পা রাখার ঘটনাটি তখন ঘটে যায়। এই দৃশ্য দেখে পিতা শুদ্ধোধন চরমভাবে ঘাবড়ে যান। পরে ঋষি অসিত দেবল স্বয়ং জানালেন মহারাজ আপনার এই সন্তান সাধারণ কেউ নন; তিনি এই জগৎসংসারের ভাবী সম্যক সম্বুদ্ধ।

রাজা শুদ্ধোধন দ্বিতীয়বার আরও একটি ঘটনার সাক্ষী হলেন। একদিন শিশু সিদ্ধার্থ সারা দিন জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। এদিকে তাঁর কষ্ট হবে বলে ওই বৃক্ষের ছায়া নিশ্চল হয়ে থেকে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! পিতা শুদ্ধোধন ভালো করেই বুঝতে পারলেন, তাঁর নয়নের মণি সিদ্ধার্থ সাধারণ কোনো সত্ত্ব নন।

সিদ্ধার্থকে সংসারে ধরে রাখতে একজন পিতা হিসেবে এবং একজন রাজা হিসেবে যা যা করার থাকে, তার চেয়েও বেশি চেষ্টা করেছেন। তবু রাজকুমার সিদ্ধার্থকে সংসারে ধরে রাখা যায়নি। চারি নিমিত্ত দর্শন করে ২৯ বছর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করলেন।

ছয় বছর কঠোর সাধনা বলে ৩৫ বছর বয়সে অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি গয়ার বোধিদ্রুমমূলে বসে সর্বজ্ঞতা তথা বুদ্ধত্ব লাভ করলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ সাত সপ্তাহ গয়ার বোধিদ্রুমকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত করেন। অবিস্মরণীয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেখানে বুদ্ধের সাত সপ্তাহ কাটে। এরপর বুদ্ধ নবলব্ধ জ্ঞান প্রচারের জন্য সারনাথের উদ্দেশে ধর্মযাত্রা শুরু করলেন।

শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে বসে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপলক্ষ করে জগতে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। বুদ্ধ কর্তৃক মধ্যম পন্থার মাহাত্ম্য বর্ণনা, চারি আর্যসত্যের বিস্তর বর্ণনা, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গসংবলিত সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে পর্যায়ক্রমে তাঁরা সকলে অর্হৎ মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

জগতে বুদ্ধের পরে ওই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরাই হলেন প্রথম অর্হৎ ভিক্ষুসংঘ। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বুদ্ধের এই ধর্ম অভিযান চলে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর্যন্ত। একদিকে চারি পরিষদ গঠন এবং তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কর্মযজ্ঞ, অপর দিকে ধর্ম প্রচার অভিযানের মাধ্যমে সত্ত্বগণকে দুঃখমুক্তির পথ দেখানোর ব্রত বুদ্ধ সমানেই করে গেছেন।

অবশেষে ৮০ বছর বয়সে হিরণ্যবতী নদীর ↘ এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

একজন সিদ্ধার্থ এবং আমাদের জোছনা দেখা

রুচিরা রায়

আমরা ভারতীয়রা প্রথম জোছনা চিনেছি তাঁর চলে যাওয়া পথ ধরে। তবে এ জোছনা ছিল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী জোছনা। তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের স্থান ছিল ইসিপাতন বা ঋষিপাতন নগরী। সেই ইসিপাতনকেই নিজের বোধের কত গভীরে প্রোথিত করতে পারি তা হয়ত জানা ছিল না তবে প্রাচীন সে নগরী ও সেই নগরীর পথে পথে ছড়ানো মহামানবের অলৌকিক উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি সর্বান্তকরণে সব সময়। মনের আখরে লিখেছি সেই শুক্লাচতুর্দশীর রাতকে।

উরুবিল্ব নগরীর অদূরেই নৈরঞ্জনা নদী। তার মৃদুমন্দ হাওয়া, মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত চরাচর আর অমন চন্দ্রধবল পথে এগিয়ে চলেছেন মহাযুগপুরুষ বোধিসত্ত্ব। তিনি আজ সম্যক সম্বুদ্ধ। দীর্ঘ ছয় বছরের কঠিন তপস্যার পর সম্বোধি লাভ করেছেন, সাক্ষী থেকেছে রাতের গোলচাঁদ আর উষাকালের শুকতারাটি।ওরাই ছিল বোধিসত্ত্বের বুদ্ধে রূপান্তরপথের সাথী। ভোরের প্রথম সূর্যালোকই কেবল জানতে পেরেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী ওই যুগপুরুষের আগমণ বার্তাকে। তিনি আজ পরিতৃপ্ত, পরিপূর্ণ। মাটির চেনা পৃথিবী ভেসে গিয়েছে দিগন্ত-ধোয়ানো জোছনায় আর তাঁর অন্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকারও ভেসে গিয়েছে বোধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে।

নির্বানলাভ করেছিলেন শুক্লচতুর্দশীর রাতের তিন পর্যায়ে। প্রথম যামে লাভ করেন দিব্যচক্ষু। দেখলেন পূর্ব জন্মের ঘটনাবলী। দ্বিতীয় যামে লাভ করেন দিব্যদৃষ্টি। দেখলেন নিখিল জীবজগতের সৃষ্টি আর শেষযামে পেয়েছিলেন চিরকালীন প্রশ্নের উত্তর- দুঃখ কি, কেন ও তার চিরবিনাশের উপায়।

তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান ধর্মচেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াকেই তিনি আশু কর্তব্য বলে মনে করলেন। আর তাই তাঁর প্রয়োজন কিছু মানুষ যারা সাধারণ মানুষের ও নতুন ধর্মমতের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করবে। সাধারণ ↘ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বৌদ্ধ জীবনধারায় রবীন্দ্রনাথ

সুরীত বড়ুয়া

মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ এক বিস্ময়কর মহাপুরুষ। বিশ্ব মানবের মুক্তিদাতা, অহিংসা, মৈত্রী এবং করুণার মূর্ত প্রতীক। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত জন্মতিথি শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা আজ। আজ থেকে ২৫৬৮ বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে হয়েছিল তাঁর শুভ আবির্ভাব। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ একই তিথিতে অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যময় দিনে হয়েছিল বলেই বিশ্বের বৌদ্ধদের কাছে এই দিনটি অতি পবিত্র এবং 'শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা' হিসেবে পরিজ্ঞাত।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য কর্মের অনেক সৃজনশীল ধারা। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গীতিনাট্যের উৎসমূল বুদ্ধের জীবন দর্শন এবং বুদ্ধের অতীত জন্মের জাতক মালার কাহিনীকে আবর্তিত করে। তথাগত বুদ্ধের অন্তহীন মৈত্রী, করুণার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকদের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফলে ঠাকুর পরিবারে এই ধর্মের অপরিসীম প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'সারস্বত সম্মেলন' নামে ব্রাহ্ম ধর্মের একটি শাখা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও রবীন্দ্র মানসলোকে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-দর্শন ব্রাহ্মধর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ব্রাহ্মধর্মে মূর্তি প্রণাম রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু তথাগত বুদ্ধের মূর্তির সামনে কবিকে কখনো ধ্যানমগ্ন তন্ময় অবস্থায় এবং কখনো বুদ্ধের মূর্তির পাদদেশে করজোড়ে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রুপাত করতে দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের অনুশাসনে যে কোনো মূর্তি তা বুদ্ধের হলেও তার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদনে ব্যাপারটা বিধিসঙ্গত নয়। অথচ কবিকে এর বিপরীতে দেখা যায়। কবির ঘনিষ্ঠ শিষ্য এবং অন্যতম অনুরাগী শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির বিখ্যাত উক্তি, 'যখন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় যান, তখন বিশাল বুদ্ধমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন' (ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী-এপ্রিল সংখ্যা ১৯৪৩)।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন দু'বার। প্রথমবার ১৯০৪ সনের অক্টোবরে। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি এডুইন আরনল্ডের-লাইট অব এশিয়া কাব্য গ্রন্থখানি সঙ্গে নিয়ে যান। এই গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বমহিমা অতি সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন শেষে কবি হৃদয়ের অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করলেন, 'আমি একজন বুদ্ধ ভক্ত, বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই যেখানে বুদ্ধের পবিত্র দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি, যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে- তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই। যখন দেখি ফুটন্ত-ছুটন্ত বর্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া অতীতের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষান কে আছে যে মূহুর্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে'(অনাবশ্যক সমালোচনা)।

পরবর্তীতে বুদ্ধগয়ায় অবস্থানের সময়ের একটি ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি দেখতে পান, এক জাপানি মৎস্য ব্যবসায়ী বোধিদ্রুমতলে গভীর ধ্যানমগ্ন। তাঁর নাম ফুজি। একাগ্র মনে ফুজিকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে কবি বিস্মিত হন। ধ্যানের আলোয় ফুজির চোখ-মুখ যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই অপূর্ব দৃশ্যের কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবি ভুলতে পারেননি। ১৯৩৫ সনে কলকাতার এক বৈশাখী পূর্ণিমার বিশেষ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কবি তাঁর এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এভাবে, 'দেখলুম সুদূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে জীবনে দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হলো, নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগলো-আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, একদা শাক্যপুত্র গভীর রাতে মানুষের দুঃখ দূর করার সাধনায় রাজ্য, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন। আর সেই দিনকার সেই মধ্যরাতে জাপান থেকে এলো তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে।'

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ১৯১৪ সালে মাত্র তিন দিনের জন্য বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর অন্যান্য তীর্থ সঙ্গীদের সাথে শান্তি নিকেতনে পরবর্তীকালে সকলের 'বড়মা' নামে পরিচিতা হেমলতা ঠাকুরও ছিলেন। এবার কবির অবস্থান সংক্ষিপ্ত হলেও বুদ্ধগয়ার প্রধান ধর্মীয় গুরুর নিকট কবি এবং তাঁর তীর্থসঙ্গীরা বিশেষ অতিথির মর্যাদা পান। কবির অনুরোধে মন্দিরের প্রধান ধর্মীয় গুরু কবিকে একাকী নিরবে নিভৃতে দু'তিন ঘণ্টার জন্য মূল মন্দিরের প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই সময় মন্দিরে অন্য কারো প্রবেশে বারণ ছিল। ব্যাপারখানা দেখে হেমলতা ঠাকুর খুবই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ↘ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

বাংলা ট্রাভেলস ওমরাহ হজ্ব কাফেলা

ওমরাহ প্যাকেজ

আমরা IATA সদস্য | আমরা ARC সদস্য

পবিত্র মক্কায় তাওয়াফ করার পূর্ব মুহূর্তে

পবিত্র মক্কায় তাওয়াফরত অবস্থায়

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

সামার সেল চলছে

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন

DELTA AIR LINES · American Airlines · Biman Bangladesh Airlines · Kuwait Airways · Emirates · Etihad Airways · Qatar Airways

প্যাকেজ বিবরণ

বিমান ভাড়া ও হোটেল।
ভিসা, মোয়াল্লেম।
জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ এবং ড্রপ।
মক্কা ও মদিনায় জিয়ারা।
মক্কা ও মদিনায় যাতায়াত।
৫/৩ ষ্টার হোটেল।

★ আমরা ১০ মিনিটে সৌদি ভিসা প্রসেস করি
★ ১২ ঘন্টায় ওমরাহ ভিসা প্রসেস করি

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

আমাদের কাছে পাবেন গ্রুপ ওমরাহ প্যাকেজ, একক ওমরাহ প্যাকেজ ও কাষ্টম প্যাকেজ

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 10AM-10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

'লাপাত্তা লেডিজ', মধ্যবিত্তের বিনোদন ও 'বই দেখা'

১১ পৃষ্ঠার পর

বাকি সবাই এখানে নতুন মুখ। ফলে, দর্শক এখানে সিনেমা দেখেছেন, নায়ক/নায়িকা দেখেননি। দর্শক দীপক, ফুল ও পুষ্প'র (বা জয়ার) অভিনয় দেখেছেন এবং নিজেদের তাদের আবেগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং কষ্টের সঙ্গে শরিক করেছেন। পুষ্পর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে কেবল ঘুষখোর দারোগা মনোহর সারথী হননি, দর্শকও শামিল হয়েছেন। কেননা এ লড়াই কেবল পুষ্পর একার নয়, ভারতীয় সমাজের পেট্রিয়ার্কির তলে চাপা পড়া অসংখ্য সম্ভাবনাময়ী মেয়ের। কিংবা ফুল কুমারীকে খোঁজার জন্য কেবল দীপক, দারোগা মনোহর, পুষ্প (পোস্টার ছাপিয়ে) ও দীপকের বন্ধুরা অস্থির হননি, পুরো দর্শক যেন ফুলকে খোঁজার মিশনের শামিল হয়েছেন। কিংবা ফুলকে দীপকের কাছে পৌঁছানোর জন্য স্টেশন মাস্টারের ব্যাকুলতা কীভাবে যেন দর্শকের সব ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। এটাই সিনেমা যা দর্শককে নিজের অংশ করে নিতে পারে! এক নববধূকে হারিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা, উত্তেজনা, সংশয় এবং উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করে পরিচালক অসাধারণ মুন্সিয়ানায় চিত্রায়ণ করেছেন সমাজের বিদ্যমান পেট্রিয়ার্কি, নারীর প্রজন্ম-পরম্পরায় সেক্রিফাইসের সাব-কন্টিনেন্টাল দর্শন, ভারতীয় সমাজের জাতিসম্পর্কের অসাধারণ গাঁথুনি, গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত জীবনালেখ্যের ভেতর দিয়ে 'কসমিটিক সোসাইটির' বিপ্রতীপে ভারতের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন এবং ব্যক্তিমানুষের আবেগ-প্রেম-রোমান্সের অকৃত্রিমতা। আমির খানের প্রযোজনা এবং কিরণ রাওয়ের পরিচালনায় স্বল্প বাজেটে তৈরি করা অত্যন্ত দামি (মূল্য অর্থে) সিনেমা লাপাত্তা লেডিজ। কিরণ রাও এর আগে আমির খানের বিখ্যাত "লাগান" সিনেমার পরিচালক আশোতোষ গোয়ারিকারের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। শাহরুখ খানের বিখ্যাত সিনেমা "স্বদেশ"রও সহকারী পরিচালক ছিলেন। কিরণ রাও পরিচালক হিসাবে প্রথম সিনেমাটিও গুণেমানে ভালো সিনেমা হলেও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, কিরণ রাওয়ের আরও আগেই নিয়মিত সিনেমা পরিচালনায় আসা উচিত ছিল। এতে বলিউড উপকৃত হতো সন্দেহ নেই; সিনেমা দর্শকরাও কিছু সাহিত্যকর সিনেমা দেখার সুযোগ পেতেন। লাপাত্তা লেডিজ এক কথায় সাহিত্যকর একটি সিনেমা। আমরা ছোটবেলায়, সিনেমাকে বলতাম "বই"। লাপাত্তা লেডিজ দেখার পর মনে হয়েছে, আমি অনেক দিন পর একটি সাহিত্যকর "বই দেখেছি"! সিনেমা এখন অতি বাণিজ্যিক চিন্তার কারণে "সিনেমা" হয়ে গেছে; এখানে আর বই নেই। লাপাত্তা লেডিজ সাহিত্যকর সিনেমা যে একটি অত্যন্ত সাহিত্যমান সম্পন্ন ও শিল্পগুণ সম্পন্ন "বই", সেটা নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে।

লেখক: নৃবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও মৌলবাদের সঙ্গে সরকারের গাঁটছড়া

৭ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে। অনেকে নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং করছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি রায় দিয়েছেন তিনি একজন হিজাবি মহিলা। ফলে রায়টি কেমন হবে বুঝতে বাকি থাকেনি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, তাকে সীমাবদ্ধ এমন একজনকে কেন হাইকোর্টের বিচারক বানাতে হল, তাও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সরকারের শাসনামলে। এই হলো রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সরকারের অবস্থান ও ভূমিকা। আসলে শেখ হাসিনা নিজেকে একজন ক্ষমতালোভী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। দলের নেতৃত্ব সংকটকে কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছেন চরম একনায়ক। আওয়ামী লীগকে করে নিয়েছেন নিজের প্রভাব বলয়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। একইভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে শেখ পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত করে নিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকার যে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন আদর্শহীন রাজনীতি। গাঁটছড়া বেঁধেছেন পরাজিত শক্তির সাথে। সে কারণে তিনি দলের নেতৃত্বে আসার পর থেকেই দলের মস্তিষ্কে পচন ধরতে শুরু করে। আশির দশকের মধ্যভাগে গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি আন্দোলনে নামে। সেটাকে উপেক্ষা করে নির্বাচনে আশির্বাদ প্রত্যাশায় ব্যক্তারজনকভাবে তিনি গোলাম আযমের দোয়া চাইতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। এখানেই থেমে থাকেননি, পরবর্তীতে গোলাম আযমের সাথে একটি বৈঠকে আব্দুর রাজ্জাককে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে চাইলে আব্দুর রাজ্জাক অপারগতা জানিয়েছেন। তারপর শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ফসল হিসেবে '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। গোলাম আযম সহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নিয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষে কবীর চৌধুরী, হাসান ইমামসহ পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলাপ করতে যান। অনেকটা অপমানের ভাষায় তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে অনেককে বলে দেন, যান, জনগণের রায় নিয়ে আসেন, তারপর দেখা যাবে। অথচ এই দাবির ভিত্তিতেই জনগণের রায় নিয়ে তিনি ক্ষমতায় গেছেন। কিন্তু ভিন্নমতের পাঁচমিশেলী সরকার টেকানো যায়নি। ২০০১ সালে ভাই ইকবাল, জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান এবং মায়ার ছেলের দুর্নীতির বদনাম নিয়ে তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। ক্ষমতায় আসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি। আওয়ামী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ওপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন। এমনি অবস্থায়ও শেখ হাসিনা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন মনে করেননি। অধিকন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চরম মৌলবাদী সংগঠন খেলাফত মজলিশের সাথে ৫দফা নির্বাচনী চুক্তি করেছেন। ২০১৩ সালে যে গণজাগরণ মঞ্চ হেফাজতের মোকাবেলা করল সেটাকে ভেঙে দিয়ে মৌলবাদী হেফাজতের সাথে করা হয়েছে রাজনৈতিক আপস। তাদের দাবি অনুসারে শিক্ষার্থীদের মনন সংকোচন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালন শাহ, সুকান্ত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, এস ওয়াজেদ আলী, হুমায়ুন আজাদ সহ যেসব লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, আজও তা সংশোধন করা হয়নি। সম্প্রতি ব্রাক ইউনিভার্সিটির মৌলবাদী অধ্যাপকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালনে তৃতীয় লিঙ্গের ওপর লেখা গল্প সপ্তম শ্রেণির বই থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মৌলবাদের প্রতি সরকারের নতজানুর আরেক নিদর্শন। একইভাবে লালনের গান উদ্ধৃত করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেয়ায় অনেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মৌলবাদের পক্ষ অবলম্বন করা হয়েছে। এভাবে বার বার স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে আপস ও গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতায় থাকার কৌশল নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দাবিদার সরকার। সরকার মুক্তিযুদ্ধের মুখোশ পরে এভাবে দেশকে মৌলবাদের খাদের কিনারায় নিয়ে গেছে।

লেখক: কলামিস্ট; সাংস্কৃতিক সংগঠক, নিউইয়র্ক।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চাদরে স্বেচ্ছাতন্ত্র

৫ পৃষ্ঠার পর

জনগণ খুঁজে বেড়ায় এমন অদৃশ্য জনগণের অস্তিত্ব। গণতান্ত্রিক বোধ কোনো পক্ষে না থাকায় উভয়পক্ষ জন-ইচ্ছাকে তোয়াক্কা না করে 'জনগণ' শব্দটিকে নিয়ে লোফালুফি করে।

চৌদ্দ শতকের মাঝ পর্বে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সুলতানদের প্রতিহত করতে দিল্লির সুলতানরা বাংলার জনগণের সমর্থন আশা করেছিলেন। তাই তারা যুদ্ধের আগে বাংলার জনগণের সামনে প্রচারপত্র জারি করে বলতেন, আমরাই বৈধ মুসলিম শাসক, বাংলার সুলতানরা বিদ্রোহী-অবৈধ। আবার দিল্লির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলার সুলতানরা স্থানীয় মানুষের সমর্থন পেতে নানাভাবে চেষ্টা করতেন। এমনকি আরবি লিপিতে কলিমা খোদাই করা মুদ্রার এক পিঠে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীকও উৎকীর্ণ করতেন। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সুলতানদের মধ্যে একধরনের গণতান্ত্রিক বোধ কাজ করলেও বর্তমানে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতাবান রাজনীতিকরা মধুশোভন শব্দ ছাড়া গণতান্ত্রিক আচরণ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কঠিন দলতন্ত্রে আটকে থাকলে গণতন্ত্রকে বাঁচানো যায় না। এ কারণেই সব কিছু খুইয়ে শেষ পর্যন্ত কোনোভাবে নির্বাচনি গণতন্ত্রের সামান্য কিছু দলীয় সরকারগুলো টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। সেখানেও চরম স্খলন ঘটেছে এখন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, এদেশের বহুসংখ্যক মানুষ হতাশ হয়ে এখন ভোট দিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ডাকে নয়-আরও আগে থেকেই মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার। নির্বাচনি সংঘাত এর পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেনি। দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষ নির্বাচনি সংঘাত দেখে অভ্যস্ত। নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি আগে-পরে দেখেছে। কিন্তু যখন থেকে মানুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছে, নির্বাচন এর আপন নিয়মে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে না, তখন থেকে ভোটকেন্দ্রবিমুখ হচ্ছে মানুষ। মানুষ দেখেছে সরকারের প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন নীতিহীনভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এবং সরকার থেকে এর পুরস্কার হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছে। সরকারি দলের নেতাকর্মীরা আধিপত্য বিস্তার করে ভোটারের ভোট নিজেরাই দিয়ে দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনে ভোটারের রায়ের প্রতিফলন ঘটছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এবার নির্বাচনগুলোয় দেখলাম আমার ঘনিষ্ঠজন, যারা উৎসবের আনন্দ নিয়ে ভোট দিতে যেত, তারা অনেকেই ভোট দিতে যায়নি। সবার মুখে একই কথা আওয়ামী লীগের তিনজন দাঁড়িয়েছে, এদেরই কেউ না কেউ নির্বাচিত হবে। আমি ভোট না দিলেও ফলাফল একই হবে। তাই বিনা কারণে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই।

কোনো দলই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ক্ষমতায় থেকে সব দলই নিজের মতো করে নির্বাচন গড়াপেটা করতে দ্বিধা করেনি। আজ যে বিএনপি নেতারা এত কথা বলছেন, তারা কি মাগুরা নির্বাচন করেননি? শেষ পর্যন্ত তা হজম করতে পারেননি অবশ্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজ সাহেবের সময় কি লাখ লাখ ভুয়া ভোটারের তালিকা তৈরি হয়নি? আসলে ক্ষমতাসীন সব দলই এদেশের গণতন্ত্রের অন্তর্জ্বালা ঘটিয়ে শেষে টিমটিমে ভুগা নির্বাচনি গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরেছে।

এ অবস্থা ভয়ানক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ধীরে ধীরে প্রশাসনিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নতি দেখিয়ে এ আগুন রোধ করা সম্ভব নয়। আমলাতন্ত্র ও বণিকতন্ত্র শক্তিশালী হতে হতে রাজনীতিকদের আত্মিক শক্তি দুর্বল করে দেবে। রাজনীতিকরা এদের ক্রীড়নক হতে বাধ্য হবেন। বিদেশি শক্তিগুলো সহজে নাক গলানোর মওকা পেয়ে যাবে।

আমাদের ক্ষমতাধর রাজনীতিকরা বুঝতে চান না, যতই ক্ষমতার দাপট দেখান না কেন, কঠিন দলতন্ত্র বজায় রেখে এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন কমাতে না পারলে রাষ্ট্র ও দেশের সব প্রতিষ্ঠান ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে পড়বে। একসময় খসে পড়তে থাকবে একেকটি অঙ্গ। তখন লাগাম টানা কঠিন হয়ে পড়বে।

সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। এখন রাজনীতিকদের আত্মম্ভরিতার উচ্চাসন থেকে নেমে এসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শক্তি ফিরিয়ে আনা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর ঘুরে দাঁড়ানোর আর কোনো বিকল্প নেই। উটপাখির মতো 'আজকের বিপদ এড়াতে পারলেই টিকে যাব'-এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন।

দলতন্ত্র আর দুর্নীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেরুদণ্ড কুরে খাচ্ছে। সরকারি ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এবং শিক্ষার তার মুক্তচিন্তার শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের হাতে না থাকায় ভুল পথে খেই হারাচ্ছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। দুর্নীতি বিষ ছড়াচ্ছে আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের অসহায়ত্ব এখন সবার চোখের সামনেই উন্মোচিত। বিদেশে অর্থপাচারের জোয়ার দুর্বৃত্তায়িত পরিবেশে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। রোধ করা যায়নি রিজার্ভ চুরি। প্রবাসীরা সরকারি মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে ভরসা পাচ্ছে না। কমে যাচ্ছে প্রবাসী আয়। বিদেশি ঋণের টাকা শোধ করতে হচ্ছে ধার করে। এসব নেতিবাচক অবস্থার তো একটি বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। তেমন অবস্থা মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ কি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সরকারগুলো করতে পারবে।

দুঃখ এই, এখন তীরে এসে তরি ডোবার দশা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বহির্বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের পথ ধরে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ২০৪০ সালে উন্নত দেশে পৌঁছার স্বপ্নকে মানুষ এখন স্বপ্নকল্পনা ভাবছে না। কিন্তু তবু ঈশান কোণে জমাট কালো মেঘ আমাদের শঙ্কিত করে তুলছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্রচর্চা ফিরিয়ে না আনতে পারলে স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা তো থেকেই যাচ্ছে।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

SmartTech
IT Solutions Inc.
We built your dream job in (IT)

স্বপ্নের আমেরিকায় আই টি (IT) তে ক্যারিয়ার গড়তে Smart Tech এর সাথে যুক্ত থাকুন

salesforce

Learn Salesforce Without Coding

BECOME salesforce CERTIFIED ADMINISTRATOR & GET JOB WORLDWIDE

- Configuration & Setup
- Sales & Marketing Applications
- Data & Analysis Management
- Workflow & Process Automation

SALESFORCE ADMINISTRATOR
Earn Yearly : 80K - 120K

Learn QA Test Engineer

SDET
MANUAL &
AUTOMATION QA
JAVA
Selenium
SQL
API Testing...

আমাদের সেবা সমূহঃ
- সহজ ভাবে পড়ানো হয়
- রিজুমি প্রস্তুতি
- ইন্টারভিউ সাপোর্ট
- আফটার জব সাপোর্ট
- ইনপারসন এবং অনলাইন ক্লাস

Ph: (917) 293-5724
Email: smarttechemployee@gmail.com
www.smarttechitsolution.com
37-21 75 Street (3rd Floor) Jackson Heights, NY 11372

হোমিও চিকিৎসা
জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020
জ্যাকসন হাইট্স অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE
L1A VISA
E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

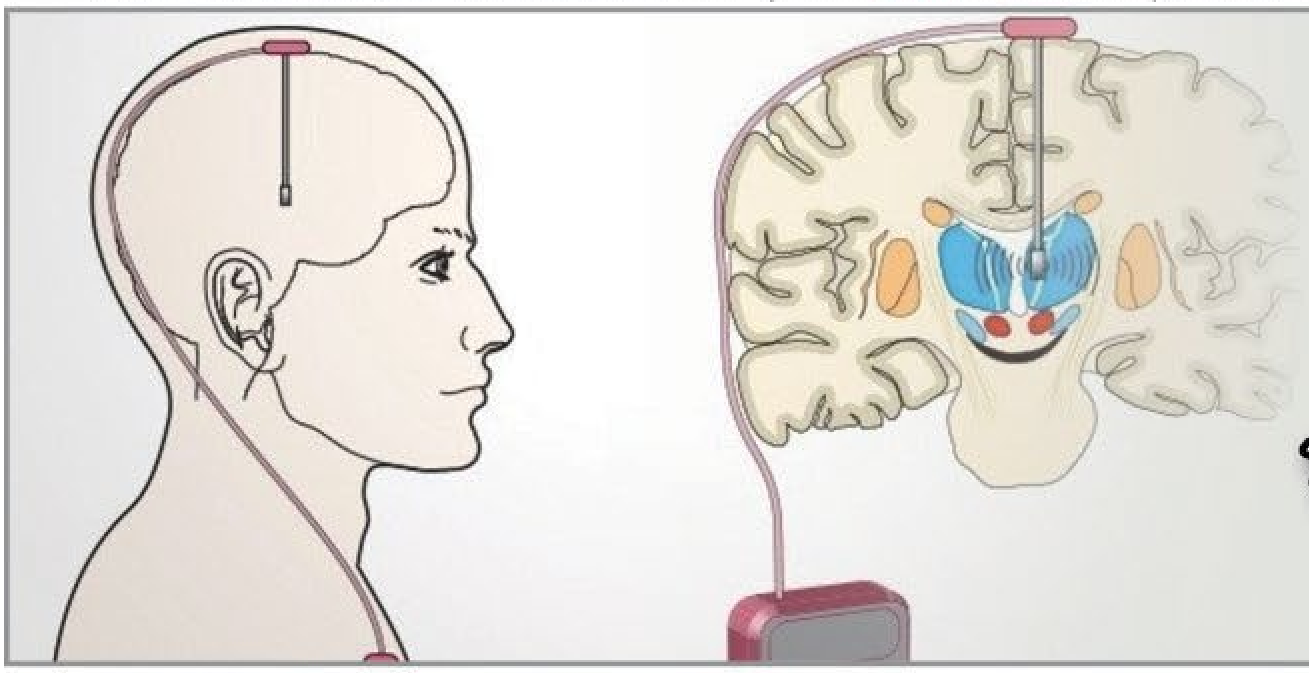

ব্রেনের ক্ষয় রোগ পারকিনসন্স

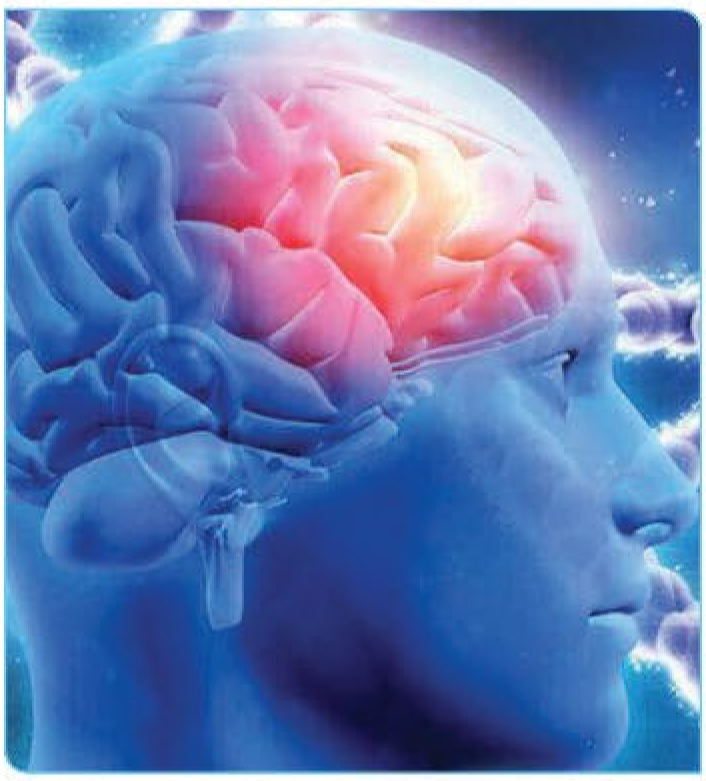

ডা. মো. নাজমুল হুদা

পারকিনসন্স ডিজিজ একটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুর রোগ। ডাক্তারি ভাষায় এটি একটি 'মোটর কন্ট্রোল ডিজঅর্ডার' বলে। সহজভাবে বললে আমাদের হাত-পায়ের নড়াচাড়া, চলাফেরা, কথা বলা, খাবার চিবানো, ইত্যাদি ধীর হয়ে যাওয়াই পারকিনসন্স রোগ।

আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ এসব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকলে এ রোগ হয়। সাধারণতঃ বয়স্কদের এ রোগ বেশি হয়।

** উপসর্গ

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর সমস্যা সাধারণত শরীরের একপাশ অর্থাৎ ডান বা বাম পাশ থেকে শুরু হয়। পারকিনসন্স রোগের কিছু সাধারণ শারীরিক লক্ষণ হল-

* শরীর কাঁপা অর্থাৎ হাত-পা এমন কি সারা শরীর কাঁপে। তবে এ কাঁপা হয় বিশ্রামে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ হাত-পা কাঁপে এরকম রোগী কোন জিনিস ধরলে বা অন্যকোন কাজ করার সময় সাধারণত রোগীর কাঁপা বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায়। হাঁটা, চলাফেরার সময় এ রোগীরা অবচেতন মনে হাতের আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়ান।

* চলাফেরায় ধীরতা অর্থাৎ রোগী ধীরে ধীরে হাঁটবেন, ডানে-বামে বা পেছনে ঘুরতে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরবেন, তাড়াতাড়ি করতে পারবেন না। চলাফেরার শুরুটা একটু কষ্টকর হয় অর্থাৎ শোয়া বা বসা থেকে উঠতে বেশ কষ্ট হয়, তারপর হাঁটা-চলা শুরু করলে ধীরে ধীরে অনেকটা সাবলীল হন অর্থাৎ চলা শুরু করার কিছুক্ষণ পর থেকে আস্তে আস্তে স্বাচ্ছন্দ্য আসে।

* হাঁটার সময় পারকিনসন্স রোগী সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটেন। মনে হবে যেন ঘাড় নিচু করে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন, আরেকটু হলে সামনের দিকে পড়ে যাবেন। তাছাড়া তারা ছোট কদমে দ্রুত হাঁটেন, মনে হবে তাড়াহুড়ো করে এক পায়ের ওপর আরেক পায়ের স্টেপ ফেলছেন।

* রোগীর মুখে কোন আবেগের চিহ্ন থাকে না। তারা ধীরে ধীরে নিচু স্বরে কথা বলেন। অনেকের মুখ থেকে লালাও পড়ে।

* কিছু লিখতে গেলে লেখা শুরুর কিছু সময় পর থেকে লেখার অক্ষরগুলো ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে।

** চিকিৎসায় কী করতে হবে

এ রোগে যেহেতু শরীরে ডোপামিন কমে যায়, ডোপামিনের ক্ষয় হয়ে যাওয়া স্লো করার চেষ্টা করতে হবে এবং ডোপামিনের ঘাটতি পূরণের জন্য বাহির থেকে শরীরে প্রয়োজনীয় ডোপামিন সরবরাহ করতে হবে। এটাই পারকিনসন্স রোগের চিকিৎসার মূল কথা।

এছাড়াও পারকিনসন্স রোগীর আনুষঙ্গিক আরও কিছু সমস্যা, যেমন ঘুমের সমস্যা, অস্থিরতা, ব্লাড-প্রেসার উঠা-নামা করা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক চিকিৎসাও দিতে হবে। সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত হাঁটা, চলাফেরা, ব্যায়াম করতে হবে। চিকিৎসকরা সাধারণত রোগীকে বিশ্রাম নিতে বলেন; কিন্তু পারকিনসন্স রোগের ক্ষেত্রে উলটো। এ ধরনের এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

রোগ প্রতিরোধে মেডিটেশন

ডা. হাসনাইন নান্না

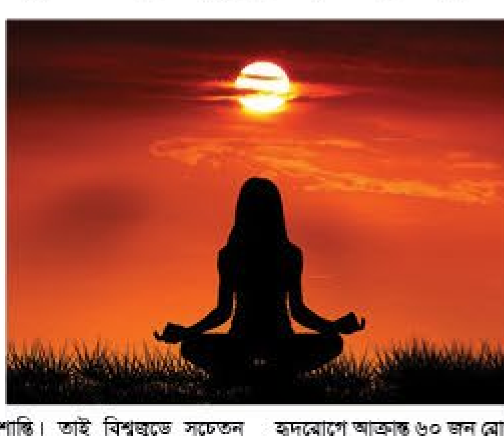

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বজুড়ে ১২৮ কোটি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে, ৪২ কোটি ২০ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, বছরে ১.৫ কোটি মানুষ স্ট্রোকের শিকার হয়, ১.৮ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় করোনারি হৃদরোগে। এ রোগগুলো ওষুধে পুরোপুরি সারানো সম্ভব নয়। এ সমস্যাগুলোর উৎস ও সমাধান দুটোই লুকিয়ে আছে জীবনযাপনের ধরনের মাঝে। অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা যেমন রোগের জন্ম দেয়, তেমনি নিরাময় পেতে হলেও শুধরে নিতে হয় দিনযাপনের প্রক্রিয়া। ফিরে তাকাতে হয় নিজের দিকে, অন্তরে আনতে হয় স্থিরতা ও প্রশান্তি। তাই বিশ্বজুড়ে সচেতন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-গবেষকরা বলছেন, সুস্থতার জন্য মেডিটেশন করুন। ২০১২-২০১৭ সাল পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত ৬১,২৬৭ জন রোগীর ওপর একটি গবেষণা করা হয়। তাদের ৫,৮৫১ জনকে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চায় যুক্ত করা হয়। পাঁচ বছর পর দেখা যায়, অন্য রোগীদের তুলনায় তাদের উচ্চ রক্তচাপের ১৪ শতাংশ, ডায়াবেটিসের ৩০ শতাংশ, স্ট্রোকের ২৪ শতাংশ এবং হৃদরোগের ৪৯ শতাংশ ঝুঁকি কমেছে। করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত ২০১ জন রোগীকে নিয়ে পাঁচ বছর ধরে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ রোগীরা প্রতিদিন ১৫ মিনিট মেডিটেশন করেন। গবেষণায় দেখা যায়, তাদের সুস্থতা বেড়েছে। হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমেছে ৪৮ শতাংশ।

ছয় মাসের এক গবেষণায় ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত ৬০ জন রোগীকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। একটি গ্রুপের সবাইকে নিয়মিত মেডিটেশন করানো হয়। ছয় মাস পর দেখা যায়, যারা মেডিটেশন করেছে, তাদের দেহে ব্লাড সুগার এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

গর্ভবতীর ডেঙ্গুজ্বর হলে কী করবেন

ডা. হাসনা হোসেন আঁখি

গর্ভবতীরা গর্ভাবস্থার যে কোনো সময় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে বেশি থাকেন। এ সময় ডেঙ্গু জ্বর হলে এ ভাইরাস মা থেকে ভ্রূণে ছড়াতে পারে। যদি মা আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এবং প্রসবের সময় ডেঙ্গু জ্বর হয়, তখন আরও এটি খারাপ রূপে প্রকাশিত হয়। ফলে গর্ভের শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক সপ্তাহে ডেঙ্গু হলে দ্রুত গর্ভপাত ঘটতে পারে। এর সঙ্গে প্রসবের আগে এবং প্রসবোত্তর রক্তপাত বেশি হতে পারে। প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া এবং এক্লাম্পসিয়া অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর উচ্চরক্তচাপ উভয়ই থাকতে পারে।

এ প্রভাবগুলো ছাড়াও ডেঙ্গু ভাইরাস মায়ের অন্যান্য অঙ্গগুলোর ক্ষতি করতে পারে। যেমন লিভার এবং কিডনিকে অকার্যকর করতে পারে, বা গুরুতর শ্বাসকষ্ট, শ্বাসযন্ত্রের ব্যর্থতা বা অজডস (একিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিন্ড্রোম) সৃষ্টি করতে পারে। গর্ভবতীর অন্যান্য রোগের তুলনায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু হার বেশি থাকে।

** কী হয় : অনাগত সন্তানের শরীরে রক্ত প্রবাহ কম হবে, যদি ডেঙ্গুর কারণে মায়ের রক্তপাত বেশি হয়। এর ফলে শিশুর পুষ্টি সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে, অনাগত সন্তানটি গর্ভেই মারা যেতে পারে। জন্মের সময় ওজন কম বা preterm baby হতে পারে।

** পরিচর্যা : ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গর্ভবতীদের তাই বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ডেঙ্গুর চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর পানি এবং প্যারাসিটামল। হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরা ডেঙ্গুর জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। প্রয়োজনে ডেঙ্গু আক্রান্ত সব মাকে হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। মায়ের পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি এবং বাচ্চার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন এ সময় করা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত রক্তপরীক্ষা (এসজিপিটি, প্লেটলেট, পিসিভি), হিমোগ্লোবিন এবং হেমাটোক্রিট সঞ্চালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। মাত্রাতিরিক্ত ডেঙ্গুর লক্ষণ বা সতর্কীকরণ চিহ্ন বারবার দেখা দেওয়ার বিষয়টি চিকিৎসকদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শুরু থেকেই রোগী ও রোগীর পরিবারকে কাউন্সিলিং করতে হবে। কারণ যে কোনো সময় রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। ডেঙ্গু শক প্রতিরোধ করার জন্য আইসিইউ প্রস্তুত রাখতে হবে।

** সতর্কতা : প্রসবের সময়, বিশেষ করে গর্ভফুল আটকে যাওয়া এবং প্রসবের পর রক্তপাতের জন্য সতর্ক থাকুন। ডিআইসি এবং শক সিন্ড্রোম হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। ডেঙ্গু জ্বর হলে নির্ধারিত তারিখের আগে গর্ভপাত বা সন্তান প্রসবের প্রয়োজন নেই। যে নারীরা মা হয়েছেন তারা এ সময়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার কামড় এড়িয়ে চলতে হবে। গর্ভবতীদের নারীবান্ধব ভ্যাকসিন বর্তমানে তৈরি করা হচ্ছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত মায়েরা তাদের সন্তানদের নিরাপদে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন কারণ ডেঙ্গু ভাইরাস দুধের মাধ্যমে ছড়ায় না।

লেখক : ফার্টিলিটি কনসালটেন্ট ও গাইনোকোলজিস্ট, হার্ট বিট ফার্টিলিটি ক্লিনিক, গ্রিন রোড, পান্থপথ, ঢাকা।

ঘুম হচ্ছে না, সমাধান জেনে নিন

ডা. তাহমীদ কামাল

ঘুম না হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। মানসিক রোগের সঙ্গে ঘুম না হওয়ার সমস্যা জড়িত। আবার শুধু ঘুম সংক্রান্ত কিছু সমস্যাও রোগ হিসাবে দেখা দিতে পারে। ইনসোমনিয়া নামক রোগে ঘুম আসতে দেরি হয় বা তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় বা ঘুম থেকে ওঠার পর সতেজ ভাব অনুভূত হয় না। হাইপারসোমনিয়া নামক রোগে, রোগী সারারাত ঘুমানোর পরে দিনের বেলাতেও ঘুম ঘুম ভাব অনুভব করেন। নারকোলেপ্সি নামক রোগে, রোগী হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। এ রোগে আক্রান্তরা গাড়ি চালাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় আমাদের ঘুমের স্বাভাবিক চক্র নষ্ট হয়ে যায়। যেমন-গভীর রাতে ঘুমিয়ে দুপুর বেলা ঘুম থেকে ওঠা, সন্ধ্যার সময় ঘুমিয়ে মাঝরাতে উঠে পড়া, ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, জেট ল্যাগ ইত্যাদি। আবার ঘুমের মধ্যে হাঁটা-চলা করা, দুঃস্বপ্ন দেখা ইত্যাদি ধরনের ঘুমের সমস্যাও বিরল নয়।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে মূলত ইনসোমনিয়ার সমস্যা নিয়েই সব থেকে বেশি মানুষ সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ নিতে আসেন। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলায় ওষুধ দরকার পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললেই অনেক সময় ইনসোমনিয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের পরিভাষায় একে স্লিপ হাইজিন বলা হয়।

** কীভাবে সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব

* প্রত্যেকদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস তৈরি করা গেলে ঘুমের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কমে।

* ভালভাবে ঘুমানোর জন্য ঠিক মতো একটি ঘুমানোর জায়গা বাছাই করা দরকার। ভোরের আলো অনেকসময় সকালে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তেমনি অহেতুক ও বিরক্তিকর শব্দও আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে। তাই ভাল ঘুমের জন্য আলো ও শব্দমুক্ত আরামদায়ক বিছানা প্রয়োজন।

* ঘুমাতে যাওয়ার চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে চা, কফি, কোল্ড ড্রিংকস, চকলেট, সিগারেট, মদ একদমই খাওয়া উচিত নয়। যদিও অনেকে মনে করেন, ঘুমানোর আগে মদ্যপান করলে ঘুম ভালো হয়, বাস্তবে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা।

* বিছানা শুধু ঘুমানোর জন্যই ব্যবহার করতে হবে। যে বিছানাকে আমরা ঘুমানোর জন্য ব্যবহার করব তাতে বসে পড়াশোনা, টিভি দেখা বা অন্য কোনো কাজ করা উচিত নয়।

* দিনের বেলা না ঘুমানোই ভাল। নিতান্তই ঘুমাতে হলে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

EXPERT AUTOMATION TEAM (EAT)

Learn and Start a Career in Tech.

Earn $90k to $115k Annually.
Job Placement Assistance Available

646-321-7507 | 646-262-0268
info@expertautomationteam.com
www.ExpertAutomationTeam.com

QA Automation with Java Selenium

QA Automation with Python Selenium

QA Automation with Cypress JavaScript

QA Automation with API Testing

QA Automation with Performance Testing

DevTangle

Fullstack IT Solutions and Digital Marketing Agency

Do you have an online presence? Would having additional business revenue help?

Contact Us Today.

646-321-7507
ask@devtangle.com
www.DevTangle.com

Custom Web Development

Custom Software Development

Mobile App Development

UI/UX Design

Tech Consulting and Strategy

Digital Marketing

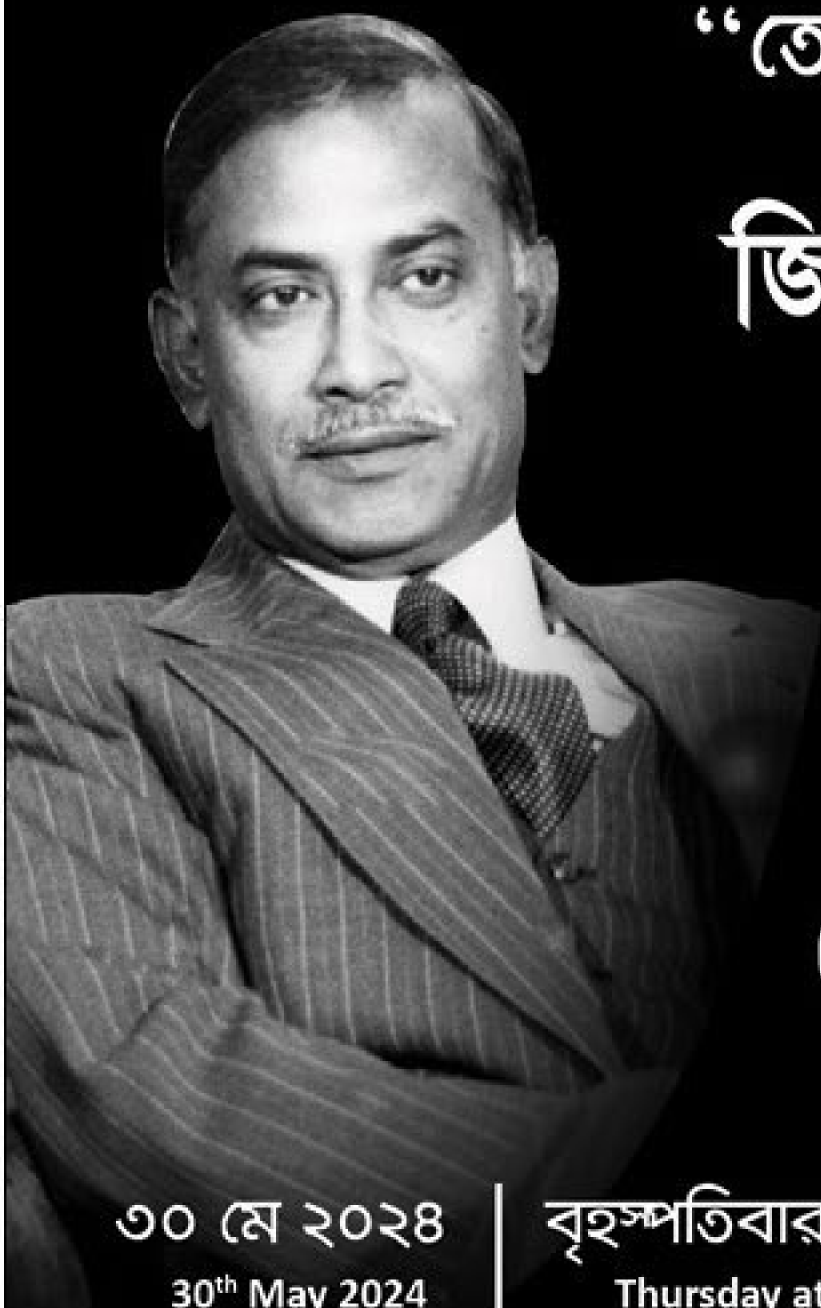

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)-এর

৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৪ | বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা | নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর সামনে

30th May 2024 | Thursday at 2:00pm | In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক মোশারফ হোসেন সবুজ
আফতাব জনি
শামস্ জনি
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
আশরাফুজ্জামান আশরাফ
সেলিম আহমেদ
ইকতারুজ্জামান রতন

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী রফিকুল ইসলাম ডালিম
ফারুক হোসেন মজুমদার
মিজানুর রহমান মিজান
প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান
মফিজুর রহমান, জীবন শফিক
মাহবুবুর রহমান, হামিদুজ্জামান রকি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবুল কাশেম
মোঃ গিয়াস উদ্দিন
মোশারফ হোসেন সবুজ
এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন
সাইফুল ইসলাম
সুলতান নাসির উদ্দিন রতন
নীরব হক

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সসচিবঃ এ সিদ্দিক পাটওয়ারী
মনিরুল ইসলাম মনির
জাহাঙ্গীর আলম জয়
ইঞ্জিনিয়ার মাঈন উদ্দিন
মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন
ওয়াহিদুজ্জামান নিলু
এস এম ফরমান হোসেন

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন:

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহনেওয়াজ), ইমিগ্রান্ট এলডার্স হোম কেয়ার (গিয়াস আহমেদ), কেয়ারিং ফেয়ার ডাইরেক্ট হোম কেয়ার (জাকির এচ চৌধুরী), বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), সারা হোম কেয়ার (ডা. শাহজাদী পারভীন), নূরুল আজিম রিয়েল এসটেট ইনভেস্টর, আশা হোম কেয়ার (আকাশ রহমান), এটর্নী মঈন চৌধুরী, ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার, আলাগ্রা সিডিপ্যাপ (মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ), শাহ জে চৌধুরী (শাহ গ্রুপ), বেলাল আহমেদ চৌধুরী (রিয়েলটর), টপ টি (সরদার হক রনি), ইঞ্জিনিয়ার খালেক, এজাজুল ইসলাম নাইম, মামা'স রেষ্টুরেন্ট (লিটু চৌধুরী), বেঙ্গল হোম কেয়ার, রাশ এক্সপার্ট এন.সি (ইশতিয়াক রুমি), সিগাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিসেস (তারেক হাসান খান), হযরত আলী, রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), এক্সিট রিয়েলটি প্রাইম (সারোয়ার খান বাবু), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এফিলিয়েট এডাল্ট রেসিডেন্টস কেয়ার ইন (মাকসুদ এইচ চৌধুরী), কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর চৌধুরী, ডা. ওলিউর রহমান খান, ডাঃ তৌহিদ শিবলী।

গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু, মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, জাকির এইচ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাকুল, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আবদুস সবুর, ডাঃ আবদুস সবুর, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম, আবু সাইদ আহমেদ, মাকসুদ চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন,এম এ বাতিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ্ আতিকুর রহমান, আহবাব হোসেন খোকন, সেলিম রেজা, ইঞ্জিঃ আবু সায়েম, সাইদুর রহমান সাইদ, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, বদিউল আলম, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, ভিপি জসীমউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, এবাদ চৌধুরী, রাফেল তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, খলকু রহমান, আবদুস সামাদ টিটু, রিপন মিয়া।

সহযোগিতায়ঃ মীর নিজামুল হক, মোঃ মানিক বাবু, আলমগীর খান আলম, পিয়ার আহমেদ, মহসিন নবী, শেখ নোমান পলাশ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন এইচ চৌধুরী, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, শফিউদ্দিন মিয়া, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, জেড আর চৌধুরী, মোঃ শামীম চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন রাজু, গোলাম ফারুক শাহীন, এম. আর খন্দকার সেন্টু, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, বোরহান উদ্দিন, রুহুল আমিন সরকার, বক্সার সেলিম, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, ভিপি জসিম উদ্দিন, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মাহবুবুর রহমান মুকুল, মোবারক হোসেন সজল, নূর ইসলাম বর্ধন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, এমডি. কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাসুদ করিম মিলন, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, বাদল মির্জা, আল মামুন সবুজ, রাইমুল ইসলাম প্রিন্স, হাসান আহমেদ।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া | ◀ধন্যবাদান্তে▶ | সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নবী

আয়োজনেঃ জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

নবিদের স্মৃতিবেষ্টিত পবিত্র কাবা শরিফ

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

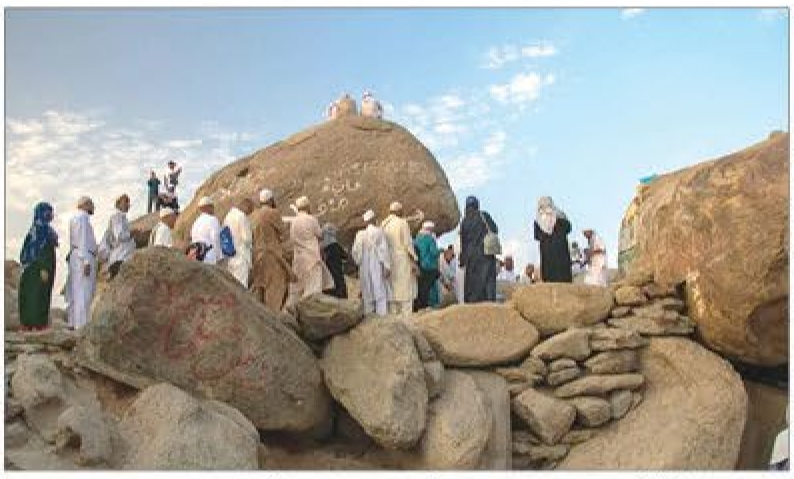

হজের প্রধান প্রধান হুকুম-আহ্কামের অধিকাংশই মিনায়, মুজদালিফায়, আরাফাতে পালিত হয়। এ তিনটি স্থানের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহ্ হজরত আদম (আ.) কে জান্নাতে সৃষ্টি করেন মাটি, পানি, আগুন, বাতাসের সংমিশ্রণে।

আদমের একাকিত্ব দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তার বাঁ পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেন হাওয়া (আ.) কে। জান্নাতেই আদি মানব-মানবীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ হজরত আদম (আ.) কে সর্ববিষয়ে জ্ঞানদান করেন এবং ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু হজরত আদমকে (আ.) সস্ত্রীক জান্নাতে থাকার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার কর, কিন্তু এ গাছটির কাছে যেও না, যদি যাও তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা বাকারা : আয়াত ৩৫)।

কিন্তু শয়তান তাদের বিভ্রমে ফেলে ওই নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিয়ে গেল, ফলে তাদের পৃথিবীতে অবতরণ করানো হলো। হজরত আদম (আ.) বর্তমান শ্রীলংকার একটি পাহাড় চূড়ায় এবং হজরত হাওয়া (আ.) জেদ্দায় অবতরণ করলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে তওবা-ইস্তিগ্‌ফার করায় হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর অছিলায় আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তারা মিলিত হলেন যে স্থানটিতে, সেই স্থানটির নামকরণ হয় আরাফাত। আরাফা অর্থ পরিচিত হওয়া।

তারপর তারা যেখানটিতে এসে রাতযাপন করেন, সেই স্থানটির নামকরণ হয় মুজদালিফা। এর অর্থ একান্ত সান্নিধ্য বা নিকট থেকে নিকটতর হওয়া। সকালবেলা তারা মিনা হয়ে যে পাহাড়বেষ্টিত সমতল ভূমিতে এসে উপনীত হন এবং বসতি স্থাপন করেন, সেই স্থানটির নাম বাক্কা-যা মক্কা নামে পরিচিত হয় পরবর্তীকালে। এখানে আদম (আ.) সপ্ত আসমানে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবা বায়তুল মামুরের মতো একটি ইবাদত গৃহনির্মাণের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ বায়তুল মামুরের বরাবর নিচে ফেরেশতাদের দ্বারা একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়ে দেন এবং সেই গৃহের দেওয়ালের এক কোণে জান্নাতি একটি পাথর স্থাপন করা হয়। সেই গৃহই কাবা গৃহ আর সেই পাথরই হাজরে আসওয়াদ। এ গৃহ সম্পর্কে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ (ইবাদত গাহ্) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য দিশারি। (সূরা আল ইমরান : আয়াত ৯৬)।

হজরত নূহ (আ.)-এর সময় ঘটে যাওয়া মহাপ্লাবনে এ গৃহ ধসে পড়ে এবং দীর্ঘকাল এ স্থান বিরান অবস্থায় থাকে। হজরত আদম (আ.)-এর বংশধররা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু বছর পর নিঃসন্তান হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজিরার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখা হয় ইসমাইল। আল্লাহর হুকুমে হজরত ইবরাহিম (আ.) ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহর রহমতে প্রাপ্ত শিশুপুত্র ইসমাইলকে ও স্ত্রী হাজিরাকে কয়েকদিনের খাবার ও পানি দিয়ে মক্কার এ বিরান স্থানে রেখে আসেন ফিলিস্তিনের কানআন থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। তিনি দোয়া করেছিলেন : হে আমার রব্! এ নগরীকে (মক্কা) নিরাপদ রেখ এবং আমাকে ও আমার বংশকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখ। (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৫)। হে আমার রব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার গৃহের কাছে। (সূরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭)। কয়েক দিনের মধ্যে খাবার-দাবার ও পানি ফুরিয়ে গেলে পানির জন্য সমতলভূমিতে শিশু ইসমাইলকে রেখে মা হাজিরা পাগলিনীর মতো সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

রোগীর সেবায় থাকে খোদার সন্তুষ্টি

মাহমুদ আহমদ

প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হই আর বিভিন্ন কারণে মানুষ অসুস্থ হতেই পারে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা শুশ্রূষা করা এবং তার জন্য উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া ও তার খোঁজখবর নেওয়া ইসলামি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহপাক যাদের সুস্থ রেখেছেন তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা সুস্থতা সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ নেয়ামত।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অনেক পুণ্যের কাজ। হাদিসে এসেছে হজরত আলী (রা.) বলেন, আমি মহানবি (সা.)কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সকালে কোনো মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য নেক দোয়া করতে থাকে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোনো মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, পরদিন সকাল পর্যন্ত নেক দোয়া করতে থাকেন। আর তাকে জান্নাতের একটি বাগান দান করা হয়।' (তিরমিজি শরিফ)।

রোগীর সেবা-যত্ন করাকে আল্লাহ ও তার রাসূল অনেক পছন্দ করতেন। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-যত্নকে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার সেবা-যত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবি (সা.) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিন মানুষকে ডেকে বলবেন-হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে দেখতে (সেবা-যত্ন করতে) আসনি। মানুষ বলবে-হে প্রভু! আপনি রাব্বুল আলামিন, আমি কীভাবে আপনার সেবা করব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে পারনি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল: কিন্তু তখন তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে (অসুস্থ ব্যক্তিকে)

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

দোয়া মুমিনের হাতিয়ার

সাখাওয়াত মিয়াজী

মুমিনের জন্য নিরন্তর সহযোগী ও হাতিয়ার হচ্ছে দোয়া। দোয়ার মাধ্যমে জীবনে সমৃদ্ধি ও সফলতা আসে। বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। পার্থিব এ জীবনে এমন কেউ কি আছে যার কোনো সমস্যা নেই? আছে কি কেউ এমন যার কোনো বিপদাপদ নেই? হতাশা ও দুর্দশা নেই?

মানুষের জীবনে এসব শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কোনো না কোনো সমস্যা লেগেই থাকে মানুষের জীবনে। এরই মাঝে তার জীবন তরী বাইতে হয়। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত মানুষের সমস্যা গড়াতে থাকে। কেউ ব্যক্তি জীবন নিয়ে চিন্তিত, কেউ পারিবারিক জীবনে অসুখী, আবার কেউ রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভিন্ন ঝামেলায় জর্জরিত। এসব হরহামেশাই পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের দেব। দোয়া করলে তা কবুল করব। সমস্যা থাকলে তা সমাধান করে দেব। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। পারে না পরকালে সুখ দিতে ও শাস্তি থেকে মুক্ত করতে। মানুষ চাইতে লজ্জাবোধ করে আর আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি — Prayer Times For New York City — মে-২০২৪

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৫	৩:৫৬	৫:৩০	১২:৫৩	৬:০২	৮:১৬	০৯:৫১
২৬	৩:৫৫	৫:৩০	১২:৫৩	৬:০৩	৮:১৭	০৯:৫২
২৭	৩:৫৪	৫:২৯	১২:৫৩	৬:০৩	৮:১৮	০৯:৫৩
২৮	৩:৫৩	৫:২৯	১২:৫৩	৬:০৪	৮:১৮	০৯:৫৪
২৯	৩:৫২	৫:২৮	১২:৫৪	৬:০৪	৮:১৯	০৯:৫৫
৩০	৩:৫২	৫:২৮	১২:৫৪	৬:০৫	৮:২০	০৯:৫৬
৩১	৩:৫১	৫:২৭	১২:৫৪	৬:০৫	৮:২১	০৯:৫৭

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

US expatriate Shaheen Mia suspected killer

Feud over gold stash behind Bangladeshi Lawmaker murder

Ajkal Report, *Dhaka*

Slain lawmaker Anwarul Azim Anar and key suspect Aktaruzzaman used to run a gold smuggling racket until they fell out over money and Azim kept a stash worth over Tk 100 crore to himself, detectives said.

Aktaruzzaman, known as Shaheen Mia in his hometown Jhenaidah, used to get gold bars smuggled into Bangladesh from Dubai, while Azim, the ruling Awami League lawmaker from Jhenaidah-4, made sure the shipment reached the hands of the right people in India, said the officers, requesting anonymity. Sometime last year, Azim told his partner that he wanted a bigger cut of the money, according to sources in the Detective Branch and an intelligence agency.

"Aktaruzzaman snubbed Azim's proposal, and it created a rift between the two," said an intelligence officer.

"The partnership hit rock bottom after Azim received two stashes worth more than Tk 100 crore, but did not deliver them," said the officer involved in the investigation. Aktaruzzaman then started asking Azim for the money and recruited other people who could make the deliveries, said the investigators. "The duo met several times in the last six months to settle the matter, and Azim persistently refused to pay Aktaruzzaman. The latter then decided to have him killed," an investigator said, citing information given by arrested suspects. Azim went to Kolkata on May 12 and stayed the night at a friend's house. The following day, he left, saying he was going to see a doctor. He did not return, and the friend received a couple of texts from his mobile phone that said there was no need to call him. On Wednesday, India and Bangladesh police said the MP was murdered in a flat in New Town, Kolkata. Talking to reporters yesterday, Harun Or Rashid, additional commissioner (DB) of Dhaka Metropolitan Police, said, "The killers dismembered the body in such a way that it would be tough to identify it as human remains. "They planned the murder two to three months ago and held multiple meetings at Aktaruzzaman's flats in Gulshan and Bashundhara. The suspects could not do it here because of DMP's vigilance."

As they were aware that the lawmaker often visited Kolkata, they made a fresh plan and rented a flat there on April 25, Harun said, quoting the arrested suspects. "On April 30, Aktaruzzaman, his girlfriend, and Amanullah, the hitman, flew to Kolkata and went to the flat in New Town area. On May 13, when Azim left his friend Gopal Biswas's house, a suspect named Foysal picked him up in a white car and took him to the flat.

"The lawmaker entered the flat around 2:51pm, and the suspects executed their plan within the next half an hour. They kept Azim's phone active and sent messages to different people to fool the law enforcers." On May 15, Amanullah and Aktaruzzaman's girlfriend returned to Bangladesh while the other suspects Mustafiz on May 16 and Foysal on May 17, he added. Raju, a Kolkata taxi driver detained by West Bengal police, was hired to dispose of the body, detectives said.

Harun said Bangladesh police have arrested three suspects.

Slain lawmaker Anwarul Azim Anar

Aktaruzzaman, known as Shaheen Mia is 'The executor of the plot'

Congresswoman Grace Meng visited NYC Health + Hospitals/Elmhurst on May 2 to celebrate nearly $2 million in allocated federal funding.

Elmhurst hospital gets $1.8 Million federal funding

Abubakar Siddique

Queens Congresswoman Grace Meng visited New York City Health + Hospitals/Elmhurst on Monday afternoon to celebrate the $1.8 million in federal funding she secured for two major projects.

The bigger share of funding was designated for the renovation of the first-floor Infectious Diseases Clinic – the hospital's oldest section, which has not been renovated since it opened in the 1950s. Despite the outdated facility, it has continued to offer care, support and preventative services for infectious diseases such as tuberculosis, hepatitis and HIV.

"As you can see, it needs some love and attention," said CEO Dr. Helen Arteaga-Landaverde. "It's going to modernize us, and more importantly, it's going to give our patients the space they truly deserve. I couldn't ask for a better partnership with our federal government and our federal leaders." One longtime patient of the hospital, Annie Safia, recalled receiving care at the site during the AIDS epidemic when fear was at an all-time high. And since 1989, she has returned to the clinic for her treatment. A longtime patient of the Infectious Diseases Clinic thanked the staff for their care at the groundbreaking on the renovations for the Infectious Diseases Clinic.Photo by Iryna Shkurhan "When I came here, there were school desks here. There were no desks for the doctors taking in patient after patient after patient. You guys not only saved my life, you gave me hope," said Safia at the groundbreaking ceremony.

A Corona man was killed after flipping his car in a multi-vehicle collision on the Grand Central Parkway Sunday morning.

Corona motorist killed in multi-vehicle collision

Mohammad Hasanuzzaman

A Corona man was killed in a chain-reaction collision on the Grand Central Parkway in Jamaica Hills on Sunday morning.

Police from the 107th Precinct in Fresh Meadows responded to a 911 call of a vehicle collision on the Grand Central near Parsons Boulevard and found several vehicles, including a Mercedes-Benz sedan that had flipped.

On Monday, the NYPD identified the driver as Manuel Torres, 22, of 101st Street in Corona. He was unconscious and unresponsive when he was removed from the wreckage. EMS responded to the location and pronounced Torres deceased at the scene.

A preliminary investigation by the NYPD Highway District's Collision Investigation Squad determined that Torres had been traveling eastbound on the Grand Central when he collided with two other vehicles that were also heading eastbound. The Mercedes sedan then overturned and collided with a fourth vehicle before coming to a rest.

There were no arrests and the investigation remains ongoing by the NYPD Highway District's Collision Investigation Squad.

Bangladesh succumb to 100th T20 loss as USA clinch historic series

● Sports

Ajkal Sports

USA romped to a historic series win against Bangladesh, clinching the second T20I by six runs in a tight game at Prairie View Cricket Complex in Houston on Thursday to take an unassailable 2-0 lead in the three-match T20I series with a game left to go. The series win was USA's first against a ICC full-member nation.

Bangladesh became the first international side to succumb to 100 losses in the T20I format. In 168 matches, Bangladesh have won 64 matches while four ended without a result. West Indies are on 99 losses from 193 T20Is while Sri Lanka are on 98 losses in 189 matches. Google News LinkFor all latest news, follow The Daily Star's Google News channel. In chase of USA's 144, Bangladesh were bowled out for 138 as pacer Muhammad Ali Khan turned hero for USA, picking up three for 25. Bangladesh needed 12 runs to win in the last over with only a wicket in hand and Mustafizur Rahman and Rishad Hossain at the crease. Mustafizur took a risky single in the first delivery as wicket-keeper Monank Patel failed to collect properly and then did not hit the stumps. Rishad would dispatch a length delivery through cow corner for a four. Needing seven off four, Rishad shuffled across to scoop the fuller length delivery and was caught-behind as USA celebrated a momentous occasion joyously. USA won the first game of the series by five-wickets in the same venue. Earlier, Bangladesh struggled again in the Powerplay as Soumya Sarkar departed for a naught off the first delivery he faced, giving a dolly of a return catch to Saurabh Netravalkar. Tanzid Tamim, who returned to the lineup in the expense of Liton Das, looked in good touch, finding his groove during a 15-ball 19. However, he was done in by the lack of bounce in the wicket when his swat across the line did not connect and Jasdeep Singh pegged back his off stump. Reduced to 30 for 2, Shanto had to find his timing while looking to reconsolidate. He survived a run-out scare as Bangladesh reached 43 for 2 after the end of Powerplay. After the Powerplay, Shanto appeared to be finding a bit of his instincts on a slow wicket despite struggling with timing. He found the ropes a few times to move to high 30s but then perished to a comical run out following miscommunication with Tawhid Hridoy after a 34-ball 36. Hridoy looked good, finding his timing unlike most of the top-order but he was done in for lack of pace as well as he dragged a Corey Anderson delivery onto his stumps after a 21-ball 25, leaving Tigers at 92 for four. Shakib Al Hasan came in and seemed to find the middle of the bat quite well since he came on. He found the boundary quite regularly while Mahmudullah Riyad and Jaker Ali were accounted for by Shadley van Schalkwyk for three and four respectively. The onus fell on Shakib to drag Tigers over the ropes but Muhammad Ali Khan turned the game on its head as he picked up both Shakib after a 23-ball 30 and Tanzim Sakib in the 18th over. Shoriful then fell leg-before to Netravalkar, leaving the Tigers nine down for 132 before Rishad dismissal saw Bangladesh bowled out for 138. Earlier, leg-spinner Rishad Hossain was the pick of the bowlers with two wickets for 21 runs. Tanzim Sakib, coming in for spinner Mahedi Hasan remained economic, giving away 23 in four overs. The death over showing was better than the last game as USA were restricted to 144 for six but in the end it proved to be a good score on the track.

সাপ্তাহিক আজকাল
◆ শুক্রবার ◆ ২৪ মে ২০২৪

বইমেলার ৩৩ বছর

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

বিশেষ আয়োজন

নিউইয়র্কের বুকে একখন্ড বাংলাদেশ

লুৎফর রহমান রিটন

নিউইয়র্ক শহরে মুক্তধারার বইমেলাটি প্রবাসে বাঙালির বৃহৎ একটি মিলনমেলা হিশেবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাইরে নিউইয়র্কের এই বইমেলাটিই বাংলা বইয়ের সবচে বড় বইমেলা।

প্রতি বছর এই বাংলা বইমেলাটিকে ঘিরে বিপুল আলোড়ন উদ্দীপনা তৈরি হয় নিউইয়র্কে। বাংলা বইকে কেন্দ্র করে বইমেলাটি বাঙালির একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ-ভারত-ইংল্যান্ড-জার্মানি-কানাডাসহ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আগমনে নিউইয়র্ক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল উচ্ছল ঝলমলে। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের সবুজ চত্বর ও বড়সড় অডিটোরিয়ামটি মুখরিত থাকে নিউইয়র্ক জ্যামাইকাসহ আশপাশের সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুকিশোরদের কলকাকলিতে।

২৪ মে থেকে ২৭ মে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা। এবছর মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলাটির বয়েস হচ্ছে ৩৩। ৩৩ জন লেখক-প্রকাশকের মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা হবে বইমেলার। আগামী ২৪-২৫-২৬ এবং ২৭ মে চারদিনব্যাপি

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

'আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া'

নিনি ওয়াহেদ

আমার আমেরিকায় আসার আগেই নিউইয়র্কে দু'টি অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয় যা প্রাথমিকভাবে তারুণ্যের হেঁয়ালি উচ্ছ্বাসের এক বহিঃপ্রকাশ বলেই ধারণা করা হয়। আয়োজন দু'টি সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। একটি বাংলা বই মেলা ও অপরটি জাতিসংঘের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে, একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। ১৯৯২ ও ৯৩ সালে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দু'টি আয়োজনই জনসাধারণের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সেই বই মেলা আজ 'নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। পৌঁছে গেছে উঁচু মাত্রায়; যুক্ত হয়েছে বহু মাত্রিকতা।

সংবাদপত্রে কাজের সুবাদে এই ঘটনা আমার দেশে থাকতেই জানা ছিল। বিশেষ করে একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। ১৯৯৩ সালের মে অথবা জুন মাসে প্রেস ক্লাবে বসে আছি। সঙ্গে কবি সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ, যিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দর মনের মানুষ তবে ভীষণ রাসভারি, সফিকুর রহমান প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি শফিকুর রহমান, বর্তমানে সমকাল সম্পাদক আলমগীর হোসেন ও আরো দুজন। হঠাৎ নিউইয়র্কের বই মেলার কথা উঠতেই একজন, যিনি সে সময়ে সদ্য জার্মান ফেরত, বললেন, 'বিদেশে এমনভাবে অনেক কিছু শুরু হয় তারপর কোথায় হারিয়ে যায়! দেশের অবস্থাওতো তাই। হঠাৎ আতিকুল্লাহ ভাইয়ের গম্ভীর কন্ঠে ধ্বনিত হলো, 'কেন, ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা চাঁটাই বিছিয়ে সামান্য বই নিয়ে মেলা শুরু করেছিলেন। সেই বই মেলা আজ বাঙালির প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে! ভুলে গেলে চলবে?'

১৯৯৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আমি নিউইয়র্ক পৌঁছালাম। সঙ্গে ৬ বছরের মেয়ে সেমন্তী। ওর বাবা আগেই এসেছিল। আমার আমেরিকায় আসা যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো আমার সব দুমড়ে-মুচড়ে দিল। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। কোথা থেকে কোথায় আসা! 'প্রবাসী' নামে একটি সাপ্তাহিকে দুদিন কাজ করার অনুরোধে সম্মত হলাম। ওখানেই পরিচয় বিশ্বজিতের সঙ্গে। দেখা হতেই ওর দিদি বলে সম্বোধন আমার অন্তর মনে গভীর রেখাপাত করল। শুরু হলো রোদ, বৃষ্টি,

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে বইয়ের সংস্কৃতি

আহমাদ মাযহার

ইংরেজিতে কালচার শব্দটির মাধ্যমে সাধারণ অর্থে বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানের পরিচয় বোঝায়; বাংলা পরিভাষায় তাকেই বলা হয় সংস্কৃতি। বর্তমান রচনায় বইয়ের সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে: অর্থাৎ মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ইতিহাসের কালক্রম অনুসারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, প্রচ্ছদ প্রণয়ন, হরফ বিন্যাস, বাঁধাই, বিক্রি-এইসব নানা স্তর অতিক্রমের প্রক্রিয়াসূত্রে যে সংস্কৃতি বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তা-ই বাংলাদেশের বইয়ের সংস্কৃতি অর্থে। সংস্কৃতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী টেইলরের সারকথা অনুসরণে আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায়, বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমাজের মানুষের অর্জিত বই সম্পর্কিত আচরণ, যোগ্যতা, জ্ঞান, বিশ্বাস বা উপলব্ধি, শৈল্পিকতা সম্পর্কে ধারণা, নীতি, আদর্শ, প্রথা বা রীতি, আইন ইত্যাদি এই রচনার উপজীব্য বিষয়। এন.বি. হ্যালেদের Grammar of the Bengali Language (১৭৭৮) বইটি মুদ্রণের মধ্য দিয়ে বাংলা বই হাতের লেখা বই থেকে ছাপার জগতে প্রবেশ করে। শুরু হয়ে যায় কলকাতা কেন্দ্রিক মুদ্রণ যুগের বাংলা বইয়ের যাত্রা। পূর্ববঙ্গেও এর ঢেউ আসতে বেশি সময় লাগেনি। ফলে বাংলা বইয়ের সংস্কৃতির কথা মনে করলে অখন্ড বাংলার মুদ্রণ যুগের বই-সংস্কৃতির কথাই মনে করতে হবে। যদিও উৎকর্ষে ও বিস্তারে চল্লিশের দশক পর্যন্ত কলকাতাই ছিল এর কেন্দ্র। ইয়োরোপের ছাপা বইয়ের সংস্কৃতি অনুসরণেই বাংলা ছাপা বইয়ের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে! বাংলা অঞ্চলে মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও হয় বই ছাপার সূত্রেই। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা হয়ে ওঠে ছাপা বাংলা বইয়ের নতুন কেন্দ্র। ঐ সময় থেকে এই কেন্দ্র যে কেবল নতুন তা-ই নয়, কেন্দ্র হয়ে ওঠে নতুন জীবনদৃষ্টিরও। উনিশ শতকে কলকাতায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে উনিশ ও বিশ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জোয়ারের মাধ্যমে ও বহু কৃতি মনীষীর তৎপরতায় যে জীবনদৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল তার দ্বিতীয় তরঙ্গ ওঠে এই অঞ্চলের প্রধানত বাঙালি মুসলমান সমাজে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রাকে ভিত্তি করে গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যেই নতুন বই বের হতে থাকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। বিদ্যায়তনিক লেখাপড়া অভিমুখী যে তরুণেরা 'উচ্চতর' জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে তাদের পাঠতৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক সময় সারা বাংলায় কেবল কলকাতাই ছিল যেখানে একমাত্র কেন্দ্র সেখানে নতুন অবসাচ্ছন্ন ঢাকাকে কেন্দ্র করে বই ছাপার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সূত্রে ঢাকায় পুস্তক-প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটতে শুরু করলেও বইয়ের প্রকাশনা বিবেচিত হতো ছোট ব্যবসা হিসেবে। বই প্রকাশ করে পুরোপুরি জীবিকা অর্জন করা যায় এমন দৃষ্টান্ত তখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা যায়নি। ফলে বই-প্রকাশনা কেন্দ্রিক ব্যবসাকে ঠিক আর দশটা অর্থকরী ব্যবসায়ের সঙ্গে তুলনা করে বিবেচনা করা হতো না। বইয়ের ব্যবসায় বলতে বই বিক্রি ও প্রকাশনা একত্রে বোঝাত। এখন যেমন প্রায় প্রতিটি পুস্তক প্রকাশকের অন্তত একটি করে প্রদর্শনী কেন্দ্র

আছে এবং সেখানে কেবল নিজের সংস্থার প্রকাশিত বই-ই সাজানো থাকে তখন তেমনটি ছিল না। সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা বইয়ের দোকানগুলোর প্রতিনিধি ঢাকার বাংলাবাজারের বিভিন্ন দোকান থেকে বই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন দোকানে রাখবার জন্য। বাংলাবাজারের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা ও বিপণন সংস্থার নাম

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

একটি কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি ও লেখকের অঙ্গন প্রকল্প

লেখকের পাঠ-দৃষ্টিতে লেখকের বই

নীরা কাদরী

লেখকের অঙ্গন শুরু হয়েছিল গেল বছর সেপ্টেম্বর মাসে। আয়োজনটির সহযোগী কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ লাইব্রেরির প্রোগ্রামিং ও আউটরিচ লাইব্রেরিয়ান সেলিনা শারমিনকে– যার সহযোগিতা ছাড়া এ আসর সম্ভব হতো না। এটিকে একটি প্রকল্প বলতে পারেন একটি আসর বলতে পারেন। যা প্রতি মাসে আলোকিত করছেন এখানে বসবাসরত লেখক-পাঠকেরা। আমরা সমৃদ্ধ হই এঁদের বইয়ের আলোচনা থেকে। আমরা চেষ্টা করছি এভাবে আমাদের লেখকদের সম্মান ও ভালবাসা জানাতে। সবার সহযোগিতায় লেখকের অঙ্গন অনেক দূর এগিয়ে যাবে–এই প্রত্যাশা। আশা করি, লেখকেরা এই আসরে তাদের বই জমা দেবেন। লেখা পাঠ করবেন। গ্রন্থালোচনা করবেন।

উইলি মুক্তির কাব্যগ্রন্থ

জল পাথরের যুগলবন্দি

বইয়ের প্রচ্ছদ

গ্রন্থালোচক

লেখক

সুরীত বড়ুয়া

উইলি মুক্তি দীর্ঘ সময় ধরে কবিতার জগতে পরম নিষ্ঠা এবং মমতায় নিজের স্বকীয়তা নিয়ে পাঠক প্রিয়তায় আদৃত হয়েছেন। তবে তাঁর কবিতা খুব একটা বেশি পড়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি আমার। আজকের আলোচ্য বিষয় কবির প্রথম কবিতার বই 'জল পাথরের যুগলবন্দি'র কবিতার বিষয়কে কেন্দ্র করে। সময়ের সল্পতা হেতু এই বইয়ের সব কয়টি কবিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আগেই বলে নেওয়া ভালো যে, কবিতা বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনার ব্যুৎপত্তি আমার নেই। মূলত সাহিত্য ভালোবাসি, সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য শাখা হচ্ছে–কবিতা। কবিতার প্রতি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধেয়া নীরা কাদরীর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেই এই নিরর্থক প্রয়াস মাত্র।

উইলি মুক্তি। তাঁর কবিতার পরতে পরতে জীবন-জিজ্ঞাসার অতৃপ্ত বেদনার এক স্ফুরিত চিত্র এঁকেছেন। তাঁর কবিতায় জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝখানের বিশাল ব্যবধান গভীরভাবে লক্ষ্যণীয়। জীবন সত্যের পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে অনুভব করেন– অশুভ, অকল্যাণ, দ্বন্দ্ব, বৈরী বাস্তবতায় বিপন্ন মানুষের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে দীর্ণ ব্যথার অশ্রু নদী। জীবনকে নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠের অভিজ্ঞতাই এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

সুরীত বড়ুয়ার কাব্যগ্রন্থ

বিরহের শিলালিপি

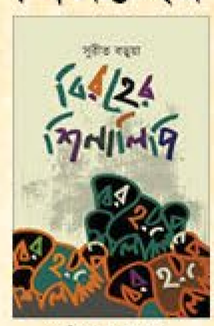

বইয়ের প্রচ্ছদ

গ্রন্থালোচক

লেখক

শামছুন ফৌজিয়া

'কতটা বিশ্বাসে সঁপে দিতে পারি এ জীবন–/ অন্য এক জীবনের স্রোতধারায়ঃ/ ভালোবাসার অগ্নিচিতায় মরতে পারি,/ লোনাজলে বর্ষা নামে চোখের পাতায়।'

যেহেতু সুরীত বড়ুয়ার এটি প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তবুও বলবো তিনি দারুন লিখেছেন। কবির লেখার বেশিরভাগ বিষয়বস্তু প্রেম-বিরহ। অবশ্য কবি সমসাময়িক অন্যান্য বিষয় নিয়েও লিখেছেন। তাঁর লেখায় অনেক পৌরাণিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কবির প্রথম কবিতা 'তুমি চলে গেছো' যা ২০১৪ সালে লেখা– 'এক পৃথিবী অভিমান বুকে নিয়ে তোমার মহাপ্রস্থান–/ কর্কট রোগের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে/ বিষন্নতার মলিন চাদরে ঢেকেছো/ গোপন কান্না আর বেদনার তপ্ত অশ্রু.../ এখনো ড্রেসিং টেবিলের উপর অবিন্যস্তভাবে/ পড়ে আছে তোমার হাতের কাঁকন, লাল টিপ.../ সিঁদুরের কৌটা... তোমার বিরহে বিরহী হয়ে...'!

কবির লেখাটি প্রেয়সীর বিয়োগ ব্যথা নিয়ে উৎসারিত যা পাঠকের মনকে সহজেই দুঃখের প্রলেপে লেপ্টে দিবে। 'বাইশ বছর আগে' দ্বিতীয় কবিতায় কবি আক্ষেপ করেছেন যদি দেখা হত বাইশ বছর আগে তাহলে আরো বেশি করে তাকে কাছে পেতেন, আরো এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

মোহাম্মদ মহিবুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ

উপলব্ধি

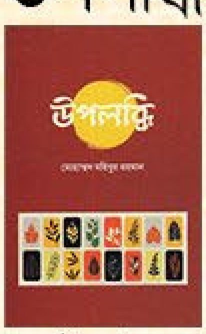

বইয়ের প্রচ্ছদ

গ্রন্থালোচক

লেখক

উইলি মুক্তি

কবিতা কেবল শ্বাপদের কথা নয়, প্রেম ভালোবাসা সুখ-দুঃখ এবং স্বপ্নের কথাও বলে।

এখানে কবি সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে একটি কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, আমাদের জীবনে মা-বাবার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে বাস করে বাবা-মা ছাড়া থাকা অথবা যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই তারাই হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন বাবা-মায়ের উপস্থিতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের জন্য আমাদের মন কেমন কাঁদে। বাবা মা পাশে থাকা মানে স্বর্গের সমতুল্য। ছোট থেকে বড় হতে হতে জানতে পেরেছি সন্তানের প্রতি বাবা মা এর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে।

আর একজন সন্তানের কর্তব্য হিসেবে বাবা মা এর প্রতি কি কি করনীয় আছে, কবি তার নিজস্ব অনুভূতির দরজায় দাঁড়িয়ে এর সবকিছুই গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন। এবং তার এই কবিতায় তিনি সুচারুভাবে মহানুভবতার সাথে এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

কবি ছন্দে ছন্দে তৈরি করেছেন অংক আর খেলার একটি অধ্যায়। যেমন বানরের বাস চড়ার অংক, চৌবাচ্চার অংক। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি। কবি তার এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

আলোকচিত্রে তথ্যচিত্র

লেটস ব্রেক দ্যা সাইলেন্স

বইয়ের প্রচ্ছদ

লেখক

জয়া করিম

ডকুমেন্টারি ফটো বুক 'লেটস ব্রেক দ্যা সাইলেন্স (Let's break the silence) বিশেষ শিশুদের বিষয়ে সামাজিক জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমের একটি অংশ। ফ্রিল্যান্স ডকুমেন্টারি আলোকচিত্রী, লেখক ও সমাজকর্মী হিসেবে আমি এই কার্যক্রম পরিচালনা করছি। বইটি মূলত বিশেষ শিশুদের সাফল্যগাথা নিয়ে রচিত। বইটিতে বিশেষ শিশুদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জোরালো আহবান জানানো হয়েছে। ২০১৮ সালের একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেশে ও বিদেশে বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং এথেন্স আন্তর্জাতিক ফটো বুক প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়।

বিশেষ শিশুদের সাথে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে বইটি রচিত হয়েছে। এতে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে সাতজন বিশেষ শিশুর ছোট ছোট সাফল্য ও ক্রমান্বয়ে উন্নতির গল্প। সমাজের একটি বড় প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য এই সাতজন বিশেষ শিশু সমাজের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থান থেকে বাছাই করা হয়েছে। এই শিশুরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে এবং তাদের আচরণগত উন্নতি অভাবনীয়। আশা করা যায় যে, তাদের এই সাফল্যগাঁথা আরও হাজারো অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করবে যারা তাদের বিশেষ শিশুদের লালন পালনের কঠিন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

বইটিতে সমাজের প্রতি দুটি জোরালো বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এখানে সাধারণ জনগণের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে যে, বিশেষ শিশুরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের প্রতি এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

খন্দকার মাহমুদুল হাসানের গল্পগ্রন্থ

বাংলাদেশের পুরাকীর্তির খোঁজে

বইয়ের প্রচ্ছদ

গ্রন্থালোচক

এলি বড়ুয়া

আমাদের মানব জাতির ইতিহাস হল প্রগতির ইতিহাস। তাই প্রগতির পথই হল মানব জাতির পথ। আর অতীতকে ভুলে গিয়ে প্রগতির কথা চিন্তাই করা যায় না। কারণ ভবিষ্যত সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে অতীত সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত গবেষক ও শিশু সাহিত্যিক খন্দকার মাহমুদুল হাসানের লেখা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের পুরাকীর্তির খোঁজে' দেশভাগের যন্ত্রণা ও বাস্তুচ্যুতের মাতৃভূমি দর্শনের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে গল্পাকারে তুলে ধরেছেন।

এই গল্পের প্রধান দুটো চরিত্র হল মোহন এবং পবন। তারা দুজন বাল্যবন্ধু। মোহন থাকেন বাংলাদেশে আর পবন থাকেন কলকাতায়। পবন তার মাতৃভূমি বাংলাদেশ ঘুরতে আসে পুরাকীর্তির খোঁজে। এভাবেই গল্পের শুরু।

লেখক তাঁর গ্রন্থটি শুরু করেছেন দেশভাগের গল্প দিয়ে। আস্তে আস্তে সেই গল্প থেকে অতি সাবলীল ভাবে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য, গৌরবের অতীতের গল্প, বাংলাদেশের পুরাকীর্তির পরিচয় তুলে ধরেন। সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে লেখক তার গ্রন্থে খুবই সহজ এবং বোধগম্য শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তিনি প্রস্তর যুগ এরপর ৫৪ পৃষ্ঠায়

লেখক

শামছুন ফৌজিয়ার কাব্যগ্রন্থ

ঘাসফুল

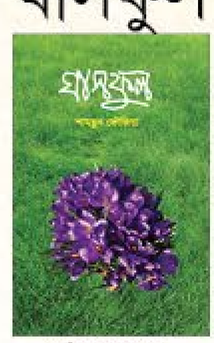

বইয়ের প্রচ্ছদ

গ্রন্থালোচক

লেখক

মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি শহীদ কাদরীর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' এর কয়েকটি পঙক্তি দিয়ে আলোচনা শুরু করি।

'ভয় নেই/ আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী/ গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে/ মার্চপাস্ট করে চলে যাবে/ এবং স্যালুট করবে/ কেবল তোমাকে প্রিয়তমা/'।

কবি শহীদ কাদরী একজন নাগরিক কবি ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বাংলাদেশকে ধারণ করতেন। তিনি সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম একজন।

কবি, লেখক বা সাহিত্যিকগণ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিজেদের লেখনিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। আর এটা একেক জনের একেক রকম হয়। এতে তাঁদের নিজস্ব স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। প্রত্যেকের কথা এবং লেখা তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফসল। আমি যে কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে কথা বলছি সেটি হলো 'ঘাসফুল'। লেখক শামছুন ফৌজিয়া। বইটিতে ৭০টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি একটি সুন্দর প্রচ্ছদ দিয়েছেন উনার বইটিতে। উনি একজন ভালো ফটোগ্রাফার। চমৎকার একটি ছবি ধারণ করেছেন। কাব্যগ্রন্থের সূচীপত্রটি আরো গুছানো হলে আমার মনে হয় আরো ভালো হতো। কবি যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কবিতাগুলো লিখেছেন সেহেতু এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
SAUDI ARABIAN AIRLINES
আমাদের কাছে পাবেন ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
মক্কা ও মদিনায় আমাদের
আছে অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
Emirates
QATAR AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।
উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com
OPEN 7 DAYS: 11AM-10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

জল পাথরের যুগলবন্দি

২৫ পৃষ্ঠার পর

তাঁর কবিতায় এসেছে ভিন্ন স্বর। আলোর জন্য তাঁর তৃষ্ণা যতই প্রবল হয়েছে, কবিতায় অন্ধকারের দৌরাত্ম্য ততই দুরতিক্রম্য অভিব্যক্তির স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত শিল্পসত্তার হাত ধরে তিনি স্বকালের অস্থিরতাকে কবিতায় ধারণ করেছেন। তাঁর কবিতায় যেমন উঠে এসেছে প্রেম প্রত্যাশী মায়াবী ছোঁয়ার কোমল পরশ, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে, নারীর কমনীয় হৃদয়ের বিশ্বাসভঙ্গের অভিঘাত, ঘৃণা, ধিক্কার এবং নিঃসংকোচ ক্ষোভের দ্যোতনা। 'জল পাথরের যুগলবন্দি' কাব্যগ্রন্থের পরতে পরতে তার পরিস্ফুটন গভীর ভাবে লক্ষণীয়। বইয়ের শিরোনাম যুক্ত প্রথম কবিতায় বিশ্বাস হারানো বেদনাবোধের প্রকাশের ব্যঞ্জনায় তা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই ভাবে– 'চোখের চাহনিতে মিথ্যেটা ধরা পরে যায়/ মুখে যা বলো– আধিক্যর করি ঠিক তার বিপরীত।/ আফিমের মতো আমাকে ভালোবাসার নেশা/ এখন আর তোমাকে মোহগ্রস্ত মাতাল করে না/ মন শিহরণে আড়িত করেও দোলায় না।/ তোমাকে কাছে না পাওয়ার কষ্ট আমার–সয়ে গেছে/ স্মৃতির মলিনতার কাছে বদলে গেছে/ একে অপরের প্রতি নেওয়া শপথের দাবি।'

আমাদের চারিপাশের অসংখ্য ঘটনা পরম্পরা এবং বাস্তবতার নিরিখে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, শব্দ চয়ন, উপমা, উৎপ্রেক্ষার বর্ণিল রূপ এবং চেতনার গভীরে এক সূক্ষ্ম অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। তাঁর প্রকাশভঙ্গি একেবারে সাদামাটা, সহজ-সরল মেদবর্জিত। কবিতার শাঁখুনিতে ভারী অর্থী শব্দ চাপিয়ে কবিতার আটপৌরে শরীরকে কখনো ভারাক্রান্ত করেননি।

কবির বিভিন্ন কবিতায় তাঁর চেনা জগতের চৌহদ্দিতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, দেশপ্রেম যেমন উঠে এসেছে, তেমনি প্রেম, প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের নান্দনিকতাও প্রকাশে মাধুর্যতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'হৃদয়ে গেঁথে এনেছি স্বদেশের স্মৃতির আয়না' দেশাত্মবোধক এই কবিতায় কবি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে– 'হৃদয় আমার ফেলে এসেছি স্বদেশের আঙিনাতে/ স্মৃতির আঁচলে বেঁধে রেখেছি সুবর্ণ সেই দিনগুলোকে।/ আদরে যতনে, অনুভবে স্পর্শে/ চোখ বন্ধ করে–শুধু নিজেকেই খুঁজে বেড়াই/ আপন দেশের মাটি আর মায়ার মাঝে।

উইলির কবিতায় সহজ ভাবেই ধরা দিয়েছে দেশ, মাটি, স্বাধীনতা, একুশের চেতনা উজ্জীবিত স্বপ্ন এবং মানুষের প্রতি মমত্ববোধের অঙ্গীকার। অপরদিকে দেখাযায় হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার এক স্পন্দিত উষ্ণ আবেগে বয়ে চলা নদীর কলধ্বনি। এই ক্ষেত্রে প্রেমের গভীরতায় হৃদয় ছোঁয়া কিছু কবিতার নাম বলা যেতে পারে, যেমন– 'কাঙ্ক্ষিত অজানা আকাশ, আঁধারের সহযাত্রী, চন্দ্রবদনী, আমার পহেলা ফাল্গুন আজ, অভিলাষী হৃদয়, শূন্য আঁখি খোঁজে তোমায়, দুটি হৃদয়ের একটি নীড় এবং মোহমায়া।

ইত্যাদি কবিতায় দেখা যায়– প্রেম-ভালোবাসা এবং স্বপ্ন দেখার এক উদ্বেলিত আকুতিতে প্লাবিত হয়েছেন কবি। বিশুদ্ধ প্রেমের অভিসারিকা হতে চান তিনি। বিশেষ করে এই দুটি কবিতায়।

'চন্দ্রবদনী' কবিতায় কবি প্রেমকে দেখেছেন, রোমাঞ্চনিত শিহরণ জাগানো বিমূর্ত ধারায়। এইভাবে– 'ভরা যৌবনে দিঘির আরশিতে ঢেউয়ের দুলুনিতে/ চাঁদের ঝিলিক খেলা করে।/ দেখো চেয়ে ঐ মেঘের ইশারায়/ সমুদ্রের ঢেউ ডাকে/ পূর্ণিমার নীল চাঁদোয়াকে।'

আর একটি কবিতা 'দুটি হৃদয়ের একটি নীড়' এখানে প্রেম এসেছে মায়াবী স্পর্শের চাদর বুলিয়ে– 'তোমার স্পর্শে আমি লজ্জাবতী লতা,/ আমার সাগ্নিধ্যে তুমি ধ্রুবতারা।/ তোমার হৃদয়ে আমার স্পন্দন/ আমার জীবনে–শুধু তোমার প্রয়োজন।

উইলির কবিতায় কাব্যের লালিত্য ঝংকারের পাশাপাশি দেখা যায় সমাজ এবং রাজনীতির কানাগলিতে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ঘৃণা, এবং ক্রোধে সোচ্চার হতে– 'সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের ভিড়ে কিছু অমানুষের দল'।

বর্ণনাশ্রয়ী দীর্ঘ এই কবিতায় তাঁর চারপাশে দেখা মনুষ্যত্ব বোধের চরম অপমান, গ্লানি, কুৎসিত এবং বীভৎসতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

কবির অধিকাংশ কবিতা এবং কবিতা-পরম্পরায় মনন চেতনার গভীরে তাঁর নীরব বেদনাসিক্ত কান্নার স্বর অনুরণিত হয়েছে। 'অন্তর দৃষ্টির কথা', 'অন্ধকারাবৃত পায়রা বারাঙ্গনা', 'অভিশাপে অভিশপ্ত', 'বেদনার বেড়াজালে গহীন রাত্রি', 'আত্মার আর্তচিৎকার', 'নিষ্পাপ হৃদয়ের কলঙ্কিত কাহিনি' এমনি অসংখ্য কবিতায় কথায়, শব্দে, ভাষায় উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় কবির অশান্ত হৃদয়ে বয়ে যাওয়া বেদনা বিধুর সময়কে উন্মোচিত করেছেন।

সব কিছুর পরেও বলতে চাই, উইলি মুক্তি, কবিতার সৌকর্যসৃষ্টিতে, আঙ্গিক এবং শব্দ বিন্যাসে আরও অধিকতর যত্নবান হলে ভালো হতো। কবিতার সরণিতে আপনি শব্দ-ছন্দের মালা গাঁথুন, আপনার কবিতা আমাদের সবার প্রিয় হয়ে উঠুক, আপনার 'জল পাথরের যুগলবন্দি' পাঠক প্রিয়তা লাভ করুক। আপনার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার করে বলি– 'এই কথাটি ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে/ যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে/ অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি/ খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।'

(উইলি মুক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ' জল পাথরের যুগলবন্দি'। প্রকাশক, মোশতাক আহমেদ, আদিগন্ত প্রকাশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০২০। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর মা এবং বাবাকে। কবির এই কাব্য গ্রন্থে মোট ৮০টি কবিতা স্থান পেয়েছে।)

যেখানে সিদ্দিকুর রহমান সেখানেই প্রতিরোধ

৩ পৃষ্ঠার পর

সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন এবং মহিউদ্দিন দেওয়ানের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী নেতা খোরশেদ খন্দকার, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, শাহ বখতিয়ার, এম এ করিম জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর হোসেন, শামসুল আবেদীন, ফরিদ আলম, মিনহাজ আহমেদ, আমিনুল ইসলাম কলিন্স, মুজাহিদুল ইসলাম, রমেশ নাথ, শেখ জামাল, সুব্রত তালুকদার, হুমায়ুন চৌধুরী, আশরাফ মামুন, মাকিদুল ইসলাম খোকন, আকতার আহমেদ, শাওকত আকবর রিচি, মোহাম্মদ সোহেল রানা, শেখ আতিকুল ইসলাম, ওহাব জোয়ার্দার, আব্দুল শহীদ, জেড এ জয়, নাজমুল ইসলাম, কপিল চৌধুরী, মফিজুল ইসলাম রুমি, গণেশ কীর্তনীয়া, রাশিদ হোসেন, আব্দুল জলিল, অপরাজিক হ্যানে আরা বেগম প্রমুখ। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সংগঠনের গঠনতন্ত্র না মেনে নিজের ইচ্ছামত সংগঠন পরিচালিত করছেন। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কমিটিকে লন্ডভন্ড করে পদ-পদবি বিলিবণ্টন করছেন। ড. সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে বক্তারা বলেন, জামায়াত-বিএনপির দালাল এবং বিএনপি জামাতের দালালি করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এ দিন রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আইরীন পারভীন। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। সভা সঞ্চালনা করেন মিনহাজ আহমেদ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৮১ সালের ১৭ মে এদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসের মাইলফলক। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেশের গণতন্ত্রের মুক্তি। সেদিন থেকেই দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু ও জয়বাংলা শ্লোগান নিষিদ্ধ ছিল। সেদিন থেকেই সেই শ্লোগান প্রকম্পিত হয়ে উঠল আকাশে-বাতাসে; রাজপথ জনগণের দখলে চলে গেল। সেনাশাসক জিয়া শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সেই বছরই শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জিয়ার অভিসন্ধি ভেস্তে যায়। সেদিনের ঢাকায় লক্ষ মানুষের বাঁধ ভাঙা স্রোত তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিল। সবার কণ্ঠে ছিল বিভিন্ন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, 'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব। আলোচনা সভায় প্রদীপ রঞ্জন কর এবং আইরীন পারভীন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি ড. সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আনেন এবং তারা বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাস হবে ড. সিদ্দিকুর রহমানের কবর রচনার মাস। ২০১৭ সাল থেকেই তাকে সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হচ্ছে না। তারপরও সে নির্লজ্জের মতো পদ আটকে রেখেছে।

জোরদার নিরাপত্তা চায় ওজোনপার্কবাসী

৩ পৃষ্ঠার পর

বক্তারা অভিযোগ করে জানান, তিনটি বরোর সংযোগস্থল হওয়ায় এ এলাকা অনেক অবহেলিত। কোন ঘটনা ঘটলে একজন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়, এতে দুর্বৃত্তরা সুযোগ পাচ্ছে। সন্ধ্যার পর অনেক রাস্তায় লাইট থাকে না। অন্ধকারে পথ চলার সময় অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন। দিনের বেলায় পুলিশের টহল একেবারেই কম থাকায় নির্জন এলাকায় দুর্বৃত্তরা বন্দুক নিয়ে হামলা করে সব ছিনিয়ে নিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই দিনই ঘটছে ছিনতাইয়ের ঘটনা। ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও কমিউনিটিতে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তেমন কোন প্রতিকার না পাওয়ায় অনেকেই ঘটনা চেপেও যায়। বিষয়টি নিয়ে সিটি পুলিশের সক্রিয়তা চান তারা। কারণ শুধু বাংলাদেশিরাই নন অন্যান্য কমিউনিটির

মানুষরাও আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। সমাবেশে প্রশাসনের প্রতি উপস্থাপিত দাবির মধ্যে রয়েছে, সিটি লাইন ওজোন পার্কের মাঝামাঝি স্থানে পুলিশের স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা। তার আগ পর্যন্ত পুলিশের টহলের ব্যবস্থা করা। সড়কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, কমিউনিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি ইত্যাদি। বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুর নূর বলেন, এ ধরনের আর কোন ঘটনা আমরা চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসকরতে চাই ও সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা চাই। এ এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনির উপস্থিতি কম থাকায় অন্যরা সুযোগ নিচ্ছে। তাই পুলিশের টহল বাড়াতে হবে। খাইরুল ইসলাম খোকন বলেন, কিছুদিন ধরে একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দা কেউ রেহাই পাচ্ছেন না। এক সপ্তাহেই তিনটি ঘটনা ঘটেছে। অথচ নিরাপত্তা দিতে সীমাহীন গড়িমসি চলছে। বার বার আবেদন জানিয়েও পুলিশের টহল বৃদ্ধির সাড়া মেলেনি। অথচ মানুষের ট্যাক্সে প্রশাসন চলছে।

কাউন্সেলর জোয়েন এরিয়লো বলেন, এই এলাকায় বাংলাদেশিরা সর্ববৃহৎ কমিউনিটি। তবে নিরাপত্তার বিষয়টি সবার জন্যই সমান। তাই এটি সব কমিউনিটির বিষয়। সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে এই এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়ে জোর চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত স্ট্রিট লাইট স্থাপনের বিষয়েও আশ্বাস দেন তিনি।

পণ্ডিত রামকানাই দাশের সঙ্গীত যুগে যুগে অনুপ্রেরণা যোগাবে

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুচরিত দত্ত ও সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার ও সংগীত শিল্পী ক্রিস্টেলা কুইয়ার যৌথ সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ সিনহা, পার্বতী সাহা, আব্দুল খালেক, লিটন দাস, রাজনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংগীত জগতের ইতিহাসে পণ্ডিত রামকানাই দাশ চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। তাকে

বাদ দিয়ে বাংলাদেশের লোকসংগীত এর ইতিহাস রচনা করা যাবে না। শুধু তাই নয় পণ্ডিত রামকানাই দাশ একজন ক্ষণজন্মা সংগীত শিল্পী ছিলেন। কারণ তিনি সারা জীবন শুদ্ধ সংগীত চর্চা করেছেন। বক্তারা আরো বলেন, পণ্ডিত রামকানাই দাশ যুগে যুগে সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। আলোচনা সভা শেষে সংগীত পরিষদের এক ঝাঁক শিল্পীর পরিবেশনায় রামকানাই গীতি পরিবেশিত হয় এবং শিল্পীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ইরাবতী দেবী, সুদীপ্তা ধর, তৃপ্তি দাস, দৃশিকা চৌধুরী ও পায়েল দেবনাথ। পরিশেষে কেক কাটার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ভারতীয় অগ্রাসন ও সীমান্তে হত্যায় জাগপা'র বিক্ষোভ

৩ পৃষ্ঠার পর

মাহফুজুর রহমান, জাগপার মঈন উদ্দিন আকন্দর, ইকবাল হোসেন পাটোয়ারি, আনসার আলী, শহীদ উল্লাহ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, ভারতীয় তাবেদার সরকারের ভারত তোষণনীতির কারণেই সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই ভারত সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

বক্তারা আরও বলেন, সীমান্তে বিএসএফ নির্বিচারে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করছে। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে সরকার প্রতিবাদ করতে পারছে না। বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায় বিচার করতে পারলে বিজিবি সদস্যকে প্রাণ দিতে হতো না।

ঘুম হচ্ছে না, সমাধান জেনে নিন

১৮ পৃষ্ঠার পর

অবশ্যই এক ঘণ্টার কম সময়ের জন্য ঘুমানো উচিত।
* বিছানায় শুয়ে যদি ২০ মিনিট পর্যন্ত ঘুম না আসে, তাহলে বিছানা থেকে উঠে পড়া উচিত এবং যতক্ষণ না আবার ঘুম পাচ্ছে ততক্ষণ অন্য কোনো কাজ করা উচিত।
* অনেক সময় ঘুম না এলে আমরা ঘড়িতে সময় দেখি। এর ফলে উদ্বিগ্নতা আরও বাড়ে। তাই এই অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার। নিয়ম মেনে রোজ ব্যায়াম করলে ঘুম ভালো হয়। তবে ঘুমাতে যাওয়ার চার ঘণ্টা আগের মধ্যে ভারী ব্যায়াম না করাই ভালো।
* পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ভালো ঘুম হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ঘুমাতে যাওয়ার সময় একদম খালি পেটে থাকা উচিত নয়। আবার পেট ভর্তি করে খাওয়ার পরেও ঘুমাতে যাওয়া উচিত নয়। অনেকক্ষেত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঈষদুষ্ণ দুধ খেলে সহজে ঘুম আসে।
* ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিছু কাজ রুটিন মাফিক করলে ঘুম আসার প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হয়। যেমন ঘুমাতে যাওয়ার আগে রোজ গোসল করা, গল্পের বই পড়া, রিলাক্সেশন এক্সারসাইজ করা ইত্যাদি ঘুমের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
* ঘুমাতে যাওয়ার আগে কোনো চিন্তা মাথায় এলে সেটি নিয়ে না ভেবে, সেটি একটি ডায়েরিতে লিখে রাখা ভালো। এতে ওই চিন্তা ভুলে যাওয়ার ভয় থাকে না এবং ওই চিন্তা থেকে ঘুমও নষ্ট হয় না।
লেখক : ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ।

নবিদের স্মৃতিবেষ্টিত পবিত্র কাবা শরিফ

২১ পৃষ্ঠার পর

আর সন্তানের দিকে তাকাতে থাকেন, হঠাৎ দেখতে পান শিশু ইসমাইলের পায়ের কাছে ঝিরঝির করে পানি বের হচ্ছে। তিনি ছুটে এসে সেই পানির উৎসের চারদিক পাথর দিয়ে বেঁধে দিলেন। আস্তে আস্তে সেখানে একটি কূপের সৃষ্টি হলো, যার নাম জমজম-অফুরন্ত পানি। বেশ কয়েক বছর পর হজরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নে একদিন তার পার্থিব সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানি করার জন্য আদিষ্ট হয়ে প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুত্রকে তিনি স্বপ্নের কথা বললে পুত্র ইসমাইল বললেন : আব্বা, আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন, আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি ধৈর্যশীল পাবেন। পুত্রকে তিনি সঙ্গে নিয়ে মক্কার অদূরে মিনা স্থানে পৌঁছলেই শয়তান তিনটি স্থানে তাদের আল্লাহর এ হুকুম পালন করা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করলে তারা পাথর তুলে শয়তানকে মারলেন এ বলেন : দূর হ শয়তান, আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য। তারপর মিনার একটি স্থানে পুত্র ইসমাইলকে কাত করে শুইয়ে দিয়ে তার গলায় ছুরি চালালে আল্লাহর তরফ থেকে তা করতে নিষেধ করা হলো এবং এটা যে পরীক্ষা ছিল ইবরাহিমের জন্য তা ঘোষিত হলো। পুত্রের বদলে একটি দুম্বা কুরবানি দেওয়ার নির্দেশ এলো। হজরত ইবরাহিম (আ.) তাই করলেন। সেই কুরবানি দেওয়ার রীতি এখনো চালু আছে। লক্ষ করা যায়, হজের বিধানগুলো পালিত হয় নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট নিয়মে। আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (আ.)কে নির্দেশ দেন তার গৃহ বা কাবাঘর পুনর্নির্মাণের জন্য। কিন্তু সেই গৃহের ভিত্তি যে জমজমের অতি কাছে তা তার জানা ছিল না। ফেরেশতা জিবরাইল এসে তা দেখিয়ে দেন এবং একখণ্ড মেঘ তার ওপর ছায়াপাত করে। হজরত ইবরাহিম সেই স্থান খুঁড়ে ভিত পেয়ে যান, সেই ভিতের ওপর তিনি তার পুত্র ইসমাইলের সহযোগিতায় কাবা শরিফের দেওয়াল তোলেন। যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি এ দেওয়াল তোলেন, সে পাথরে তার পায়ের চিহ্ন গভীর হয়ে পড়ে যায়। সেই পায়ের চিহ্নের পাথরখানি আজও কাবা শরিফের পাশে রক্ষিত আছে, যাকে মাকামে ইবরাহিম বলা হয়। কাবাঘর আবার নির্মিত হয়ে গেলে আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (আ.) কে এখানে এসে হজ করার ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হজরত ইবরাহিম (আ.) হজের ঘোষণা দেন আবু কুবায়স পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে। তারপর থেকে জিলহজের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে হজ পালিত হতে থাকে। ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট হজ বিধান নাজিল হলে তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে এক লাখ চল্লিশ হাজার সাহাবিসহ হজ পালন করেন। তিনি ৯ জিলহজ আরাফাতে পৌঁছে কালো কম্বল দিয়ে একটি তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে উটের পিঠে আরোহণ করে বিদায় হজের খুতবা দিতে দিতে আরাফাত পাহাড়ের চূড়ায় উঠে শেষ করেন। আরাফাত পর্বতের নামকরণ করা হয় জাবালে রহমত। প্রিয় নবি (সা.) সেই হজ যেভাবে পালন করেছিলেন এখনো হজ সেই নিয়মে পালিত হয় এবং হতে থাকবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন : তোমরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারাম (মুজদালিফার পাহাড়)-এর নিকট পৌঁছে আল্লাহর জিকির করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তার জিকির করবে। যদিও ইতঃপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৯৮)। হজ বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও সংহতির এক অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহর মেহমান হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক অনন্য ব্যবস্থা হজ।
লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ ও কলামিস্ট।

রোগীর সেবায় থাকে খোদার সন্তুষ্টি

২১ পৃষ্ঠার পর

দেখতে যেতে (সেবা-যত্ন করতে) তাহলে সেখানে আমার দেখা পেতে? (মুসলিম ও মিশকাত)।
রোগীর সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে আমরা সহজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। আমরা যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাব তখন তার পুণ্য কর্মগুলো স্মরণ করে কথা বলতে পারি। কেননা হাদিসে এসেছে-রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন তুমি কোনো রোগীর কাছে যাবে কিংবা মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে যাবে, তখন তার সঙ্গে মঙ্গলজনক কথাবার্তা বলো। কেননা তুমি যা বলো ফেরেশতারা তার ওপর আমিন আমিন বলে।' (মুসলিম ও মিশকাত)।
রোগী দেখতে যাওয়া ও তার সেবা করায় অনেক পুণ্য নিহিত এমনকি আকাশ থেকে ফেরেশতাও তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। যেভাবে হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তখন আকাশ থেকে এক ফেরেশতা তাকে লক্ষ করে বলতে থাকে, মোবারক হও তুমি এবং মোবারক হোক তোমার এ পথচলা এবং তুমি জান্নাতে একটি স্থান করে নিলে।' (ইবনে মাজাহ)।
রোগীর সুস্থতার জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর তার নিয়ম এ ছিল যে, যখন তিনি কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন তখন বলতেন-'লা-বা'সা তুহুরুন ইনশাআল্লাহ।' অর্থ : 'ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানিতে আরোগ্য লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।' (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ যখন অসুস্থ হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ডান হাত রোগীর শরীরে বোলাতেন এবং বলতেন-'আজহিবিল বা'সা রব্বান নাসি, ওয়াশফি আনতাশ শাফি, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআ' লা ইউগাদিরু সুকমা। অর্থ : 'হে মানুষের প্রতিপালক! এ রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকি রাখে না কোনো রোগ।' (বুখারি, মিশকাত)।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন অসুস্থদের কষ্ট দূর করে আরোগ্য দান করেন আর আমাদের তার নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখেন এবং সব বালামুসিবত থেকে মুক্ত রাখেন, আমিন।
লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট।

দোয়া মুমিনের হাতিয়ার

২১ পৃষ্ঠার পর

হাদিসে এসেছে, যখন মানুষ কিছু চাওয়ার জন্য দুহাত তোলে, তখন তিনি সে হাত দুটিকে ব্যর্থ ও খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৩২১)। অপর হাদিসে এসেছে, আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান জমিনের নূর। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৬৫)।
দোয়া একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। দোয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহতায়ালার প্রিয় ও নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানুষ মাত্রই ভুল করে, গুনাহ করে। নবিগণ ছাড়া সাধারণ মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই ছোট কিংবা বড়, কোনো না কোনো গুনাহে মানুষ লিপ্ত হয়। গুনাহ করা অপরাধ, তবে গুনাহের পর তা মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া না করা আরও মারাত্মক পর্যায়ের অপরাধ। তাই গুনাহ থাকুক বা না থাকুক, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে শরণাপন্ন হওয়া, প্রার্থনা করা একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন ছাড়াও সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। কেননা দোয়াকে ইবাদত বলা হয়েছে। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, দোয়া ইবাদতের মগজ। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭১)।
দোয়া শক্তিশালী আমলও বটে। এমনকি দোয়া তাকদিরকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে। রাসূল বলেন, দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২১৩৯)। সুতরাং ইবাদত হিসাবেও সর্বদা দোয়া অব্যাহত রাখা উচিত। তা না করে উদাসীনতার সহিত জীবন অতিবাহিত করা মোটেও প্রকৃত মুমিনের শান নয়। ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। আর তা দোয়ার মাধ্যমেই হয়ে ওঠে।
এখন কথা হলো, আল্লাহর কাছে কী চান আমরা? এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। বৈধ সব জিনিসই তার কাছে চাওয়া যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ছোট বড় সবকিছুই তার কাছে চাওয়ার অনুমোদন রয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ যার যেটা প্রয়োজন সে তা চাবে এটাই স্বাভাবিক। কারও সুস্থতার প্রয়োজন, সে রবের কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করবে। কারও চাকরি-বাকরি প্রয়োজন, কারও খাদ্য-পানীয় প্রয়োজন। আবার কেউ পারিবারিক জীবনে অসুখী, সে তার সুখময় জীবনের জন্য দোয়া করবে। কেউ নিঃসন্তান, সে আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চাইবে। মোটকথা: ছোট থেকে ছোট কিংবা বড় থেকে বড় সবকিছুই তাঁর কাছে চাওয়ার সুযোগ আছে। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য তার রবের কাছে চায়। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৬৩০৪)।
অনেকে বলে থাকে যে, এত এত দোয়া করি তবুও আল্লাহ কবুল করেন না। এটা নিছক বান্দার ভুল ধারণা। আসলে দোয়া কবুল হয়েছে কি হয়নি তা সে বোঝার সক্ষমতা রাখে না। আমরা তো প্রতিনিয়ত কত-শত ইবাদত করি। নামাজ, রোজা, দান-সদকা ইত্যাদি নিয়মিতই করে থাকি। কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, তার নামাজ কবুল হয়নি। নিশ্চিতভাবে কেউই এমন কথা বলার অধিকার রাখে না। দোয়া কবুল হয়; তবে আমরা তা বুঝতে সক্ষম নই। বান্দার কোনো দোয়াই বৃথা যায় না। হয়তো দোয়ার কার্যকারিতা তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না; তবে পরোক্ষভাবে তা কার্যকর হয়।
হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে দোয়া করে আর তাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কিংবা গুনাহের কিছু না থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি দান করবেন। এক. কাঙ্ক্ষিত বস্তুই তাকে দেবেন। দুই. উক্ত দোয়ার অছিলায় কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সমপরিমাণ কোনো বিপদাপদ তার থেকে দূর করে দেবেন। তিন. এর প্রতিদান পরকালের জন্য প্রস্তুত রাখবেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে তো আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। রাসূল বলেন, আল্লাহর দান আরও বেশি। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৭৩)।
হতে পারে যে দোয়া করেছেন তা আপনার জন্য কল্যাণকর নয় কিংবা এর চেয়ে ভালো কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, বিধায় আপনাকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু দেওয়া হয়নি। এজন্য দোয়া করা ছেড়ে দেওয়া যাবে না, বরং প্রতিনিয়ত দোয়া অব্যাহত রাখতে হবে। কিছু হোক না হোক অন্তত ইবাদত হিসাবেও তো সওয়াব পাওয়া যাবে। আমাদের প্রতিটি চাওয়া পূরণ হোক। প্রতিটি দোয়া কবুল হোক রবের দরবারে। রহমের বারিধারায় সিক্ত হোক সবার জীবন।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

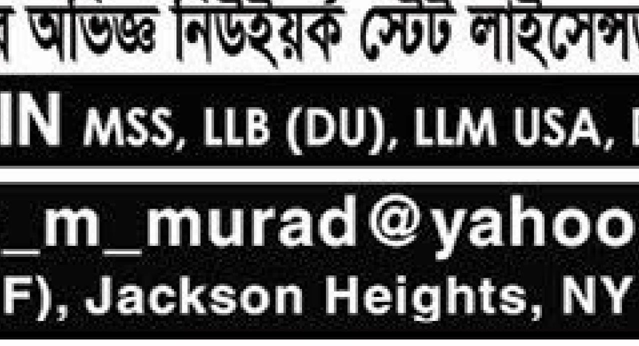

Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

সৌদিয়াতে ওমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে আসার টিকেট সেল করা হয়

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

PROBASHI BARISAL DIVISIONAL WELFARE ASSOCIATION USA INC.
প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি, ইউ.এস.এ ইন্‌ক

বার্ষিক বনভোজন ২০২৪

MAY 26, 2024, SUNDAY
মেমোরিয়াল ডে উইকেন্ড

Southaven County Park
761 Victory Ave, Yaphank, NY 11980

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০টা
ব্রডওয়ে এবং ৭৩ স্ট্রিট (স্টারলিং ব্যাংকের সামনে)

চাঁদার হারঃ

শূন্য থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য ফ্রি
একক ৫০ ডলার, স্বামী-স্ত্রী দুইজন ১০০ ডলার
পরিবার ১৩০ ডলার (৫ জন পর্যন্ত)
বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি জনপ্রতি ১৫ ডলার

বাসে করে যারা পিকনিকে যাবেন তাদের জনপ্রতি অতিরিক্ত ২০ ডলার প্রদান করতে হবে।

১৫ মে ২০২৪ তারিখের পূর্বে উল্লেখিত নাম্বারে, যোগাযোগ করুন এবং ফি পরিশোধ করে আপনার/আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

সম্মানিত প্রবাসী বরিশাল বিভাগবাসী / সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম,
গ্রীষ্মের শুরুতে সবার মনকে উদ্বেলিত করে চলছে, কোথায় যাবো, কি করবো, তাই আমরা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি সারাদিনব্যাপী এক আনন্দঘন পরিবেশে। সবাই মিলে একত্রে খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, আনন্দ ফূর্তি করে এই মে মাসের ২৬ তারিখে শত ব্যস্ততার মাঝেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের চলমান ঐতিহ্যবাহী বনভোজনের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণীয় ও ক্যামেরা বন্দী করে রাখতে চাই। তাই আগামী ২৬শে মে, রবিবার, ২০২৪, প্রবাসী বরিশাল বিভাগ কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনকের আয়োজনে লং আইল্যান্ডের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা সাউথ হেভেন কাউন্টি পার্কে বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আয়োজনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিউইয়র্কের সেরা বাবুর্চি দ্বারা পিকনিক স্পটেই রান্নার ব্যবস্থা সকাল ৯:৩০ মিঃ ব্রেকফাস্ট এর মাধ্যমে দিনটি শুরু হবে। এতে থাকছে বারবিকিউ, নান, সুইট বেবি কর্ন, হট ডগ, জুস কোমল পানীয়, ও কলা। চলবে একটানা দুপুর ১টা পর্যন্ত। এরই মাঝে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে খেলাধুলা। দুপুর ১:৪৫ মিনিট নামাজের বিরতি, ২:৩০ মিনিট লাঞ্চ। এরপরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য খেলাধুলা, গান বাজনা, মাঝে মাঝে ঝাল মুড়ি, ফলফলাদি ও চায়ের আড্ডা। রাফেল ড্র তে স্বর্ণের হার সহ থাকছে আরো নানাবিধ আকর্ষণীয় পুরস্কার। সন্ধ্যা ৮টায় ঘরে ফেরা। আপনারা স্বপরিবারে এবং সবান্ধবে সকলে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

মনজুর মোর্শেদ
আহ্বায়ক
(৭১৮) ৪১৪-৫৭৯৮

রুহুল আমিন
মেম্বার সেক্রেটারী
(৩৪৭) ২৮৭-২০৯৭

যুগ্ম আহ্বায়ক:
এম এম জসীম (৬৪৬-৭৪৪-৭৪৮৫)
মো: সাইদুল ইসলাম বাদল (৬৩১) ৪৬৪-৬১০৭
মোঃ তুজাম্বর আলী শেইখ (৬৪৬-৩৬১-৭১৯৭)
মোঃ মিজানুর রহমান খান (৩৪৭- ৫৮৯-৪০৩২)

যুগ্ম সদস্য সচিব:
আব্দুর রহমান রুবেল (৯২৯-৩৬১-০৩২২)
আতাউর রহমান মুরাদ (৬৪৬-৩৫৪-৮১৭২)
জুনায়েদ আহমেদ তুর্জ (৯১৪-৪৩৯-৫২৯৬)

ক্রীড়া সম্পাদক: মোঃ জাকির হোসেন (৯২৯) ৭০৩-২০৯৯
সহযোগিতায়: মোঃ মনিরুল ইসলাম

স্মরণিকা সম্পাদক:
মনিরুজ্জামান মিয়া (৯১৭-৩০২-৫২৪৪)

সাংস্কৃতিক সম্পাদক:
নিলুফার ইয়াসমিন (৭৬৫-৭০২-৭৫৭২)

উষ্ণ সংবর্ধনায়
নিলুফা ইয়াসমিন | মোসাঃ রাশিদা বেগম বেবি | নুসরাত জাহান

আপ্যায়নে: উপদেষ্টাবৃন্দ:
মিসেস নাজমা বেগম, সৈয়দ হারুন উর রশিদ, মনিরুজ্জামান মিয়া, মনজুর মোর্শেদ, গাজী আমির হোসাইন, প্রফেসর ফরিদ আহমেদ, ড. সৈয়দ এম.বি.রাব্বানী ও আজম মুন্সী।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: ড. সৈয়দ মোতোয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী, এ.কে. আজাদ জুয়েল, মাহবুব আলম রুবেল

র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার: স্বর্ণের হার
২য় পুরস্কার: স্বর্ণের চেইন
এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য আকর্ষনীয় পুরস্কার

সংগীত পরিবেশনায়

কাজী জামান উদ্দিন
সভাপতি
৯১৭-৩৪৪-০৭২৬

ড. রফিকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৬৬৭-৯০২০

আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডস সবাই আমন্ত্রিত। মে ১৫ তারিখের মধ্যে আপনার উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

প্রচার সম্পাদক: সানজিৎ দেবনাথ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত

METRO CINEMA FILM WORKS PRODUCTION
POWERED BY DHAKABANK PLC.
DIGITAL PARTNER TIGER MEDIA
CO SPONSOR MTB
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
TIGER CEMENT PRESENTS
নিউ ইয়র্ক প্রিমিয়ার
দেয়ালের দেশ
A FILM BY MISHUK MONI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
আগামী শুক্রবার ১৭ মে নতুন থিয়েটার লোকেশন-এ
KEW GARDEN CINEMAS
81-05 LEFFERTS BLVD., KEW GARDENS , NY-11415 .
SHOWTIMES -
5/17 Fri @ 2pm, 5pm & 8:30pm
5/18 Sat @ 2pm, 5pm & 8:30pm
5/19 Sun @ 2pm, 5pm & 8pm
5/20 Mon @ 2pm, 5pm & 8pm
5/21 Tue @ 2pm, 5pm & 8pm
5/22 Wed @ 2pm, 5pm & 8pm
5/23 Thu @ 2pm, 5pm & 8pm
KEW GARDENS CINEMAS
DIRECTIONS -
SUBWAY ROUTE:
TAKE E & F TRAINS TO KEW GARDENS / UNION TPKE SUBWAY STATION;
KEW GARDEN CINEMAS IS A 10 MINUTE WALK FROM THAT LOCATION;
TRAIN ROUTE -
TAKE LONG ISLAND RAIL ROAD (LIRR) MAIN LINE TO KEW GARDENS STATION LOCATED AT AUSTIN STREET / LEFFERTS BLVD. - KEW GARDEN CINEMAS IS A 1-MINUTE WALK FROM THAT LOCATION;
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাবে অনলাইনে www.kewgardenstheatre.com এবং চলচ্চিত্র শুরুর আগে প্রেক্ষাগৃহে

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রাক্তণ সদস্যদের ঈদ পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক

গত ৬ জুন রবিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন মিলনায়তনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবারের ঈদ পুনর্মিলনী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিমানবাহিনীর সিনিয়র সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান সাঈদ। প্রধান অতিথির ছিলেন উইংকমান্ডার ফজলুল হক। উপস্থাপনা করেন সিনিয়র ওঃ অফিসার জাকির মিয়া ও ইকবার কবীর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সামছুল আলম। বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ খান, মুক্তিযোদ্ধা মাঃ ওঃ অফিসার আব্দুল আজিজ খান, মুক্তিযোদ্ধা কামাল চৌধুরী ও জাকির মিয়া। এর মধ্যে সংগঠনের কয়েকজন সদস্য মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। সিঃ ওঃ অফিসার জাকির মিয়া বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস তুলে ধরলে সবাই আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল সুলতান মাহমুদ, মোস্তফা ও বাবুল হোসেনের জন্য দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র মাঃ ওঃ সালাউদ্দিন, মাও. অফিসার শহিদুল ইসলাম, বখতিয়ার উদ্দিন, মোবারক হোসেন, দেলোয়ার হোসেন ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। ডিনার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চ্যানেল আইয়ের সেরাকণ্ঠ মরিয়ম মেরি ও সমুজ্জ্বলীন গান পরিবেশন করেন। গীটারে ছিলেন মিঃ সজীব। মাওলানা দেলোয়ার হোসেনের পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পথমেলা ৯ জুন

৩ পৃষ্ঠার পর

দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী,মেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ সিপ্লাল চৌধুরী।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত পথমেলা উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ মেলার সাফল্য কামনা করে বলেন, এই রকম আয়োজনের মধ্যদিয়ে আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে প্রবাসের মাটিতে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এ বি এম

ওসমান গনি, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান,অধ্যাপিকা হুসনে আরা,এবিএম সালাউদ্দিন আহমেদ, শাহ জে চৌধুরী,সাপ্তাহিক আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, ইভেন্ট পার্টনার শো-টাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলমসহ সংগঠনের সদস্য ও সুধীজন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, থমাস এডিসন হাইস্কুলের সামনে সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই পথ মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন চিত্র নায়িকা মৌসুমী, কণ্ঠশিল্পী মিলা, রানো নেওয়াজ, চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, বিন্দু কনাসহ প্রবাসের শিল্পীরা। হাইল্যান্ড এভিনিউয়ের ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে দুপুর ১২ থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত পান্তা-ইলিশ পরিবেশন করা হবে।

দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা

ঢাকা জেলাবাসীর প্রাণের সংগঠন
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক গতিশীল করার লক্ষ্যে

আমাদের ঢাকা আমাদের অহংকার

বিশেষ সভা

Venue: Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

Date: 27 May 2024
Time: Monday @7:00 PM

সম্মানিত সুধী, আস্‌সালামু আলাইকুম।
আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে আগামী দিনে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা জেলাবাসীর প্রাণের দাবী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সকল সাবেক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যসহ ঢাকা জেলাবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আপনারদের সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলো সংগঠনের কার্যক্রম সুন্দর ও স্বার্থক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদান্তে

এম বাসেত রহমান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন

বদরুল খান বাদল
সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন

শহীদুল ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা
আব্দুর রাজ্জাক বীর মুক্তিযোদ্ধা
সোহেব আহমদ খান
রফিকুল ইসলাম মুরাদ

আমিন মেহেদী বাবু
শহীদুল ইসলাম খোকা
সাইফুল ইসলাম
এম মাসুদ
তানভীর করিম

এস আর লিংকন
মিতক সেলিম
কামাল হোসের রাকিব
মহি উদ্দিন

রমজান আলী
আলী আকবর
মোঃ মিলন
কবির খান

অনুষ্ঠান পরিচালনায়: জীবন সফিক, মিলন মোল্লা, সোহেল রানা

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: ঢাকা জেলাবাসী, যুক্তরাষ্ট্র

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 24 - 30, 2024) | Promo Code : PSP72
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $4.99/LB CUT OFF FROZEN GOAT
SALE 89¢/LB Minimum purchase of 10 lb NO CLEAN NO CUT CHICKEN QUATER LEG
SALE $24.99/EA SIZE 10/12 HILSHA
SALE $14.99/EA 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 3 / 5 KG KATLA
SALE $3.99/LB 1 KG KORAL
SALE $2.49/LB 1 KG TILAPIA WHOLE
SALE $2.49/LB 1 KG PUTI
SALE 2/$8.99 500 GM HAOR BRAND TAKI
SALE 3/$5.00 250 GM SAMPAN BRAND KESKI
SALE $6.99/EA SIZE 200-300 SAMPAN BRAND POA IQF
SALE 2/$9.99 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $26.99/EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $11.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
SALE 2/$7.99 24 OZ LAXMI GINGER GARLIC PASTE
SALE $11.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE $31.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $11.99/EA 3 LTR MAIZO CORN OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $8.99/EA 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00 200 G SHAHI KACHUR LATI
SALE 3/$5.00 SHAHI DAL PURI
SALE 2/$14.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

ADI'S
The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 24 - 30, 2024) | Promo Code : PSP32
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $3.99/LB CUBE FROZEN GOAT ZABIHA HALAL
SALE 79¢/LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $28.99/EA SIZE 1200-1500 GM HILSHA
SALE $3.99/LB 6 KG MRIGEL
SALE $19.99/EA SIZE 1/2 GOLDA SHRIMP
SALE $9.99/EA 21/25 2 LB BAG EZ PEELED SHRIMP
RAW Shrimp
SALE 2/$5.00 250 GM KOI BLOCK CROWN FARMS
SALE 3/$5.00 250 GM KESKI SAMPAN BRAND
SALE $4.99/EA 500 GM SAMPAN BRAND BATA BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM SAMPAN BRAND LOTIA BLOCK
SALE $6.99/EA 500 GM HAOR BRAND BAILA BLOCK
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
KRISHOK LONG GRAIN PARBOILED BASMATI RICE
SALE $11.99/EA 3 LTR MAIZO CORN OIL
Maizo CORN OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
ZER
SALE 2/$13.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
Buldak
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA INC. WHRDUSA EST: 1994

GOLDEN AGE HOME CARE

PRESENTS

কুচকাওয়াজ
পতাকা প্রদর্শন
লাইভ ব্যান্ড
গাড়ী ও ট্রাক মিছিল

MEDIA PARTNER
আজকাল CHANNEL i

২৬ মে, ২০২৪ রবিবার

সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা

স্থান: ৬৯-৮৭ স্ট্রিট, ৩৭ এভিনিউ
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭২

Invited VIP Marshall

Kathy Hochul
Govorner, New York State

Eric Adam
Mayor, New York City

Shekar Krishnan
Council Member, District 25

Shahana Hanif
Council Member, District 39

Md. Najmul Huda
Consulate General of Dangladesh

Nizam Chowdhury
Senate Members, Dhaka Unviersity
Chairman, NRB Global Bank.

Special Guest

Harun Bhuiyan
President, JBBA

CIP Mohammed Abdul Kader

Justice Thomas D. Raffaele

Mohiuddin Dewan
Vice President, Bangladesh Society

Tarik Hasan Khan
Secretary JBBA

Ruhul Amin Siddique
General Secretary, Bangladesh Society

Nargis Ahmed
Past President, Bangladesh Soceity

Mirza M Shamim
Special Guest

শাহ নেওয়াজ — আহবায়ক | গিয়াস আহমেদ — প্রধান উপদেষ্টা | এটর্নী মঈন চৌধুরী — উপদেষ্টা | আব্দুর রব — উপদেষ্টা | শাহ জে চৌধুরী — উপদেষ্টা | ফাহাদ সোলায়মান — প্রধান সমন্বয়কারী | তরিকুল হোসাইন বাদল — সদস্য সচিব

যুগ্ম আহবায়ক: সৈয়দ আকিকুর রহমান, ইফতেখার উজ্জামান রতন, নুরুজ্জামান সর্দার, ইকবাল হোসেন, মোঃ শাহাদাত হোসেন

ডাঃ মাসুদুল হাসান — উপদেষ্টা | নাঈমা খান — উপদেষ্টা | খলিলুর রহমান — প্রধান পৃষ্ঠপোষক | নুরুল আজিম — প্যারেড কো-অর্ডিনেটর | ফরিদা ইয়াসমিন — সমন্বয়কারী

যুগ্ম সদস্য সচিব: সিরাজুল ইসলাম খান, জাহাঙ্গীর আলম জয়

পাচঁ বরো কমিটি

জ্যামাইকা
প্রধান সমন্বয়কারী: জে মোল্লা সামী
সমন্বয়কারী: আহসান হাবিব

ব্রঙ্কস
প্রধান সমন্বয়কারী: শেখ জামাল হোসাইন
সমন্বয়কারী: সাইদুর রহমান লিকেন
সিরাজ উদ্দিন সোহাগ

ম্যানহাটন
প্রধান সমন্বয়কারী: এম আজিজ হিরু
সমন্বয়কারী: মোঃ রিয়াজুল কাদির লস্কর লিটু

ব্রুকলিন
প্রধান সমন্বয়কারী: আনোয়ার হোসাইন
সমন্বয়কারী: রফিকুল ইসলাম

সংস্কৃতি বিষয়ক উপ কমিটি

প্রধান উপদেষ্টা - সবিতা দাস উপদেষ্টা: আলমগীর খান আলম, ফরিদা ইয়াছমিন, দীনেশ মজুমদার, আলপনা গুহ, অনীক রাজ, আবদুল আলীম
ম্যাগাজিন উপ কমিটি: আখতার হোসেন, মাসুদ সিরাজী
আপ্যায়ন বিষয়ক উপ কমিটি: ইফতেখার উজজামান রতন, মানিক বাবু
আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক উপ কমিটি: মোহাম্মদ আলম নবী, শফী উদ্দীন
প্রচারনা বিষয়ক উপ কমিটি: চৌধুরী নুরজাহান মনজুর

সার্বিক সহযোগিতায়: শামসুন নাহার শেখ, নাজমুল আলম শ্যামল, ডাঃ নার্গিস আহমেদ, বাবলী হক, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, শাহ মাহবুব, সাবরিনা শেখ, সিরাজুল ইসলাম খান, ফারুক হোসেন, শেখ সেলিম, আমজাদ হোসেন সেলিম, মাসুদ রানা, হুমায়ুন খান, মুসলিম মোল্লা, ফরিদা ইয়াসমিন

শাহ শহীদুল হক (সাঈদ)
সভাপতি
ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ
ফোন: ৩৪৭-৪৭৬-৯৪২৪

ইঞ্জিঃ আব্দুস সোবহান
সাধারণ সম্পাদক
ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ
ফোন: ৬৪৬-৩৭১-৩৬১৪

BANGLADESHI AMERICAN POLICE ASSOCIATION (BAPA) | BENGALI AMERICAN BOLDEST ASSOCIATION (BABA) | fbw | JAMAICA FRIENDSHIP SOCIETY | BRONX BUSINESS ASSOCIATION | NURUL AZIM 516-451-3748 Eastern Investment

www.bddayparade.com

GRAND SPONSORS
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
150 Great Neck Road,
Great Neck, NY 11021
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
PRESENTS
POWERED BY
rivertel
ইস্ট রিভার এ
বৈশাখী
রিভার
ক্রুজ
SITE NAME
WORLD'S
FAIR
MARINA
1 WORLD'S FAIR MARINA
FLUSHING NY 11368
SUNDAY 26TH MAY
6 PM TO 11 PM
ENGR : MOHAMMAD A KHALEK
CONVENOR
ADV REDWANA SHETU
MEMBER SECRETARY
ANOWARUL ALAM BHUYAN
JOINT CONVENOR
ORGANIZED BY
SHOWTIME
MUSIC
TICKETS
$30
(CHILD)
TICKETS
$60
(ADULT)
TICKETS AVAILABLE
KHAMAR BARI GROCERY
APNAAR CHA GHAR
KHALIL BIRHANI HOUSE
FOR INFORMATION 646 546 6038

স্থির বাঁধন, চলমান অপূর্ব

এক দিনে দুই ঝলক

আজকাল বিনোদন

ঢাকাই শোবিজে জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও আজমেরী হক বাঁধন দুজনই তারকা। নিজ নিজ কাজে পেয়েছেন পরিচিতি, সাফল্য। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) কাকতালীয়ভাবে তাদের দুজনেরই নতুন প্রজেক্টের ঝলক সামনে এসেছে। এর মধ্যে স্থির রূপে পাওয়া গেলো বাঁধনকে, আর অপূর্ব হাজির চলমান তথা ভিডিও ঝলক নিয়ে।

আগেই জানা গেছে, আলোচিত সিরিজ 'বুকের মধ্যে আগুন'র স্পিন-অফ সিরিজ নির্মাণ করছেন শিহাব শাহীন। নতুন সিরিজটি কেবল পুলিশ কর্মকর্তা গোলাম মামুনকে ঘিরে। সেই 'গোলাম মামুন'র টিজার এলো প্রকাশ্যে। যেখানে নাম ভূমিকায় ব্যতিক্রম রূপ-অভিনয়ে চমকে দিয়েছেন অপূর্ব। এক মিনিট ৯ সেকেন্ডের টিজারে দেখা যায়, একটি বড় মামলা তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছে গোলাম মামুন। যেটা তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে দেখা যায় তাকে। টিজারের সঙ্গে জানানো হয়েছে, 'গোলাম মামুন' মুক্তি পাবে

আসন্ন ঈদুল আজহায় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-তে। সিরিজটিতে আরও থাকছেন ইয়াশ রোহান, আবু হুরায়রা তানভীর, তমা মির্জা, তানিয়া আহমেদ, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।

অন্যদিকে বাঁধন সামনে এলেন তার নতুন সিনেমা 'এশা মার্ডার: কর্মফল'র অফিসিয়াল পোস্টার নিয়ে। যেটা নির্মাণ করেছেন সানী সানোয়ার। পোস্টারে দেখা যায়, আগ্রাসী চাহনিতে চেয়ে আছেন বাঁধন, তার হাতে পিস্তল। ছবিতে চৌকস পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাঁধন। তার পেছনেই কিছুটা আতঙ্কের চাহনিতে তাকিয়ে রয়েছেন পূজা ক্রুজ। পোস্টারের সঙ্গে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন বাঁধন ও ছবির সংশ্লিষ্টরা। সেটা হলো 'খুনসহ ধর্ষণের শাস্তি কী হওয়া উচিত?'

উত্তর হয়ত পুরো ছবিতে পাওয়া যাবে। যেখানে বাঁধন-পূজার সঙ্গে আরও থাকছেন মিশা সওদাগর, ফারুক আহমেদ, শহীদুজ্জামান সেলিম, সুমিত সেনগুপ্ত, শরীফ সিরাজ, মাজনুন মিজান প্রমুখ। আগামী ঈদুল আজহায় ছবিটি মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্টরা। তবে সম্প্রতি জানা গেছে, এটি ঈদে আসছে না।

মিষ্টি জান্নাত ও তমা মির্জা

১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি

মিষ্টি জান্নাতকে আইনি নোটিশ তমা মির্জার

আজকাল বিনোদন

'মানহানিকর মন্তব্য' দেওয়ার অভিযোগ এনে জনসম্মুখে ক্ষমা চাওয়া এবং ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ফেরদৌস মিষ্টিকে (মিষ্টি জান্নাত) আইনি নোটিশ দিয়েছে আরেক নায়িকা মির্জা ফারজানা ইয়াসমিন তমা (তমা মির্জা)। বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তমা মির্জার পক্ষে তার আইনজীবী ব্যারিস্টার সজীব মাহমুদ আলম এ নোটিশ প্রেরণ করেন। নোটিশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থাকা দুটি ভিডিও বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'আপনার বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করবো না, তমা মির্জাকে খোঁচা দিয়ে মিষ্টি জান্নাত' এবং 'ঢেটে ঢেটে নায়িকা হয়েছে তমা মির্জা: জান্নাত' শীর্ষক শিরোনামে এই দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে 'মানহানিকর বক্তব্য' রয়েছে বলে দাবি করেছেন আইনজীবী। নোটিশে বলা হয়েছে, এসব বক্তব্যে সাংবাদিক ও দেশের জনগণের কাছে তার (তমা মির্জার) সুনাম নষ্ট হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য তমার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে আঘাত হেনেছে। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ডিজিটাল মিডিয়ায় এসব মানহানিকর বক্তব্য হয়রানির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এতে ১০ কোটি টাকার মানহানি হয়েছে। তাই নোটিশের সাত দিনের মধ্যে জনসম্মুখে ক্ষমা চাইতে ও ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নোটিশে বলা হয়েছে।

এবার অস্কারের পাতায় আলিয়া ভাট

আজকাল বিনোদন

বিশ্ব সিনেমার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অস্কার। যেটার মূল নাম 'অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড'। প্রতি বছর এটি প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচারস আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস'। পুরস্কারের বাইরে সারা বছরই অন্তর্জালের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সিনেমা, শিল্পী-কুশলীদের উৎসাহ দেয় সংস্থাটি। যেমন এবার অস্কারের পাতায় জায়গা করে নিলেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। বুধবার দ্য অ্যাকাডেমির ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। যেটা মূলত ২০১৯ সালের 'কলঙ্ক' সিনেমার গান 'ঘর মোরে পারদেসিয়া'র ক্লিপ। ভিডিওর সঙ্গে অস্কার কর্তৃপক্ষ ক্যাপশনে লিখেছে, "'কলঙ্ক' সিনেমার 'ঘর মোরে পারদেসিয়া' গানে পারফর্ম করছেন আলিয়া ভাট। গানটি গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল ও বৈশালী মাড়ে।" এছাড়া ছবিটির আরও কিছু তথ্যও যোগ করা হয়েছে পোস্টে। যেমন ছবির নির্মাতা অভিষেক বর্মণ, অভিনয়শিল্পী বরুণ ধাওয়ান, আলিয়া ভাট, সোনাক্ষী সিনহার নাম।

পাশাপাশি গানের কম্পোজার হিসেবে প্রীতম চক্রবর্তী ও গীতিকবি অমিতাভ ভট্টাচার্যের কথাও উল্লেখ রয়েছে পোস্টে। এদিকে অস্কার কর্তৃপক্ষের পোস্ট দেখে উচ্ছ্বসিত আলিয়া। পোস্টটি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন তিনি। অন্যদিকে ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ধর্মা প্রোডাকশন থেকে মন্তব্য করা হয়েছে 'আইকনিক'। এর আগেও একাধিকবার বলিউড ছবির ঝলক দেখা গেছে অস্কারের পাতায়। যেমন গত এপ্রিলে দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'বাজিরাও মাস্তানি' ছবির 'দিওয়ানি হো গায়ি' গানের একটি ক্লিপ পোস্ট দিয়েছিল সংস্থাটি। তারও আগে জানুয়ারিতে কালজয়ী এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে কানসৈকত

আজকাল বিনোদন

সাগরপাড়ে জনসমাগম কমতে শুরু করেছে। কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাণকেন্দ্র পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের সামনে পয়লা দিন থেকে রোজ সকালে জটলা দেখা গেছে। তবে নবম দিন বুধবার (২২ মে) বেশ ফাঁকা চারপাশ। ভবনে ঢুকতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে না। অনায়াসে নিরাপত্তার আনুষ্ঠানিকতা সেরে ভেতরে ঢোকা যাচ্ছে। বুধবার দুপুরে

কান উৎসব ২০২৪

কান শহরের মেয়র ডেভিড লিসনার্ড এবারও মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের বিচারকদের সম্মানে এবং উৎসবে আসা সাংবাদিকদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। এর বাইরে দিনভর ছিল চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী।

মূল প্রতিযোগিতা : পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের গ্র্যান্ড থিয়েটার লুমিয়েরে বুধবার মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে বিকাল ৩টায় পর্তুগালের মিগেল গোমেজ পরিচালিত 'গ্র্যান্ড ট্যুর' এবং রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ছিল ব্রাজিলের করিম আইনুজ পরিচালিত 'মোটেল ডেস্টিনো'।

প্রতিযোগিতার বাইরে : পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের আনিয়েস ভারদা থিয়েটারে স্পেশাল স্ক্রিনিংস হিসেবে বুধবার বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে ফ্রান্সের ভার্সো পারোনোঁ ও অ্যালেক্সিস দুকর্দ পরিচালিত অ্যানিমেটেড ছবি 'ইন দ্য ওয়ান্ডারউডস' এবং সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে দেখানো হয় আরনো দেসপ্লেশাঁ পরিচালিত 'ফিল্মলাভারস'।

গ্র্যান্ড থিয়েটার লুমিয়েরে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ফ্রান্সের ম্যাথিউ দেলাপোর্ত ও আলেকসঁন্দ দ্যু লা পাতেলিয়ের পরিচালিত 'দ্য কাউন্ট অব মন্টে-ক্রিস্টো'। দ্যুবুসি থিয়েটারে সন্ধ্যা ৭টায় কান প্রিমিয়ার বিভাগে ছিল ফ্রান্সের আরনু লারিউ ও জ্যঁ-মারি লারিউ পরিচালিত "জিম'স স্টোরি"।

আড্ডা আয়োজন : বুনুয়েল থিয়েটার বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় মাস্টারক্লাসে অংশ নেন ইতালিয়ান অভিনেত্রী-পরিচালক ভ্যালেরিয়া গলিনো। মূল প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত তিনটি চলচ্চিত্রের সংবাদ সম্মেলন ছিল বুধবার। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে 'আনোরা', সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে 'পার্থেনোপে' এবং দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে 'মার্সেলো মিয়ো'র কলাকুশলীরা সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন।

আঁ সাঁর্তে রিগা : পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের দ্যুবুসি থিয়েটারে বুধবার আঁ সাঁর্তে রিগা বিভাগের দুটি প্রদর্শনী হয়েছে। সকাল ১১টায় ভিয়েতনামের ট্রুয়ং মিন কুই পরিচালিত 'ভিয়েত অ্যান্ড নাম' এবং দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে ছিল লাটভিয়ার গিন্ট জিলবালোদিস পরিচালিত 'ফ্লো'।

কান ক্লাসিকস : পালে দে ফেস্টিভ্যাল ভবনের বুনুয়েল থিয়েটারে বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে কান ক্লাসিকস বিভাগে দেখানো হয়েছে ইতালির মার্কো বেল্লোকিও পরিচালিত 'স্ল্যাপ দ্য মনস্টার অন পেজ ওয়ান' (১৯৭২)। একই ভেন্যুতে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে ছিল ফ্রান্সের ফ্লোরেন্স প্লাতারেতস পরিচালিত নতুন প্রামাণ্যচিত্র 'জ্যাক দ্যুমি, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্ল্যাক'।

লা সিনেফ : শিক্ষার্থী নির্মাতাদের বিভাগ লা সিনেফের ২৭তম আসরে জমা পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)

ATAAB

আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব

এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	**Karnafully Travel** Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	**Meghna Travel** Mohammad M. Rahman Ph: 718-930-1494	**World Tours and Travel** Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	**Skyland Travel** Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	**Bangladesh Travel** Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	**Nabila Air Travel** Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	**Express Air Travel** Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	**Digital Travel Astoria** Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	**Universal Travel** KM Rezwan Ph: 347-837-5996	**Rashid Travels LLC** Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	**Asis Travel & Multi Services** Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	**Jumbo Travel Inc.** Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	**Belal Travel SVC Inc.** Rupak Barua Ph: 347-365-8934	**SS Travel** Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	**Samia Travel** Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	**Arafa Travel** Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	**Hi Line Travel & Tours Inc.** S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	**Macca Travel** Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	**Blue Sky Travel Inc.** Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	**Peace Travel & Tours** Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	**Easy Way Travel** Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	**Tripway Travel** Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	**Anchor Travels** ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	**JAT Travel Corp.** Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	**Bangla Travel** M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	**Contra Link Express Travel** KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

ZAM ZAM TRAVEL US

জম জম ট্রাভেল ইউএস

WORLDWIDE VISA SERVICES

• Expert Team • Premium Support
• Verified Visa Checklist • Perfect Visa Application Service

SAUDI ARABIA 10 YEARS MULTIPLE ENTRY VISA

- Stay Up to 180 Days Per Entry
- Perform Unlimited Umrah
- Business Travel & Exploration
- Explore Educational Opportunities
- Visit Family and Friends
- Travel To Any City

INDIA VISA PROCESSING

SCHENGEN VISA PROCESSING

SAUDI ARABIA VISA PROCESSING

UAE | VISA PROCESSING
• 30 DAYS VISA • 2 YEARS VISA • 5 YEARS VISA • 10 YEARS VISA

UAE-DUBAI | FULL PACKAGE TOUR PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • SIGHTSEEING • GUIDANCE SERVICES

3 STAR & 5 STAR
UMRA | FULL PACKAGE PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • ZIARAT • GUIDANCE SERVICES

ইন্ডিয়ান ভিসাসহ যে কোনো দেশের ভিসা পেতে সহযোগিতা করি
আমাদের রয়েছে ওমরা'র স্পেশাল প্যাকেজ

Bangladesh Plaza
37-15, 73 Street, Suite # 207
Jackson Heights, NY 11372

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

নিউইয়র্কে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো রিয়েল এস্টেট এক্সপো

৬২ পৃষ্ঠার পর

দুপুরে মূল মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে এক্সপো'র উদ্বোধন করা হয়। এসময় ইউএসবিসিসিআই-এর সভাপতি সিটিন আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিরেক্টর আহসান আলী সিপিএ। এই পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুইন্স চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট থমাস জে গ্রেন, নিউইয়র্ক সিটির বিল্ডিং বিভাগের সহকারী কমিশনার জামিল আইনজোর এবং মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার সহ অন্যান্য অতিথিরা। আলোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন ব্যাংকার মোয়াজ্জেম আলী, ব্যাংকার লুইস কার্ডিনাল, মোহাম্মদ জামান, মফিজুল ইসলাম, কেভিন রাহমান শাকিল, এটর্নী আমিনা রশীদ, শরাফ তালুকদার, সাব্বির আহমেদ, ব্যাংকার শাহীন খান, এটর্নী মাইকেল নাকমিয়াস, মুফতি আব্দুল মালেক, নাসের নাশমাল, ইমরান ভূঁইয়া, এটর্নী সরদার এম আসাদুল্লাহ, মোহাম্মদ এস মজুমদার, দেলোয়ার খান, জাহেদ হোসেন, মোহাম্মদ হক এমরান, এঞ্জেলা কিম, কাহিম হোসেন, নুরুল আজীম, এটর্নী ওসমান মালিক, ভিক্টর অ্যারাউজো, নাভিদ রহমান প্রমুখ। বিভিন্ন সেমিনারে মডারেটর ছিলেন শাহেদ ইসলাম, ইসমাইল আহমেদ, সামি কবীর, আহসান আলী সিপিএ ও তারেক সেহেলী। হোস্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও সিটিন আহমেদের নেতৃত্বে

এক্সপোর উদ্বোধনী সমাবেশে নিউইয়র্ক সিটির চীফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার বলেন,প্রথমবার বাড়ি ক্রয়ে আগ্রহীদের জন্যে আজকের এ এক্সপোর ভূমিকা অপরিসীম। এক্সপোর অন্যতম সহযোগী 'কুইন্স চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও থমাস জে গ্রিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ৩ হাজার কাউন্টির মধ্যে এই কুইন্স হচ্ছে সবচেয়ে ডাইভার্স, সবচেয়ে কর্মমুখী এবং অভিবাসী বান্ধব। আজকের এই জমজমাট এক্সপোর মধ্যদিয়েও তা দৃশ্যমান হলো। হোস্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও সিটিন আহমেদ জানালেন, কম্যুনিটিতে বাড়ি কেনা-বেচায় অনেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। ঋণ মঞ্জুরিতেও রয়েছে হ্যাচাবুড়ি। সে সব ব্যাপারে প্রবাসীদেরকে সুস্পষ্ট তথ্য জানাতে আমাদের এই আয়োজন। তিনি বলেন,আজকের সেমিনারকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে সকলেই নিজ নিজ স্বপ্নের বাড়ি ক্রয়ে আরো পরামর্শ নিতে পারবেন- এই নেটওয়ার্ক গড়ার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই এক্সপো। নিউইয়র্ক সিটির বিল্ডিং বিভাগের, সহকারী কমিশনার জেমেল ইসিডোর এসকিউ বলেছেন, নিজ ভবনের অপব্যবহার কিংবা অন্য কোন ইস্যুতে অযথা সন্ত্রস্ত থাকার প্রয়োজন নেই। আমরা সবসময় বাড়ির মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। সমাপনী অনুষ্ঠানে ইসমাইল আহমেদ,আগামী বছর একই চেতনায় একই সময়ে ইউএসবিসিসিআইয়ের প্রেরণাদায়ক এক্সপোর আয়োজনের কথা ঘোষণা করেন। অন্যান্য বক্তারা বলেন, মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে সুদের হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ও মাঝারি আয়ের প্রবাসীরা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয়ে যখন নানামুখী সংশয় আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন, সেই সময়ে এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ১% ডাউন পেমেন্টে এবং কোন ধরনের ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট ছাড়াও তুলনামূলকভাবে কম সুদে বাড়ি ক্রয়ের ঋণ মিলছে-এমন তথ্য ছাড়াও ইসলামিক রীতি অনুযায়ী বাড়ি ক্রয়ের ঋণ গ্রহণের নানা উপায় আলোচিত হওয়ায় ক্রেতারা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন। সেমিনারে বাড়ি ক্রয়ের পর সেই বাড়ির সীমানায় কেউ দুর্ঘটনায় পতিত হলে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দাবিতে চলমান মামলা-মোকদ্দমা ঠেকানো নিয়েও বিস্তারিত পরামর্শ দেয়া হয় এ এক্সপোতে। কঠোর পরিশ্রমী অভিবাসীগণের মধ্যে যারা প্রথমবারের মত বাড়ির মালিক হতে চাচ্ছেন তাদের জন্যে লাখ ডলারের গ্রান্টসহ নানা সুযোগ-সুবিধার যাবতীয় তথ্যও এ সময় উপস্থাপিত হয়। উদ্বোধনী পর্বের সঞ্চালনা করেন আয়োজক সংস্থা 'ইউএসবিসিসিআই'র পরিচালক শেখ ফরহাদ। এ আয়োজনে রিয়েল এস্টেট সেক্টরের বেশ কয়েকজনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। 'শীর্ষ ১০০ বাংলাদেশি আমেরিকান রিয়েল্টর'র স্বীকৃতি প্রোগ্রামে ১১ জনের নাম ঘোষণা। এ পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন এই এক্সপোর চেয়ারপার্সন ইসমাইল আহমেদ। অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় জামান মজুমদার (রিয়েল্টি প্রাইম), মর্তোজা কে সিদ্দিকী (ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েল্টি এলএলসি), জাহেদ হোসেন (কেলার উইলিয়ামস রিয়েল্টি ল্যান্ডমার্ক), নাজনীন মির্জা (ব্রো রিয়েল এস্টেট), সাব্বির আহমেদ (এলিট সিনার্জি রিয়েল্টি), এমরান ভূঁইয়া (এক্সিট রিয়েল্টি প্রিমিয়াম), আসাদ ইসলাম (রিয়েল্টি প্রাইম), রেজভী চৌধুরী (ফ্রিহোল্ড রিয়েল্টি), নাভিদ রহমান(সিইও ওপেনডেন রিয়েল্টি), দেলোয়ার খান (গ্রীণ রিয়েল্টর. এক্টিএন রিয়েল্টি) এবং নাসির এ খান (সেঞ্চুরি ২১ কাককোস রিয়েল্টি)। আয়োজকরা জানান, সেমিনারগুলোতে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ব্যাংক, রিয়েল এস্টেট, ইন্স্যুরেন্স, ক্রেডিট ও মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান এবং এটর্নীগণ।

বৌদ্ধ জীবনধারায় রবীন্দ্রনাথ

১২ পৃষ্ঠার পর

পুত্র রবীন্দ্রনাথ কেন বুদ্ধ মন্দিরে সম্পূর্ণ একাকী দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন? তিনি একদিন সকলের অজ্ঞাতে কৌতূহল নিরসনের উদ্যোগী হন। তারপরের ঘটনা হেমলতা দেবীর বয়ানেই বলা যাক, 'একদিন অধীর হয়ে সন্ধ্যার অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ সময়েই মন্দিরে যাই। ভেজানো দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করে দেখতে পাই, উচ্চ বেদিতে উপবিষ্ট বিরাট বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান কবিগুরু! ধ্যানগম্ভীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি। দুই চোখে তাঁর বিগলিত অশ্রুধারা (মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১২৪)। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। বিশ শতকের সূচনায় তিনি বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের একটি শাখা স্থাপন করেন। এই সময় পুত্র রবীন্দ্রনাথকেও বৌদ্ধ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন। কবির উৎসাহে ও প্রেরণায় পুত্র রবীন্দ্রনাথ মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধ চরিত্র কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন। কবির জীবনে বুদ্ধের প্রভাব এতই গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে তিনি শুধু ভারতে নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিতীর্থ দর্শন করেন। চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম-জাভা, সুমাত্রা সর্বত্রই মানুষের মুক্তিদাতা মহা করুণাময় বুদ্ধের মৈত্রীবাণীর সারবত্তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কবি জাপান ভ্রমণ করেন তিনবার। প্রথমবার ১৯১৬ সনের ২৯শে মে, দ্বিতীয়বার ১৯২৪ সনে এবং তৃতীয়বার ১৯২৯ সনে। এই সময় কবি একদিন ইয়োকোহামায় এক বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর বাড়িতে যান। দেখেন শিল্পীর আঁকার ঘরে একটি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর শিল্পী তাঁর তুলিতে রং লাগিয়ে চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। শিল্পীর এই নীরব সাধনা এবং একনিষ্ঠ ভক্তির নিমগ্নতা দেখে কবি মুগ্ধ হন, এবং মন্তব্য করেন, 'ধ্যানের দ্বারা চিত্তকরের প্রতিভা শক্তি বিকাশে চিত্রাঙ্কনের উদ্যম সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে ওঠে।' ভারতের প্রাচীনতম প্রতিবেশী দেশ চীন ভ্রমণেও কবির খুব আগ্রহ ছিল। চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে এবং ভাষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বভারতীতে চীনা ভাষা চর্চাকেন্দ্র স্থাপন করেন। চীন দেশে ভগবান বুদ্ধের ব্যাপক ধর্মীয় অনুশীলন, শ্রদ্ধা ও প্রভাববোধের কথা কবির আগেই জানা ছিল। তিনি জানতেন, সেখানে এবং তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু মূল্যবান রত্নভাণ্ডার রক্ষিত আছে। ১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ, কবি পিকিং-এর 'বক্তৃতা সমিতি'র আমন্ত্রণে চীন যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতি মোহন সেনশাস্ত্রী, ড. কালিদাস নাগ এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। এই সময় পিকিং, সাংহাই, হ্যাংচৌসহ চীনের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গুহামন্দির এবং ধর্মীয় চর্চার জন্য হ্যাংচৌ এক ঐতিহাসিক বৌদ্ধ শিল্প সমৃদ্ধ শহর। সেখানকার গুহামন্দিরগুলোর অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প ভাবনায় সমৃদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন কবিকে খুবই মুগ্ধ করে। ওই গুহা মন্দিরে একসময় ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিজ্ঞান দীর্ঘকাল ধ্যান-সাধনা করেছিলেন। সেখানকার এক সভায় কবি বলেন, 'ভিক্ষু বোধিজ্ঞান চীনের সংস্কৃতির সঙ্গে আপনার ধ্যান সাধনযোগে চীনকে যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, তার স্মৃতি চীন দেশে উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত।' ভারতের চিত্ত সরোবর থেকে উৎসারিত বৌদ্ধ ধর্মের অমৃতধারা একদিন চীনের অন্তরকে অভিষিক্ত করেছিল। সেই চিরন্তন প্রাণধারা চীনদেশে আজও প্রবহমান। বিভিন্ন সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক দল এসেছেন ভগবান বুদ্ধের দেশে শিক্ষার্থী হয়ে। তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সেই সময়কার বৌদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বিবরণ পাওয়া যায় বহু দুর্লভ পুথি-পুস্তকে। কবির চীন দেশ ভ্রমণ সারা দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা জাগায়। বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে কবি চীন ও ভারতের দু-হাজার বছরেরও অধিক কালের সম্পর্কের ইতিহাস পুনরায় স্মরণ করে দেন।

এরই মধ্যে চীনে থাকা অবস্থায় কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ এসে পড়ল। এক অনির্বচনীয় আনন্দে কবির মনপ্রাণ ভরে উঠলো। সহযাত্রীরা কবির জন্মদিনের প্রস্তুতি নিলেন। হাজার মানুষের উপস্থিতিতে 'ক্রেসেন্ট-মুন সোসাইটি'র উদ্যোগে চৈনিক রীতিতে কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে করতালি আর জয়ধ্বনির মধ্যে ২৫শে বৈশাখের সুর্যশঙ্খ বেজে উঠল। ভগবান বুদ্ধের দেশের আর এক খণ্ডিত চেন তান অর্থাৎ ভারতের 'বজ্রঘোষিত প্রভাত।' কবির চোখে তখন আবেগ আনন্দের অশ্রু, তাঁর চোখের সামনে হাজার মানুষের উল্লাসমুখর জয়ধ্বনি। আনন্দে আপ্লুত কবি বললেন, 'ভারতবর্ষে বুদ্ধ মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই। যাগযজ্ঞের অবলম্বন হতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তির প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষ যে দীন-দৈন্যাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন' (বুদ্ধদেব গ্রন্থে সংকলিত-বিচিত্র প্রবন্ধ পৃঃ৪৮)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবধর্মের পূজারী। বিশ্বমানবের মঙ্গল কামনায়, বিশ্ববাসীর শান্তি সুখ সাধনায় তিনি ব্রতী ছিলেন। যে ধর্মের সেখানে মানবকল্যাণের সুর খুঁজে পেয়েছেন, সেখানে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমৈত্রীর সন্ধান খুঁজে দেখতে পেয়েছেন, সেইখানেই তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তির নৈবেদ্য অর্পণ করেছেন। এইক্ষেত্রে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত বৌদ্ধরাজিক বিহারে বুদ্ধ পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্ত নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করছি। একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল-যাঁর চরণস্পর্শে সমস্ত বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষে তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি' (বুদ্ধদেব পৃঃ১-২)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালে যবদ্বীপে রচিত বোরোবুদুর কবিতার শেষাংশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এইভাবে,–

'পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চির স্থির-
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র–বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

লেখক: কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক, নিউইয়র্ক।

ক্রিকেট খেলা কি ভুলে গেলো বাংলাদেশ?

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বাউন্সার, ইয়র্কারে নাভিশ্বাস উঠল বাংলাদেশের ব্যাটারদের। অভিজ্ঞ সাকিব-মাহমুদউল্লাহ কুপোকাত হয়ে গেলেন নবীন এই যুক্তরাষ্ট্রের বোলিং আক্রমণের কাছে। ৩ বল আগেই যখন রিশাদ হোসেন আউট হলেন, প্রবল ভারী কোনও পাথর নিশ্চয়ই চেপে বসেছিল অধিনায়ক শান্তর বুকে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৯তম দলের বিপক্ষে সিরিজ হার। এটাও কি সম্ভব। সমর্থকরা হাতে-পায়ে চিমটি কেটে বোঝার চেষ্টা করছেন। স্বপ্ন নাকি সত্যিই তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হেরে গেছে বাংলাদেশ!

হিউস্টনের প্রেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে আজকের দিনটি বাংলাদেশের জন্য কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে। কিছুটা স্লো উইকেট। অনেকটা বাংলাদেশের উইকেটের মতোই। তারপরও কেন পারছে না লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। তবে কি ক্রিকেট খেলাটাই ভুলে যাচ্ছে নাজমুল হোসেন শান্তরা। নাকি ড্রেসিংরুমে বইছে কোনও ঝড়! যার আঘাতেই এমন পরিস্থিতির মুখে বাংলাদেশের ক্রিকেট।

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪৪ রানে আটকে দিলেও ব্যাটিংয়ে নেমে সেই চিরচেনা বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের টপ অর্ডার। টি-টোয়েন্টিতে ছন্দ হারিয়ে খুঁজতে থাকা লিটনকে প্রথম ম্যাচে খেলানো হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বাদ পড়েন দ্বিতীয় ম্যাচে। সুযোগ দেওয়া হয় তানজিদ হাসান তামিমকে। জুনিয়র তামিম ভালো শুরু করলেও সৌম্য সরকার প্রথম বলেই খোঁচা দিয়ে ফেরেন।

ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার প্লেতে ব্যর্থ হওয়া বাংলাদেশ র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা দলটির বোলারদের বিপক্ষেও পেরে ওঠেনি। প্রথম ৬ ওভার শেষে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হারিয়ে সংগ্রহ করে ৪৩ রান। সৌম্যর পর পাওয়ার প্লেতে বিদায় নেন ১৫ বলে ১৯ করা তানজিদ। তৃতীয় উইকেটে তাওহীদ হৃদয় ও অধিনায়ক শান্ত মিলে প্রতিরোধ গড়েছিলেন। দারুণ খেলতে থাকা শান্ত যেভাবে রান আউট হলেন, তাতে করে অনেক প্রশ্ন রেখে গেলেন। পুরো ইনিংসে বেশ কয়েকবারই সঙ্গীর সঙ্গে রান নিতে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি, হৃদয়ের খেলা শট উইকেটের মধ্যে থাকা অবস্থায় রান নিতে গিয়ে রান আউট হন শান্ত।

এরপর নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ। বাজে ব্যাটিং করলেও জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ দল। ১৬ ওভার শেষে ৫ উইকেটে ১১৯ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। শেষ ২৪ বলে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৬ রানের। তখনও ক্রিজে অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসান। কিন্তু পারেননি তিনি। বাকি ৫ উইকেট হারিয়েছে আর ১৯ রান তুলতেই। ফলে ৬ রানের জয়ে বাংলাদেশকে হারিয়ে ইতিহাস রচনা করে যুক্তরাষ্ট্র।

শুধু ব্যাটিংয়েই নয়, বোলিংয়ে বাংলাদেশ আছে নিজের ছায়া হয়ে। শরিফুলকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যে ফর্মে দেখা গেছে, সেটি খুঁজে পাওয়া গেলো না। অন্যদিকে আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে মাঠ মাতানো মোস্তাফিজ রীতিমতো খাবি খাচ্ছেন। রিশাদ, তানজিম হাসান সাকিবরা ভালো করায়ই যুক্তরাষ্ট্রকে অল্প রানে বেঁধে ফেলা গেছে। নয়তো আরও বড় হারের লজ্জায় পড়তে হতো বাংলাদেশকে।

আগামী ৮ জুন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন। তার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে দুটি এবং ভারতের বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ বাংলাদেশের সামনে। মূল মঞ্চে মাঠে নামার আগে খুব বেশি সময় নেই নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বর্তমান পারফরম্যান্সের যা অবস্থা, তাতে করে বিশ্বকাপের ময়দানে হয়তো আরও একবার আত্মসমর্পণ করার অপেক্ষাতে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। এই বিশ্বকাপ শেষে হয়তো সামনের কোনও এক আসরকে লক্ষ্য বানাবে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেখানে ব্যর্থ হলে তার পরের পরের বিশ্বকাপ! এভাবেই চলতে থাকুক টিম বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন!

'আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া'

২৪ পৃষ্ঠার পর

ঝড়-বাদল আর প্রচণ্ড তুষারপাত উপেক্ষা করে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ওর এয়ারপোর্ট থেকে বই, সিডি ও ক্যাসেট আনার গল্প শোনা। মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা ও বাঙালির চেতনা মঞ্চের হারুন আলী, আব্দুর রহিম বাদশাহ, সাখাওয়াত আলী, দিলদার হোসেন দিলু, শামীম হোসেন ও শিল্পী সজল পালের মিলিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে দুটি বই মেলা ও জাতিসংঘের সামনে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

জাতিসংঘ বা ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে কোন অনুষ্ঠান করার চিন্তা-ভাবনা আজকের দিনে যতটা সহজ, তেত্রিশ বছর আগে এমনটা ভাবা বা করা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। এই জাতিসংঘ যখন বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি দেয় তখন কী এই শহীদ মিনারের অবদানকে অস্বীকার করা যায়? আজ হোক, কাল হোক আগামী দিনের গবেষণায় এর মূল্যায়ন হবেই।

নব্বই দশকের শুরুতে নিউইয়র্কে বিপুল সংখ্যক বাঙালির আগমন ঘটে। জীবন সংগ্রামের কঠিন দিনগুলোতে এই মানুষগুলোর শুভ হৃদয়ে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বপ্ন নিগুঢ়ন তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে সাথী করে বই নিয়ে এগিয়ে আসে দৃপ্ত পদভারে মুক্তধারা। যখন এই তরুণেরা বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে দুর্বারভ করতে, নন্দিত ঘটাতে ও সুর তাল ও লয়ের একতান সৃষ্টিতে মগ্ন তখন দেখা গেল প্রবাসে বাংলাদেশিদের মিলনমেলার তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)র বিশাল আনন্দযজ্ঞকে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের মতোই বাঙালিদের দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। স্থানীয় দুটি পত্রিকাও এর সঙ্গে যুক্ত হলো, ব্যানার হেডিং করলো একটিতে চল কানাডা চলো আর অপরটিতে নিউজার্সি যাবার আমন্ত্রণ জানালো। প্রজ্ঞা-বিজ্ঞজনেরাই তখন এই ফোবানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগুন রোষে তাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মত ছিল না। পত্রিকাগুলোর কোন ভূমিকা তখন চোখে পড়েনি। অথচ এক ঝাঁক তরুণ বই মেলা ও একুশে উদযাপনের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে গড়ে ওঠা নতুন কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও তাদের চিন্তা-চেতনা, মন ও মননে আলো ছড়াতে ক্লান্তিহীনভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছিল। এটিই তরুণদের প্রাপ্তি, অর্জন ও সাফল্য। ইতিহাস তাদের মূল্যায়ন করবে।

বাংলাদেশ ও কলকাতার বই মেলায় দু'দেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশকদের উপস্থিত থাকার ধারাবাহিক নিয়ম না থাকলেও নিউইয়র্ক বই মেলা সেই কাজটি করেছে দৃঢ় প্রত্যয়ে। শুধু তাই-ই নয়, মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি সূত্রেও একজন লেখকই তেত্রিশ বছর ধরে বই মেলা উদ্বোধন করে তাকে এক অনন্য রূপ দান করেছেন নিরলসভাবে। বইমেলা বলতে যে চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে আসে তা হলো কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, পাঠক ও প্রকাশকদের এক মেলবন্ধন। প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব চিন্তার জগতে নিমজ্জিত থাকা সূত্রেও এক অন্যের অন্তর-মনকে বোঝা, জানা, বোঝা ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। নিউইয়র্কের বই মেলা সেই কাজটিও করেছে নীরবে-নিভৃতে ও অতি সুনিপুণভাবে। এটিও নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার একটি বড় প্রাপ্তি, অর্জন ও সাফল্য।

যখনই বই মেলা ঘনিয়ে এসেছে, আর্থিক সংগতির প্রশ্নটিও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। চারদিনব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তিন যুগেও বই মেলার পিছু ছাড়েনি, এ এক কঠিন বাস্তবতা। সেই সঙ্গে বড় চ্যালেঞ্জও বটে। অন্যদিকে বই মেলার খ্যাতি, সম্মান-মর্যাদা, চিন্তা-চেতনা, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ যে উচ্চতায় স্থান করে নিয়েছে সেখানে পৌঁছানো অন্য কোন দল বা সংগঠনের পক্ষে সহজ নয় বললে বোধ হয় বেশি বলা হবে না। অর্থ সংস্থানের বই মেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্বজুড়ে কর্পোরেট দুনিয়ার হৃদয় কাঁপানো কালমনি উপস্থিতি দেখে মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছে হয়, বই মেলার ভিত্তবান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকা কেমন হতে পারে? তবে না, বইমেলা সে পথে হাঁটছে না। সেই সঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। এই নিউইয়র্কে একটি সংগঠন আছে নাম 'বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক'। বাংলাদেশে তাদের অঙ্গ সংগঠনের নামঃ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন। যাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত এই সংগঠন তাঁর নাম ড. নজরুল ইসলাম, তিনি বই মেলারও একজন ভাইস চেয়ারপারসন। গত পঁচিশ বছরে এই সংগঠন কোন দেশ-বিদেশের অর্থবিল গ্রহণ করেনি। কারণ একটিই, অর্থদাতার শর্ত মেনে কাজ করতে হয়। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান তাই বছরে তারা একবার নিজেদের মধ্যেই অর্থ সংগ্রহ করেন। আমি তাই মনেপ্রাণে একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করি।

সাধারণ মানুষের সঙ্গেই আমার দৈনন্দিন হাঁটাচলা, সকলেই আজ বই মেলার সঙ্গে যুক্ত হতে চান। ইতোমধ্যেই আমি বেশ কয়েকজনকে বই মেলায় যুক্ত করেছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমবারের মত ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে নানা বিষয় নিয়ে এখন কাজ করছে। এ আমার আনন্দ। বই মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা আজ গৌরবের, অহংকারের এবং অনুরাগ ভালবাসার তো বটেই। সকলকে নীরবে কাছে টানার এক অসাধারণ ক্ষমতা বই মেলার। এটিও তার প্রাপ্তি, অর্জন ও সাফল্য। বই মেলার বিরতিহীন পথচলার বয়স তেত্রিশ বছর। কিছু সংগঠন নিজেদের বই মেলার বয়সের কাছাকাছি বলে দাবি করতে পারেন, নিরলসভাবে। কিন্তু বই মেলার মত নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পথে হাঁটার অভিজ্ঞতা অন্য কারো আছে বলে আমার জানা নেই। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও আদর্শের লড়াই বার বার এই সংগঠনগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এদের অধিকাংশই নতুন করে দল গঠন করেছে, কেউ কেউ অবশ্য পুরানো ইতিহাসকে ছেড়ে, মুছে ফেলে, নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই বিকৃত করে পথ চলছে অথবা 'আমরা স্বজনার' মধ্যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও ভূমিকাকে সীমিত রেখে কাজ করছে। সেখানে যদি তাকাই বই মেলার দিকে? সম্পূর্ণ উল্টো পথের সারথি। আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় মুক্তধারার বই মেলা বহুধা বিভক্ত বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে গ্রথিত করেছে এক সূত্রে। এ এক অবিশ্বাস্য ও বিরল ঘটনা। বই মেলায় কখনও আগুনের সুর শোনা যায়নি। বরং প্রতিনিয়ত বই মেলা মহামিলন মেলায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। করেছে সকলকে অংশীদার। বই মেলায় 'আমি' বা 'আমার' এমন বিশেষণ ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। তাই বই মেলা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ও অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের সকল বাঙালির প্রাণের মেলা, মিলন মেলা, ভালোবাসার মেলা। এও বই মেলার প্রাপ্তি, অর্জন ও সাফল্য।

মুক্তধারার বই মেলার অনন্য চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা একুশের চেতনায় উজ্জীবিত। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বই মেলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একুশের চেতনায় যেমন বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশ, তেমনি এই দূর পরবাসে এর সাথে যুক্ত হয়েছে অভিবাসী বাঙালির বাঙালিত্বের পরিচয় ও চেতনাকে তুলে ধরা ও প্রকাশের মহামিলনের আবেগ-উচ্ছ্বাস। যা করতে সক্ষম হয়েছে নিউইয়র্কের বই মেলা। ২৫ বছরের এক তরুণ এদেশে এসেই এতবড় মাপের এক কর্মযজ্ঞের চিন্তা করেছে বা তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে তা গণিতই কল্পনাতীত।

নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে যাদের বসবাস তারা নানা আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান করেছেন একথা সত্য, তবে তা ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে খুঁজে বের করতে হয়, এও নির্মম সত্য। কিন্তু বইমেলা– চলমান, বহমান ও আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যকে সুনিপুণভাবে ও বাঙালির স্বপ্নের জগতকে আলোকিত ও তাদের স্বপ্নের বিশ্ব জয়ের প্রত্যাশাকে স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলতে সাহায্য করেছে নিউইয়র্ক বইমেলা। এটিও বই মেলার প্রাপ্তি, অর্জন ও সাফল্য।

লেখক আনিসুল হকের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে দুটি কথার অবতারণা করতে চাই। তিনি লিখেছেন, 'এখনতো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে। এরা আর অনুষ্ঠান ৫ মিনিট বিলম্বও শুরু করতে রাজি নন। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে হবে।' মুক্তধারার বই মেলার এটাও একটা বড় সাফল্য। তারা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের হাতে পতাকা তুলে দিতে পেরেছেন'।

এমন একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের বছর কয়েকের মধ্যেই তরুণ নেতৃত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ বোধগম্য নয়। বই মেলাসহ আরো অনেক সংগঠনের বিগত ত্রিশ চল্লিশ বছরের চলমান ধারার এই মুহূর্তে এসে জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় এই ছেলেমেয়েরা? বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্পী, সংগঠক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে স্বজনার নাম আমরা জানি? শিল্পী হিসেবে একজন বা বড় জোর দু'জনার নাম জানা থাকলেও সংগঠক ও নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন ক'জনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে? সে সুযোগও তাদের দেওয়া হয়নি, পাছে হারাতে হয় নিজেদের নেতৃত্ব। ছবি আঁকে, গান গায়, নাচে ও কবিতা পড়ে এমনসব ছেলেমেয়ের বাবা-মায়ের আবেগ, উচ্ছ্বাস, গর্বিত হওয়া ও স্বপ্ন দেখা সকলে প্রত্যক্ষ করেছে বহুভাবেই। কিন্তু নিজেদের মত প্রকাশের নির্ধারিত বয়স সীমায় পৌঁছেই তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে কোথায় কে জানে? মেধাবী, কৃতী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের কাউকেই আমাদের কমিউনিটির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তথা সৃজনশীল কাজের অঙ্গিনায় ভিড় করতে সচরাচর দেখাই যায় না। সৃজনশীল কোন বিষয় নিয়ে তাদের পড়াশোনা করতেও খুব একটা দেখা যায়না। কর্পোরেট চাকরির বা অর্থের হাতছানিতে অধিকাংশকেই সাজা দিতে দেখা যায়। ফলে চিন্তার শৈল্পিক জগতে কালো ছায়া নেমে আসে। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পরিসরকে সংকুচিত ও নান্দনিক সৌন্দর্যে অবগাহনের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। মানবিক গুণ সম্পন্ন একজন মানুষ হতে বাধার সৃষ্টি করে যা নিশ্চয়ই আমাদের কারও কাম্য নয়। প্রগতিশীল, আধুনিক ও শিল্প সংস্কৃতিমনা মানুষেরা আছে বলেই বই মেলা তরুণদের হাতেই 'Young People's Festival' করার দায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিল। নিউইয়র্কে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন বহু বছর ধরে কাজ করছে। তারা নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, চিত্রাংকন ও কেউ কেউ কিছু বাদ্যযন্ত্রেরও চর্চা বা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্ব ও সংগঠক হিসেবে আগামী দিনের জন্য তৈরি করার কোন প্রয়াস তাদের মাঝে তেমন লক্ষনীয় নয়। তাদের মাঝে জীবনবোধের জায়গা তৈরি করে দেওয়ার মানুষেরও বড়ই অভাব। বিত্ত ও বৈভবের এই যুগে শুধুই ছুটে চলা। আমি ও আমিত্বের জয়গানে মুখর চারিধার। বিশ্ব মানবতা, সততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও জীবনের জয়গান সেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। 'Young People's Festival'-এ তারুণ্যের হাতে তুলে দেওয়া দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমনটা জানা না থাকলেও দুটি উদাহরণ দিতে পারি: ২০২২ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে এই তরুণদের একটি প্রযোজনা এতটাই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে উপচে পড়া হল রুমের প্রত্যেকের চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। সেদিন আমি ছাড়া মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের হাই কমিটির শুধুমাত্র দুজন নভেদ চৌধুরী ও সাবিনা হাই উর্মি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা থেকে আগত চিত্রশিল্পী মনসুর আলী বলেছিলেন, 'বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এমন অনুষ্ঠান, এই মানের আয়োজন তিনি আগে দেখেননি।' নেতৃত্ব ও সংগঠক গড়ে তোলার কাজটিও বই মেলায় চলেছে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিরন্তর। দায়িত্ব ধরে রাখা বা আঁকড়ে থাকার কোন বাঁশি সেখানে এক বিন্দুও বাজেনি। বরং বই মেলার আগামী দিনের কাণ্ডারি তৈরিতে এই তারুণ্য ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী। পরবর্তী প্রজন্মের অংশগ্রহণে শুধু নয়, সক্রিয় অংশীদারিত্ব ছাড়া বইমেলা তেত্রিশ থেকে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ থেকে শতবর্ষী কখনোই হবে না তাই বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ থাকবে কর্তৃপক্ষের কাছে।

নিউইয়র্ক বই মেলা উপলক্ষে বই প্রকাশের জন্য শুধু উত্তর আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের বাংলা অধ্যুষিত সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা আজ মুখিয়ে থাকেন। এ এক বড় পাওয়া। নিউইয়র্ক থেকে শুরু হলেও সমগ্র উত্তর আমেরিকার আনাচে-কানাচে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা বই, বাংলা গান, নাটক, চলচ্চিত্র বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে নিউইয়র্কের মুক্তধারার বিশ্বজিত সাহার কষ্টসাধ্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তেত্রিশ বছর ধরে জাতিসংঘের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণ ও বই মেলাকে বিশ্বমেলায় রূপান্তরিত করে যে উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে-এখন শুধু সততা ও সততা অবলম্বন করে অবিরাম অগ্রসর হওয়া- এই প্রত্যাশা।

সবশেষে বলতে চাই আমাকে যে বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছে তা হলো 'আমার দেখা নিউইয়র্ক বাংলা বই মেলার ৩৩ বছর: একটি মূল্যায়ন' আসলে হবে ৩৩ বছরের স্থলে ৩১ বছর। কারণ দুটি বই মেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আর বলা হয়েছে বই মেলার একটি মূল্যায়ন। মূল্যায়ন শব্দটির ব্যাপ্তি এত বিশাল যে তাকে খণ্ডিতভাবে দেখার সুযোগ নেই। প্রতিটি বই মেলার চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই খুঁজে পেতে হবে মূল্যায়নের সম্পূর্ণতাকে। বই মেলার একজন অতি সাধারণ অংশীদার হিসেবে আমার দেখা প্রতিটি বই মেলার খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ করেই আমার সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ হিসেবে অত্যন্ত নির্মোহ ভাবেই আমার এই মূল্যায়ন। ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন ভাবনা ও ভিন্ন উপলব্ধির প্রতিও আমার শ্রদ্ধা। শেষ করতে চাই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে--

'নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে, সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।'

লেখক: সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্কের বুকে একখণ্ড বাংলাদেশ

২৪ পৃষ্ঠার পর

জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য বইমেলায় অংশ নিতে নিউইয়র্কে আসছেন এমন অনেক প্রিয় মানুষ যাদের সঙ্গ এবং সান্নিধ্য আমাকে আনন্দিত করে। এই যেমন ফরিদুর রেজা সাগর। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। আফজাল হোসেন। লিলি ইসলাম। মুহম্মদ নূরুল হুদা। সৈয়দ আল ফারুক। মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ। সেজান মাহমুদ। বিরূপাক্ষ পাল। মোহাম্মদ সাকিবউদ্দিন। এবং আরো অনেকে। আসছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত প্রকাশকরাও। আমার কজন বন্ধু প্রকাশকের সঙ্গেও দেখা হবে। এই যেমন অন্যন্যার মনিরুল হক। সময়ের ফরিদ আহমেদ। কথাপ্রকাশের জসিম উদ্দিন। বাতিঘরের দীপঙ্কর দাশ। নিউইয়র্কে মুক্তধারা নামের বাংলা বইয়ের একটা প্রতিষ্ঠান এবং একটা বইমেলার স্বপ্নদ্রষ্টা বিশ্বজিৎ সাহা। এবারের বইমেলাটি মুক্তধারার ৩৩ তম আয়োজন। ভাবা যায়! নিউইয়র্কের মতো অভিজাত একটা শহরে অনেক ঘাম ঝরিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তিনি তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটি। বহু প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে করতে, বহু বাধার প্রাচীরকে ভাঙতে ভাঙতে, কতিপয় স্বপ্নবান সহযোদ্ধার সমর্থনকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে মুক্তধারাকে তিনি নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। বিশ্বজিতের একার স্বপ্নটি এখন সম্মিলিতের স্বপ্ন। বিশ্বজিতের একার প্রতিষ্ঠানটি এখন সকলের। সবাইকে মঞ্চে তুলে দিয়ে দর্শকসারিতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকার বিরল যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ এই বিশ্বজিৎ সাহা। বিশ্বজিৎ সাহার কাছেই জেনেছি--এ বছর নিউইয়র্ক বইমেলায় সবচে বেশি সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এসে জড়ো হচ্ছেন। তালিকায় আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালি লেখক-কবি-শিল্পীরা তো আছেনই, তাঁদের সঙ্গে থাকবেন বাংলাদেশ-ভারত-ইংল্যান্ড এবং কানাডায় বসবাসরত লেখক-কবি-শিল্পীরাও। সব মিলিয়ে জমজমাট একটা পরিস্থিতি। বাংলা বইকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বাঙালির এই মিলন মেলায় চারটি দিবস এবং চারটি রজনী নিউইয়র্ক মেতে থাকবে বিপুল উচ্ছ্বাসের বিপুল সৌন্দর্যের বিপুল কলরোলে। আমার লেখক বন্ধু আহমাদ মাযহার ফেসবুক নামের যোগাযোগ মাধ্যমে নিউইয়র্কের এই বইমেলাটিকে'একটি বারোয়ারী বইমেলা' আখ্যা দিয়েছেন দেখলাম। বাংলাদেশের একুশের বইমেলাটিও আসলে বারোয়ারী বইমেলাই দিনশেষে। কারণ সেখানেও প্রতিদিন বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্য কিংবা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন থাকে। যাই হোক। নিউইয়র্কের মতো ব্যস্ত একটি শহরে যদি বাংলা বইকে কেন্দ্র করে একটিবারোয়ারী বইমেলাও সাফল্য পায়, সেই আয়োজনকে আমি উচ্চকণ্ঠে স্বাগত জানাই। সাধুবাদ দিই। আমার মতে নিউইয়র্কের বুকে একখণ্ড বাংলাদেশের উত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করি নিউইয়র্কের বাংলা বইয়ের অনন্য এই মিলনমেলায়।

জয় হোক বইমেলার।

জয় হোক বাংলা ও বাঙালির।

লেখক: ছড়াকার, অটোয়া, কানাডা।

বাংলাদেশে বইয়ের সংস্কৃতি

২৪ পৃষ্ঠার পর

পরিবেশক হিসেবে মুদ্রণ করে সেই প্রদর্শনী কেন্দ্রে বই রেখে বিপণন করা যেত। এর বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বই পৌঁছাত ডাক বিভাগের মাধ্যমে, ভিপিপি যোগে। মফস্বলের বইয়ের দোকানগুলো এখনকার মতো কেবল নোট-গাইডে বা কেবল দু-একজন জনপ্রিয় লেখকের বইয়ে ঠাসা থাকত না, বরং বইয়ের দোকানগুলো ছিল স্থানীয় সারস্বত সমাজের মানুষের আনাগোনায় ঋদ্ধ! এখনও কোনো কোনো বইয়ের দোকানে এই বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে বইয়ের দোকান-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থোপার্জন-অতিরিক্ত সুবেদী ব্যক্তিত্বের জন্য। পাঠকদের রুচি ও আগ্রহের ভেদ থাকা স্বাভাবিক। তখন পুস্তক-প্রকাশকেরা এই সক্রিয় ও সচেতন পাঠকদের উদ্দেশেই তাদের বই নিবেদন করতেন। অল্পস্বল্প বই যেত লাইব্রেরিতেও। স্বল্পসংখ্যক হলেও পাঠক হিসেবে তাঁরা ছিলেন অগ্রসর। বাংলা বইয়ের সংস্কৃতির এটা ছিল এক দিক। গত শতাব্দীতে মুদ্রণ ব্যবসায়কে বোধ হয় অভিজাত ব্যবসা মনে করা হতো। আধাসামন্ত পুঁজির প্রতিনিধিদের মুৎসুদ্দি পুঁজিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ-ব্যবসা কিছুটা ভূমিকাও রাখতে শুরু করেছিল বলে মনে হয়। তাই তখন বই-ছাপা হয়ে উঠেছিল এর উপজাত একটি ব্যবসা। মুদ্রণালয়ে বই-ছাপার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকতেন তাঁরা ছিলেন সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের দিক থেকে অগ্রসর মানুষ। যিনি হাতে টাইপ সেটিং করতেন তাঁরও থাকতে হতো অগ্রসর ভাষাজ্ঞান, তাদের অর্জন করতে হতো হাতের লেখা অনুধাবনের দক্ষতা। বই-প্রকাশনার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকল এ ধরনের অগ্রসর সাংস্কৃতিকতার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। প্রকাশের জন্য একটি পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখে প্রেসকপি তৈরি করে তারপর দিতে হতো। পাণ্ডুলিপিকে সিসার টাইপে যাঁর বর্ণবিন্যাস করবার কথা তাঁর জন্য টাইপের আকার ও প্রকারের নির্দেশনা লিখে তারপর দিতে হতো প্রেসে। বইটা কী আকারের ও প্রকারের কাগজে ছাপা হবে তার নির্দেশনা প্রেসকপিতে লিখে দিতে হতো আগেই। প্রেসে দেয়ার আগেই এত কিছু করে নিতে হলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রেসগুলোতে কর্তৃপক্ষ এসব কাজ ভালো বোঝেন এমন কর্মী যেমন রাখার চেষ্টা করতেন লেখকেরাও তেমনি পুরো ব্যাপার নিজেরা ভালো করে না বুঝে নিয়ে বই প্রকাশের জন্য যেতেন না। ফলে দেখতে সাধারণ হলেও নির্ভুলতার দিক থেকে যেমন সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তেমনই বই-প্রকাশনার গড় একটা সাংস্কৃতিক রুচি ছিল। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের বই-সংস্কৃতিতে অনেক কারিগরি সুবিধা যোগ হয়েছে। এই অগ্রগতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশনা মানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতিও পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এর মধ্যেও প্রায়শই এমন বই আমাদের কাছে আসে যা বাহ্যত সুদৃশ্য হলেও তা এই বইয়ের অন্তর্বস্তুর অনুকূল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরকমটি হতে পারে এর সাধারণ সাংস্কৃতিকতার দীনতার সূত্রে। বাংলাদেশের যে দু-একটা গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তাতে চোখ বোলালে লক্ষ করা যায় বই ছাপা ১৯৪৭ পূর্ব ও উত্তর উভয় কালেই কেবল ঢাকায়ই সীমিত থাকেনি, অন্যান্য মফস্বল শহর থেকেও বই প্রকাশিত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। এখনকার তুলনায় অনেক শ্লথ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও তখন সারা দেশেই বই ছড়িয়ে পড়ত ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে। সাপ্তাহিক, মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকাতে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো গুরুত্বের সঙ্গে। এর মাধ্যমে সারা দেশের সারস্বত সমাজ সেসব খবর পেয়ে যেত। ফলে ঢাকা নগরীর বাইরে অজ পাড়াগাঁয়ে বসবাসকারীও পারতেন বিশ্বদৃষ্টি সম্পন্ন মুক্ত পাঠক সমাজের অংশ হতে। সামান্য বিদ্যায়তনিক বা আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার বাইরের জ্ঞানপ্রার্থীরাও ছিলেন সেই পাঠক সমাজেরই অংশ। সংখ্যায় কম হলেও তাঁরা প্রধানত ছিল উদার জ্ঞানপ্রার্থী বা আনন্দপিপাসু পাঠক সমাজ। কারণ আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ কম থাকলেও এখনকার তুলনায় মনে করা হতো লেখাপড়া জানা মানুষ বিত্তশালীদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও সম্মানীয়। সেই সূত্রেই হয়তো বিত্তশালীরা লেখাপড়া জানা মানুষের স্বতন্ত্র আভিজাত্যকে কিছুটা মান্য করতেন। বিত্তে ও বিদ্যায় যাঁরা উচ্চতর তাঁদের প্রতি মান্যতা ছিল আরো বেশি। এমনকি সাধারণ লেখাপড়া-জানা মানুষের চেয়ে লেখকেরা ছিলেন বেশি সম্মানীয়। কিন্তু এখন বিত্তশালীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা কাঠামোতে এতটাই প্রতাপশালী যে বিদ্বানেরা এখন আর তাঁদের কাছে আন্তরিক সম্মান পান না। এর প্রভাব এসে পড়েছে বাংলা বইয়ের সংস্কৃতিতেও। আগেও বিদ্বানেরা বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন সম্মানীয় বলে; আর এখন তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা পান প্রায় কেনা গোলাম হলে। স্বাধীনতা লাভের পরে বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় বিত্তের প্রসার ঘটলেও সামগ্রিকভাবে উৎকর্ষমুখী রুচিশীলতার চর্চা হয়নি। বইপুস্তকের জগত রুচিগত চর্চার দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে থাকার কথা থাকলেও রুচি ও পরিশীলনের চেয়ে সামরিক মূল্যে কপপ্রয়োগ, দুর্নীতি ও নানা ধরনের প্রভাবশালিতা আধিক্যের পাওয়ায় বইপুস্তকের জগতের ক্ষেত্রেও অন্যান্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিকতার মতোই সূক্ষ্ম রুচিমানতার বিপুল অবক্ষয় ঘটেছে।

বিত্তশালীরা আগের মতোই লেখক-সাহিত্যিকদের এখনো নানাভাবে পুরস্কৃত করেন, কিন্তু এ পুরস্কারে সম্মানের চেয়ে করুণার ভাগ বেশি থাকে। অনেকেই উন্নত দেশের মতোই লেখকদের পারিশ্রমিক দিয়ে সম্পাদনায় বা অনুলেখনে নিয়োজিত করে নিজেদের প্রতিভাকে বিকশিত করতে চান, কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য প্রকৃত বিকাশের চেয়ে সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি; ফলে যাঁর পরিশ্রমে কাজ সম্পাদিত হয় তাঁকে দেয়া হয় ঊন মর্যাদা। এতে লেখক-সম্পাদকেরাও নিজেদের আন্তরিকতার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন না। আর এই প্রক্রিয়াতে বেশিরভাগ পুস্তকই প্রকাশিত হয় বলে প্রকৃত পাঠকের কাছে বাহ্যত প্রকৃত ও যশোপ্রার্থীর পার্থক্য ধরা পড়ে না। সব ধরনের লেখকের বইকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয় বলে পাঠকেরা ক্রেতা হন তুলনায় কম। পুস্তক প্রকাশকদেরও একটি পাণ্ডুলিপিকে বই পর্যায়ে নিয়ে যেতে যে পরিশীলন করতে হয় তা করেন না বলে প্রকৃত পাঠক সে বইয়ের ক্রেতা হতে চান না। অনেক খ্যাতিমান লেখকের নাম দেখে বই কিনেও পাঠকেরা হন প্রতারিত। তা ছাড়া পুস্তক-প্রকাশকেরা পুস্তক নির্মাণ-সংস্কৃতি চর্চার দ্বারা পরিচালিত তাঁদের ব্যবসাকে যেহেতু আধিপত্য দেন না সেহেতু তাঁরা সেনসেশন প্রকারে অর্থ-সংগ্রহকেই গণ্য করেন ব্যবসা বলে। ফলে তাদের পাঠক-ক্রেতা দরকার পড়ে না; নানা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে থেকে তাঁরা সরকারি অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যবসার লক্ষ্য যেহেতু মুনাফা অর্জন এবং অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমেই আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব অর্জন করতে সমর্থ হন সেহেতু মুনাফা প্রাপ্তির সন্তুষ্টি ঘটে নিজেদের মধ্যে। এই ধরনের পরিস্থিতির বাইরে থেকে যাঁরা কার্য নির্বাহ করে থাকেন তাঁর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সমানুভূতির নয়, করুণার! ফলে বই-সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রয়াসে সামগ্রিক আধিক্য থাকে না। যেটুকু উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তা নিছক ব্যতিক্রম হিসেবেই বিরাজ করে! বাংলা বই আশির দশক থেকে মুদ্রণের অগ্রসর কারিগরি যুগে প্রবেশ করেছে। কিন্তু দীর্ঘ কালের বই-সংস্কৃতি বিবেচনায় নিলে অনুভব করা যাবে যে এর সঙ্গত উত্তরণ ঘটেনি। বিগত ত্রিশ চল্লিশ বছরে আমাদের দেশে জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য এসেছে। সুতরাং সম্প্রসারণ ঘটেছে অভিজ্ঞতার। এর প্রভাবে বেড়েছে বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্যও। কিন্তু একটি অভিজ্ঞতার আলোকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা ও পাণ্ডুলিপিকে বইয়ে রূপান্তর করার জন্য বই-সংস্কৃতি অনুধাবনের ন্যূনতম যেটুকু সামর্থ্য কাঙ্ক্ষিত তার অনুশীলন কমে গেছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ বিত্তের উন্নতি যেখানে নানা রকম দুর্নীতির মাধ্যমে করা যায় সেরকমটা বইপুস্তকের ক্ষেত্রে পারা সম্ভব নয়। রুচিশীলের কাছে তা আগেই ধরা পড়ে। ফলে রুচিশীলের আনকরীর সমর্থন আদায় করতে হয় বিত্তের ও ক্ষমতার প্রভাব দিয়ে, প্রকৃত রুচিশীলের সাড়া তা থেকে পাওয়া যায় না! লেখকদের তো লিখবার কথা সেই সুবেদী পাঠকের জন্য যে পাঠক লেখকের পাঠাবস্তুর কাছ থেকে কিছু পেতে চান। কিন্তু আজকাল পাঠকের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা না করে কেবল অর্থের বিনিময়ে কাগজে ছাপা ও বাঁধাই করা কিছু একটা গছিয়ে দিয়ে অর্থ আহরণ করা পুস্তক-প্রকাশনা ব্যবসার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে তা বই-সংস্কৃতির অনুকূল নয়! অথচ বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশমান পরিস্থিতিতে বিচিত্র বইপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা সমাজে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও এর সাধারণ রুচিগত উন্নতি হচ্ছে না। বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও তা অন্য আর দশটি পণ্যের সঙ্গে পার্থক্য করতে পারছে না। এভাবে চলতে পারে না বইপুস্তকের জগত। এমন কি একটি বইয়ের মাধ্যমে লেখক ও প্রকাশক যদি কেবল পাঠককে ওপরিতলের বিনোদনও দিতে চান তাহলেও পুস্তক প্রকাশককে ন্যূনতম বই-সংস্কৃতির পরিচয় দিতে হবে; সে রকম পরিচয় দিতে পারার আন্তরিক প্রয়াসের একটা ন্যূনতার মধ্যে এখনই খুব বেশি আশাবাদী হওয়া যায় না! কারণ আমাদের পুস্তক-প্রকাশকেরা যখন বই বের করেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠকদের খোঁজ করেন না। একটা বইকে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করার সময়ই যে ভাবতে হয় পাঠকের কাছে পৌঁছবার উপায় নিয়ে সে সচেতনতাই বা কটি প্রকাশনা সংস্থার আছে? প্রত্যেক প্রকাশনা সংস্থার যে একটা আত্মচারিত্র্য থাকা জরুরি সে কথা কটি পুস্তক-প্রকাশকের মনে থাকে? প্রতি বছর অমর একুশে বইমেলাকে সামনে রেখে যে এত এত বই বের হয় তার কটি বইয়ের খোঁজ বইমেলার পর পাওয়া যায়? বইমেলাকে প্রবঞ্চনাময় আনুষ্ঠানিকতার অতিরিক্ত বই-সংস্কৃতিকে উন্নত চর্চার মাধ্যম হিসেবে কতটা ব্যবহার করার প্রয়াস সংশ্লিষ্ট সকলের আছে তা নিয়ে গভীর ভাবে ভাববার সময় এসে গেছে! আমাদের ভাবতে হবে এত এত পুস্তক প্রকাশক আছেন আমাদের, অথচ পুস্তক বিপণন-ব্যবস্থা এতদিনেও গড়ে ওঠেনি কেন? পুস্তক প্রকাশনা আর পুস্তক বিপণন আলাদা ব্যাপার; কিন্তু বিপণন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হলে কোন দিকে লক্ষ রাখতে হবে, তার অভাব দূর করতে হলে রাষ্ট্রসমাজের কোন সংস্কার করতে হবে তা নিয়ে আমরা এখনও কেন ভেবে উঠতে পারি না! আমাদের সমাজে তা সম্ভব হয় না বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে উন্নত বই-সংস্কৃতির মর্মগত অনুশীলন নেই বলে। উন্নত বই-সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখনই হয়তো আমাদের অনুসরণীয় হয়ে-ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু এর অন্তরঙ্গ খোঁজ রেখে এর মর্মকে বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে প্রয়াসী হতে হবে। যারা সেই মর্মকে অনুধাবন ও অনুশীলনে এগিয়ে থাকবেন তাঁদের প্রাথমিকভাবে কখনো কখনো সফল মনে না হলেও দেখা যাবে প্রয়োজনের সময় তাঁরাই থাকবেন এগিয়ে। কারণ বাংলাদেশে যে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটছে তাকে এগিয়ে নিতে স্বাভাবিকভাবেই যে বাস্তববোধসম্পন্ন, উন্নত, সচেতন ও সক্রিয় পাঠক সমাজের বিস্তার ঘটতে থাকবে তার চাহিদা মেটানোর জন্যও উন্নত বই-সংস্কৃতির পরিশীলনের মধ্যে বিবর্তিত হওয়া বইয়ের বিকল্প নেই!

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

LAW OFFICES OF RUMA JUNNATUL, PLLC

ইমিগ্রেশন, সিভিল এবং ফ্যামিলি ল' সহ যে কোন আইনি সহায়তা নিন।

আমারদের পরামর্শ সমূহ:

ইমিগ্রেশন
* গ্রীনকার্ড * সিটিজেনশিপ * এসাইলাম
* আপিল * USCIS আবেদন
* VAWA পিটিশন * I-130
* Cancellation of Removal
* EB2, EB3, NIW

ডিভোর্স
* কনটেস্ট * নন কনটেস্ট

ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
* ইভেকসান

এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি

সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস

এটর্নী জন্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এট ল (নিউইয়র্ক)

We assist immigration clients in all 50 states.

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটি আইনি সহায়তা প্রদান

For Appointment — Open 5 days weeks

(718) 427-1233, (516) 549-6707
rumalawny@gmail.com

আমরা এখন নতুন ঠিকানায়

জ্যাকসন হাইটস্ অফিস:
37 51 75th Street, Suite: 1A, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

* সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
* কম সময় এবং নূন্যতম ফি
* ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
* কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
* নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Fame Tech

Become a Backend Developer

Backend Development :
- Java
- Spring Boot
- Mongo BD
- REST API
- Software testing (Unit, Component, Integration)

Frontend Development :
- React JS
- Material US
- Fetch

Have you been thinking about starting your career as a software developer?

Have you been working as a QA or automation engineer, and want to move to software development?

Did you know backend and frontend developer's salary starts from 120k+, and sky's the limit?

37-07 74th street, Suite-3
Jackson Heights, NY-11372

+1(914) 468-3475

EXIT

EXIT REALTY PRIME

MOHAMMAD PARAMANIK (MASUD)

Licensed Real Estate Agent

শুভ নববর্ষ

646-797-1565
718-262-0205 (Office)
718-262-0254 (Fax)
realtormasud24@gmail.com
www.EXITPrimeNY.com
189-10 Hillside Ave,
Suite E, Hollis, NY 11423

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- *30 Hour OSHA Training*
- *40 Hour OSHA/SST*
- *62 Hour Supervisor SST*
- *4,16 & 32 Hour Scaffold*
- *8-Hour EPA Lead Renovator*
- *NYS Security Guard License*
- *Fire Guard/FSD Training*
- *Work-zone Flagger*
- *Forklift/Scissor Lift Operator*
- *Defensive Driving Course*

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES

☎ (631) 805 1051

37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

নিউইয়র্কে আসছে আরও নতুন একটি সাপ্তাহিক

৬২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে এখন শুধু খবর নামে কোনো পত্রিকা প্রকাশ হয় না। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী সেই 'খবর' নামেই নিউইয়র্ক থেকে ছাপার কাগজে খবর প্রকাশ করার আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সাপ্তাহিক খবর কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করবে না। কমিউনিটির স্বার্থে যা করা প্রয়োজন তাই প্রকাশ করবে। আমাদের নীতি হবে প্রবাসনীতি। প্রবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ করবে খবর। খবর হবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পত্রিকা। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমরা দেশের স্বার্থ দেখবো। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজার পাশে কিং প্লাজার দ্বিতীয় তলায় একটি অফিস স্থাপন করেছি। এই অফিসে একসঙ্গে অন্তত চারজন কাজ করতে পারবেন। দেশের খবরাখবর নিজস্ব মাধ্যমে পাওয়ার সুবিধার্থে রাজধানী ঢাকার পল্টনেও একটি অফিস ভাড়া করা হয়েছে। একজন সিনিয়র সাংবাদিকের নেতৃত্বে সেখানে চারজন সংবাদ সংগ্রহ করবেন। লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের টেলিভিশন ও পত্রিকা জগতের সাংবাদিক ফরিদ আলম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের একাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা ও টিভিতে একাধিক আলোচিত রিপোর্ট করে প্রশংসিত হয়েছেন। আশা করি সম্পাদক ফরিদ আলমের সুদক্ষ নেতৃত্বে সাপ্তাহিক

খবর ভিন্নমাত্রা আনবে। লিখিত বক্তব্যে বেলাল বলেন, নিউইয়র্কে অনেকগুলো পত্রিকার ভিড়ে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশ করাই বড় কথা নয়। এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, পাঠকপ্রিয় করার জন্য আমাদের অনেক সংগ্রাম করতে হবে সেটা আমরা জানি। বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে এগিয়ে যাবো। খবর মিডিয়া ইউএসএ তার চলার পথে তিনি সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করছেন। খবর মিডিয়া আগামী ৩১ মে শুক্রবার রাত ৮ টায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে প্রকাশনা অনুষ্ঠান হবে। সবাইকে ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্কে কনস্যুলেটে নববর্ষ ও রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী

৬২ পৃষ্ঠার পর

জাতি নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষের সার্বজনীন উৎসবের নাম নববর্ষের উৎসব। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে- বাংলাদেশ তথা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্র-নজরুলের চিন্তা-চেতনা ও

দর্শন বিশ্ব শান্তি, সাম্য-ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীকার সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে রবীন্দ্র-নজরুলের অনুপ্রেরণা শক্তি যুগিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান এবং প্রথম সচিব প্রসূন কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কস্থ আনন্দধ্বনি, শিল্পকলা একাডেমী ও বাফা কর্তৃক দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, গ্রাম-বাংলার লোকজ গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেট জেনারেলকে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোকে সুসজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ কমিউনিটির রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া সহ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাবাহ বারী'র গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে মেয়র এ্যাডামস

৬২ পৃষ্ঠার পর

তত্ত্বাবধান করেছেন তাদের দুই ছেলে মুহিব বারী ও আদি বারী। নিউইয়র্ক স্টেটের এ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার সাবাহ বারী'র এ সাফল্যে তাকে প্রোক্লামেশন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সাবাহ বারী স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক হেলথ'এ কৃতিত্বের সাথে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। সাবাহ বারী বারী গ্রুপের সিইও আসেফ বারী ও বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মুনমুন বারীর একমাত্র কন্যা। আসেফ বারী টুটুল তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সিটি মেয়র এরিক এ্যাডামস, এ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারসহ আগত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। মুনমুন বারী তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের এক মাত্র মেয়ে সাবাহ বারী'র জন্য আপনারা দোয়া করবেন, যেন সে তার কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। অনুষ্ঠানে আগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মেয়রের ছোট ভাই বার্নি এ্যাডামস ও তার স্ত্রী শ্যারন এ্যাডামস, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, ইমিগ্রান্ট এল্ডার

হোম কেয়ারের কর্ণধার ও জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বেবি নাজনীন, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, বিশিষ্ট রিয়েল্টের জান ফাইম, মর্টগেজ ব্যাংকার সিনিয়র লোন অফিসার এম কামাল, সিপিএ, জেবিবিএ'র সেক্রেটারি ও ফাহিমা ইনভেস্টমেন্ট'র কর্ণধার ফাহাদ সোলায়মান, সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, পোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট রাসেল তালুকদার, সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ারুল আলম, বগুড়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আকন্দ, ডা. ফখরুল হাসান, ডা. রুমানা সবুর, এ্যাটর্নি আতিক সবুর, ড্রামা সার্কেলের প্রেসিডেন্ট আবির আলমগীর, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নাসির আলী খান পল, বাংলাদেশের সাবেক সংসদ সদস্য রাজ্জ ভান্ডারি, লায়ন্স ক্লাবের গভর্নর (ইলেক্ট) টেরি প্যাপাদিনি, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কাজী নয়ন, ব্রুকস লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সাইফুল ইসলাম, সাফক ইসলামিক সেন্টারের বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান আশরাফুল তালুকদার, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাবেক ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম খোকন, বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতা এএফএম, আহকাম উল্লাহ আমান, রংপুর জেলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মশিউর রহমান, কুইন্স প্যালেসের সত্ত্বাধিকারী সৈয়দ মুনতাকিম প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

গঠনতন্ত্র সংশোধন তিন মাসের মধ্যে

৬২ পৃষ্ঠার পর

তাজমহল রেস্টুরেন্টে বদরুল হোসেন খান ও রোকন হাকিমের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি রোকন হাকিম ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীম। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান এবং সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। সাধারণ সভার মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাওছারুজ্জামান কয়েস, বদরুন নাহার খান মিতা, হেলকুন নুর, সৈয়দ নাজমুল হাসান সুহাদ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়শনের

সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান কুতুবন। আলোচনায় অংশ নেন-শায়কুল ইসলাম, মোহাম্মদ দেলোয়ার, মিসবাহ আহমদ, অ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন, জামিল আনসারী, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহাবুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজমুল হক মাহফুজ, সালেহ চৌধুরী, ফখু চৌধুরী, বিয়ানীবাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, নাসির উদ্দিন, আজিজুর রহমান পাখি, সারওয়ার হোসেন, হারুন আহমদ, বজলুর রহমান, নুরুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ প্রমুখ। কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সব খরচ ইভেন্টের জন্য ৫১৬৬০, কনরাড্যানের জন্য পরিশোধ ১৬৩৬৭, লিগাল ফি ৪৩৪৪৬ ও অন্যান্য ব্যায় হয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যয় হয়েছে ১০৩৭২৩ ডলার। বর্তমানে ব্যাংকে জমা আছে ২১৯০৯ ডলার। কমিটির লোন আছে ১৪ হাজার ডলার। সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির অন্যতম সদস্য আহমদ জিলু বলেন, এত বেশি প্রস্তাব এসেছে আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ করা যাবে না। আরো সময়ের প্রয়োজন। গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য সময় আরো তিন মাস বাড়ানো হয়। সেই সঙ্গে বর্তমান কমিটির মেয়াদ আরো এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বসম্মতিতে। সাধারণ সভায় সংগঠনের পাওনা টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, সাবেক সভাপতি মহবুল হক চৌধুরী হেলালের আজীবন সদস্যপদ পুনর্বহাল, তিন মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সাধারণ সভায় উপস্থাপনসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

আপনি কি সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে চান?

আমরা আপনাকে সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

আমাদের দক্ষ ছেলে / মেয়ে ইনস্ট্রাকটার আপনাকে যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে তৈরী করবে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

Please Call

(929) 244 7730

129-20 Liberty Avenue
South Richmond Hill, NY 11419

71-16 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372

একজন সিদ্ধার্থ এবং আমাদের জোছনা দেখা

১২ পৃষ্ঠার পর

মানুষ জানবে দুঃখের কারণ ও তার নিবৃত্তির উপায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আলোয় চিনিয়ে দেবেন সঠিক জীবনের পথ ও উন্মোচন করবেন অমরত্বের দিশা। ঋষিপত্তনে এসে কৌণ্ড, ভদ্দিয়, বপ্প, অশ্বজিৎ ও মহানাম এই পঞ্চভদ্রবর্গীয়দের দেখা পেলেন। আষাঢ় পূর্ণিমায় স্থাপিত হল ধর্মচক্র। বোধগয়া থেকে সারনাথের পথে দুই বণিকও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সাতজন শ্রমণকে নিয়ে শুরু পথচলা। বুদ্ধের বাণী নিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। পথচলা শুরু করল এক নতুন আলো যা ক্রমে জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে গোটা বিশ্বকে নিয়ে যাবে মুক্তিনিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যতায়। আড়াই হাজারের বেশী বছর সময় পেরিয়ে এসেও আজও তার আবেদন অমলিন। নালন্দার পথ বেয়ে ঋদ্ধ দীপ্তিময় শাণিত মেধাজ্যোৎস্না এক যুগপুরুষ ভিক্ষা পাত্র হাতে এগিয়ে চলেছেন। অগণিত মানুষ তাঁর আশীষ লাভের আশায় ভীড় করে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। তারা অবাক চোখে দেখেছে পার্থিব সব সুখ ত্যাগ করে মানবকল্যাণের জন্য সর্বত্যাগী মুক্তাত্মী মানুষটি অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করেছেন। তাঁর এই আলোর উত্তরণের যাত্রাকালে বাতাসে ওঠে জয়ধ্বনি। অনিরুশেখ জ্যোতির্ময় এই ভিক্ষু এগিয়ে চলেন উপাসনা বেদীর দিকে। নুপুরে গোধূলি আলোয় প্রান্তিক চরাচর। মন্ত্রের মন্দ্রস্বর বেয়ে নেমে আসে আলোর অমোঘ বিশ্বপ্লাবন:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

লেখক: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

রাইসির মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রটি কেমন হবে?

৬ পৃষ্ঠার পর

স্বার্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করেছে। ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হাউসি যোদ্ধারা এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা নিবিড়ভাবে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। এসব কারণে ইরান এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু হিসাবে গণ্য হচ্ছে। ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোষ্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করায় যুক্তরাষ্ট্র যারপরনাই অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ। জ্যাক ডেটশ বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে আরও বলেছেন, পশ্চিমাদের সম্পর্কে ইরানের গ্রহণ করা নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে রাইসি তার দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যে শক্ত সংহতি স্থাপন করে গেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, তার জায়গায় কে প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটি কোনো বড় বিষয় হিসাবে থাকছে না। কারণ প্রেসিডেন্টের গদিতে এখন যিনিই বসুন না কেন, ইরানে রাইসির অনুসৃত নীতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না। কাউন্সেল ফর ডিফেন্স অফ ডেমোক্রেসিসের জ্যেষ্ঠ ফেলো বেহনাম-বেন তালেবলু মনে করেন, ৭ অক্টোবরের পর মধ্যপ্রাচ্য যেভাবে বিশ্বকে ঝাঁকুনি দিয়েছে, তা রাইসিসহ কিংবা রাইসিবিহীন-উভয়ই ইরানের জন্য সন্তোষজনক হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে ইরান ও তার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রাইসির মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু ইরানের সমর্থনে কিছু কথা না বললেই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার খামখেয়ালিপনার জন্য বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। তিনিই ইরানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি থেকে সরে এসে আসেন। অথচ এ চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য জেনেভায় ইরান ও অন্য পক্ষগুলোর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং এ আলোচনার পরই ইরানের আণবিক শক্তি ব্যবহারসংক্রান্ত চুক্তিটি হয়েছে। হঠাৎ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত ইউরোপের অনেক দেশ পছন্দ করেনি। দুনিয়ার পরাশক্তিগুলো যদি আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারে, তাহলে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ কেন আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারবে না? তারা যদি গ্যারান্টি দেয় এ আণবিক অস্ত্র জাতীয় নিরাপত্তা ছাড়া কোনো অন্যায় যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না, তাহলে আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়া দোষণীয় হবে কেন? ষাটের দশকে আণবিক অস্ত্রের একচেটিয়াত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারত ও পাকিস্তান আণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। ইসরাইলও আণবিক অস্ত্রের অধিকারী, এমনটি ঘোষিতভাবে জানা না গেলেও এটা কারও অজানা নয়। ইরান ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের আগ্রাসনের শিকার অনেকদিন থেকে। ইরানি বিজ্ঞানীদের খুন হওয়া নিয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ইসরাইল চায় না ইরান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাক। কারণ তাহলে তাদের জন্য সেটা হবে মহাবিপদ। ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে ইরানের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান কাসেম সোলাইমানিকে ইসরাইল ড্রোন হামলা করে হত্যা করেছে। এতকিছুর পর ইরান যদি তার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তা নিয়ে এত আপত্তি কেন? 'সব দোষ ইরানের, ইসরাইল যেন তুলসীপাতা'-যুক্তরাষ্ট্রের এমন একচোখা নীতি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার জনমনের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আন্দোলনে ফুঁসে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করছে। প্রেসিডেন্ট রাইসি নিহত হওয়ার পর বহু প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের তীর ইসরাইলের দিকে। 'ঠাকুর ঘরে কে-আমি কলা খাই না', এমন ভান করে ইসরাইল দাবি করেছে তারা এর সঙ্গে জড়িত নয়। মার্কিন ক্যাম্পাসগুলোতে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে। এবার দেখার বিষয় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের জনমানুষের আন্দোলন ফিলিস্তিনের মুক্তিকে কতটা ত্বরান্বিত করে। ফিলিস্তিন মুক্ত হলে প্রেসিডেন্ট রাইসির অকালমৃত্যুও সার্থকতা বয়ে আনবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ সাবেক সেনাপ্রধান

১ পৃষ্ঠার পর

নমনীয়। আজিজের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকার প্রত্যাখ্যান করেনি। সরকারের অবস্থান ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র যদি দুর্নীতির প্রমাণ দিতে পারে তবে দুর্নীতি দমন কমিশন তা তদন্ত করবে। এটা বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান। তার মানে সরকার বিরোধীদের সঙ্গে বৈঠক না করায় বিরোধীদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে আশার আলো আনতে পুরনো নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করলো যুক্তরাষ্ট্র।

মূলহোতা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী

১ পৃষ্ঠার পর

জড়িত নন। ভারতে চিকিৎসা নিতে গিয়ে দমদম বিমানবন্দর লাগোয়া নিউটাউনে রহস্যজনকভাবে খুন হন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। মুসলমানের চিকিৎসা নিতে তিনি ১২মে সড়কপথে সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় যান। কিন্তু পর দিন থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। মূলত সেদিনই তিনি খুন হন। কে তাকে খুন করেছে এই আলোচনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি শাহীনের নাম প্রকাশ করেছেন ডিবি। বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, শাহীন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেও মাঝে মাঝেই আসতেন এলাকায়। তার ছিল ব্যাপক ক্ষমতার দাপট। তাইকে কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র পদে বিজয়ী করার নেপথ্যে শাহীনের কালো টাকা ও অবৈধ ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল। তাই মেয়র হলেও শাহীনের ইশারায় চলত কোটচাঁদপুর পৌরসভা। উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে তিনি গড়ে তোলেন বিলাসবহুল বিশাল বাগানবাড়ি। সেখানে যাতায়াত ছিল শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের। এখানে বসেই শাহীন চালাতেন আন্তঃরাষ্ট্রের কার্যক্রম। এমপি আনার হত্যাকাণ্ডে শাহীনের নাম উঠে আসায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, সংসদ-সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী তার বাল্যবন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার শাহীন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেও দেশে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। দুই যুগের বেশি সময় ধরে অবৈধ হুন্ডি ও স্বর্ণ চোরাচালানে আক্তারুজ্জামান শাহীন ও আনোয়ারুল আজিম আনারের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে অবৈধ স্বর্ণ চোরাচালানের টাকা আগাগোড়ি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। সেই দ্বন্দ্বের জেরেই আমানুল্লাহ সাঈদ ওরফে শিমুল ভূঁইয়াকে দিয়ে শাহীন কলকাতায় এমপি আনারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েই ভারতে যান আনার। আওয়ামী লীগের সংসদ ও ঘনিষ্ঠ ফ্লাটে উঠেছিলেন শাহীন ও আমানুল্লাহ। কলকাতার ব্যারাকপুরের যে ফ্ল্যাটে আনারকে হত্যা করা হয়, সেটি শাহীনের নামেই ভাড়া নেওয়া ছিল। মিশন সফল করার পর শাহীন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন বলে জানা গেছে। দেশে ফিরে গ্রেফতার হয়েছেন তার মেয়েই ও চরমপন্থি নেতা খুলনার ফুলতলা এলাকার আমানুল্লাহ ওরফে শিমুল ভূঁইয়া।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শাহীনরা তিন ভাই ও দুই বোন। মেজো ভাই প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে যান। এরপর শাহীনকে নিয়ে যান। সেখানকার নাগরিকত্ব পাওয়ার পর অপরাধ জগতে প্রবেশ করেন শাহীন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও নিয়মিত দেশে আসতেন। জড়িয়ে পড়েন চোরাচালানে। অবৈধ এ ব্যবসার বাংলাদেশ ও ভারতে গড়ে তোলেন সাম্রাজ্য। শাহীন কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী গ্রামের বাড়িতে ২৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে তুলেছেন বিশাল বাগানবাড়ি। এই বাড়িতে রয়েছে মিনি গলফ মাঠ, সুইমিংপুল, ৩টি শেফার্ড জাতের কুকুর, ৭টি গাভি, ১০-১২টি ছাগল। এই বাগান বাড়িতে রয়েছে প্রাচীন বাড়ির নকশায় ইট-পাথরে নির্মিত ভূপেন্দ্র ভবন। বাড়ির চারপাশ কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। সেখানে যাতায়াত ছিল উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। শাহীন তার অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য রেখেছিলেন বিলাসবহুল ব্যবস্থা। রাতের বেলায় কাঁটাতারের চারপাশে আলো জ্বলে। ভেতরে কী হয় স্থানীয়রা কেউ জানতে পারে না। রাতে বড় বড় গাড়ি আসত। সেই বাড়িতে নারীদেরও দেখেছেন অনেকে। দেশে এলে শাহীন এই বাগানবাড়িতে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতেন তার আন্ডারওয়ার্ল্ড। এলাঙ্গী গ্রামের মোজাফ্ফর নামের এক ব্যক্তি বলেন, দিনের বেলা বেশি গাড়ি ওই বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে না। রাত ১০টার পর দামি দামি গাড়ি প্রবেশ করে। অনেক গাড়িতে তিনি নারী থাকতে দেখেছেন। ভেতরে হৈচৈ করতেও দেখেছেন। এমপি আনারের এক বাল্যবন্ধু গোলাম রসুল বলেন, আনার ও শাহীনের মধ্যে প্রায় ৩০ বছরের সম্পর্ক। তাকে নিয়ে এমপি আনার দুবার এই বাগানবাড়িতে গিয়েছেন বলে তিনি জানান। এদিকে, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সখ্য থাকায় কেউ শাহীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস পায়নি। কোটচাঁদপুর থানায় তার নামে কোনো মামলা নেই। এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন বলেন, আক্তারুজ্জামান শাহীন আমেরিকার পাসপোর্টধারী। তিনি এলাকায় খুবই কম আসতেন। তার বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় কোনো মামলা নেই। স্থানীয়রা জানান, গত ১৫ বছরে অগাধ সম্পদের মালিক বনে যান শাহীন। এলাকায় গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। কোটচাঁদপুর শহরে একাধিক মার্কেট, বাড়ি ও রিসোর্ট তৈরি করেছেন। তার বৈধ আয়ের উৎস সম্পর্কে এলাকাবাসী অন্ধকারে। তাদের ধারণা স্বর্ণ ও মাদক চোরাচালানের মাধ্যমে বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন শাহীন। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতার দাপট ছিল প্রচণ্ড। প্রচুর অবৈধ টাকা উড়িয়েছেন নিজের ক্ষমতার দাপট ধরে রাখতে। সর্বশেষ পৌরসভা নির্বাচনে আপন ভাইকে মেয়র পদে বসাতে ক্ষমতার দাপট ও কালো টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। শহিদুজ্জামান সেলিম মেয়র পদে বসলেও নেপথ্যের অভিভাবক ছিলেন শাহীন। কোটচাঁদপুর এলাকায় গড়ে তুলেছেন নিজস্ব বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্যরা কোটচাঁদপুরে হাটবাজার ও মার্কেট দখল, মোড়ে মোড়ে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিল। শাহীনের ক্ষমতার দাপটের কাছে তটস্থ ছিলেন এলাকাবাসী। তার অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সাহস পাননি কেউ। হত্যা, চাঁদাবাজি, মাদক কারবার ও স্বর্ণ চোরাচালানের নেপথ্যের কারিগর হলেও সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান শাহীন। রাজনীতির ময়দানে ভাই সেলিমকে সামনে রেখেছেন শাহীন। আর নেপথ্যে থেকে চালিয়ে গেছেন নিজস্ব সাম্রাজ্য। অপরাধ জগতের দাপটশালী এই ব্যক্তি সব সময় থেকে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। আনোয়ারুল আজিম হত্যাকাণ্ডে শাহীনের সম্পৃক্ততার খবরের পর মুখ খুলতে শুরু করেছেন নির্যাতিত অনেকেই। তবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছেন না শাহীনের আত্মীয়স্বজনরা। এ বিষয়ে শাহীনের ভাই কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র শহিদুজ্জামান সেলিম সাংবাদিকদের বলেন, পত্রপত্রিকা ও টিভি মিডিয়ায় দেখছি এমপি আনার হত্যাকাণ্ডে আমার ভাই শাহীন জড়িত বলে তথ্য উঠে এসেছে। এটা তদন্ত হোক। তদন্তে যদি তার সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলে তবে শাস্তি হবে। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না আমার ভাই শাহীন এই কাজে জড়িত। তদন্তে সত্যতা মিললে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তিনি আরও জানান, ছোট ভাই শাহীন আমেরিকায় থাকেন। গত রমজানে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী। সংসদ-সদস্য আনার ও তার পরিবারের মধ্যে ভালো সম্পর্ক। ছোটবেলা থেকে তারা খেলাধুলা করেছেন একসঙ্গে। কোনো ধরনের বিরোধ ছিল এরকম কিছু জানেন না।

সাবেক আইজিপি বেনজীরের সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

১ পৃষ্ঠার পর

মোট ৩৩টি অ্যাকাউন্ট জব্দ থাকবে। দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হাফিজুল ইসলামের পক্ষে দুদকের পিপি মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত গোপালগঞ্জে তার ৮৩টি দলিলের সম্পদ জব্দের আদেশ দেন।

আদেশে বলা হয়, দুদকের পিপি আবেদনে বলেছেন, পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে, স্ত্রী জীশান মির্জা ও মেয়েদের নামে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। তারা বাংলাদেশে নামে-বেনামে অর্জিত সম্পদসমূহ অবৈধভাবে অর্জন করেছেন। এছাড়া বেনজীর আহমেদসহ তার পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে নামে-বেনামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করে বিদেশে পাচারের চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান ও মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়ে গেলে রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ রয়েছে। তাই বেনজীর আহমেদ ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামীয় অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধের আবেদন করেন।

এরপর বিচারক আদেশে বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে উপস্থিত পিপির বক্তব্য শুনলাম। অপরাধসংশ্লিষ্টের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার দাখিল করা দরখাস্ত ও সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা হলো। ৮৩টি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পদ ৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করা না হলে তা হস্তান্তর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবে না। তাই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন, বিধিমালা-২০০৭ এর বিধি ১৮ অনুযায়ী স্থাবর সম্পদ ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা হলো। এছাড়া বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে এই মর্মে আরও আদেশ প্রদান করা হলো যে, ওই হিসাবগুলোর (৩৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট) ওপর অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই উত্তোলন করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, এর আগে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের সম্পদ অনুসন্ধানে নামে দুর্নীতি দমন কমিশন। অনুসন্ধানের জন্য দুদক গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন সংস্থার উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নিয়ামুল হাসান গাজী ও জয়নাল আবেদীন।

সম্প্রতি দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে দাবি করা হয়, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদের বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের খোঁজ মিলেছে। এর পর থেকেই বেশ আলোচনায় পুলিশের সাবেক এই আইজিপি।

সভা-সমাবেশে মাস্ক নিষিদ্ধ হচ্ছে!

১ পৃষ্ঠার পর

বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসী সংগঠনের সমর্থনে পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হচ্ছে। আইন প্রণেতা হিসেবে আমরা বসে থাকতে পারি না। রিপাবলিকান এই সিনেটর আরও বলেন, মাস্ক পড়ে যারা আন্দোলন করবেন তাদের চিহ্নিত করে তাদের স্কলারশীপসহ শিক্ষা সহায়তা ও অনুদান বাতিল করা হবে। দুঃখজনক হচ্ছে, আমেরিকান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও হামাসের মতো টেররিস্ট সংগঠনের পক্ষে শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। আন্দোলনকারিরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এই বিলের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, রিপাবলিকান সিনেটর ও এসেমব্লিম্যানদের এই বিল আমেরিকানদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আন্দোলনকারিরা কোন সন্ত্রাসের পক্ষে কথা বলছে না। তারা মানবতা ও মৌলিক অধিকারের কথা বলছে। তারা ইসরাইলে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ করেছে। একই সাথে প্যালেস্টাইনে ইসরাইলী সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে। স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টাইনীদের যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে তা কোন বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না। নতুন এই বিলকে ডেমোক্র্যাটরা কালো আইন হিসেবে অভিহিত করেছে। এই বিলটি রুখতে তারা সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে বলে সিনেট ডেমোক্র্যাটরা ঘোষণা দিয়েছেন।

টাইগারদের হারিয়ে ইতিহাস গড়লো যুক্তরাষ্ট্র

১ পৃষ্ঠার পর

টি-টোয়েন্টিতে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান করে যুক্তরাষ্ট্র।

১২০ বলে ১৪৫ রানের মামুলি স্কোর তাড়া করতে নেমে ১৭ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৪ রান করে জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। দলকে জয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে যাচ্ছিলেন সাবেক অধিনায়ক ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

শেষ তিন ওভারে জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল মাত্র ২১ রান। ৩০ রানে ব্যাটিং করছিলেন সাকিব। ব্যাটিংয়ে নামার অপেক্ষায় ছিলেন চার বোলার রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান। ১৮তম ওভারের প্রথম বলেই আউট হন সাকিব। তার বিদায়ের পর ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে যায় বাংলাদেশ। এরপর তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেনরা আসা-যাওয়ার মিছিলে অংশ নিলে শেষ পর্যন্ত ১৯.৩ ওভারে ১৩৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। টানা দুই ম্যাচে ৫ উইকেট এবং ৬ রানের জয়ে সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়ে যুক্তরাষ্ট্র। খেলা শেষে দলটির অধিনায়ক মোনাঙ্ক প্যাটেল বলেন, আমাদের বোলাররা সত্যিই ভালো করেছে। আমরা লড়াই করার মনোভাব নিয়েই খেলেছি। আমি ছেলেদের পারফরম্যান্সে সত্যিই গর্বিত। তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি আমাদের বোলাররা যেভাবে পাওয়ারপ্লেকে বল করেছে, বিশেষ করে শেষ পাঁচ ওভারে। আমরা কন্ডিশন সত্যিই ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছি। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে জিততে পারলে বিশ্বকাপে আমাদের এই আত্মবিশ্বাস কাজে দিবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়বহুল সফরে ২৬ ব্যাংক এমডি

১ পৃষ্ঠার পর

অতিথি থাকবেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী সায়েদুর রহমান ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। সফররত পাঁচটি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি আর এফ হোসেইন, ডাচ বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মো: শিরিন, ব্যাংক এশিয়ার এমডি সোহেল আর কে হোসেইন, অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মোরশেদুল কবীর ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাশরুর আরেফিন এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন।

জানা গেছে, সাড়ে তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার ডলার। পাঁচটি ব্যাংক এই অর্থ পরিশোধ করছে। এই ডিনারে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে নির্ধারিত কিছু ব্যক্তিকে। বলা হয়েছে, আলোচনা পর্ব শেষে থাকবে নাচ-গানের ব্যবস্থা।

২৬টি ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এই সফর সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে তিনি টেলিফোনে 'আজকাল'কে বলেন, 'ব্যাংকগুলো এখন চরম অর্থ সংকটে রয়েছে। শুনেছি দল বেঁধে এমডি'রা যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। বিদেশে এসব অনুষ্ঠান করে ডলার প্রবাহ বাড়ানো যায় না। অর্থের অপচয় ছাড়া এসব আর কিছু নয়।'

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন ঢাকা থেকে বলেন, 'ব্যাংক খাতের ওপর জনগণের কোন আস্থা নেই। ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত নিরাপদ রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। ব্যাংকে আমানতকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ব্যাংকের এমডিদের আজকের ডিনারের খরচ ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার মার্কিন ডলার, প্রতি ডলার ১১৯ টাকা হলে তাতে ব্যয় হচ্ছে ৬৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। নিউইয়র্কে সাড়ে তিন ঘণ্টার এই বৈঠকে এত বিপুল পরিমাণ ডলার খরচ করার পর বাংলাদেশে 'অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট'-এ রেমিট্যান্সের জোয়ার সৃষ্টি হবে কিনা সে প্রশ্ন উঠেছে বিশেষজ্ঞ মহলে। কারণ নিউইয়র্কের হাজার হাজার রেমিট্যান্স দাতারা এই ব্যয়বহুল ব্যাংকিং অনুষ্ঠানের সামান্যতম খবরও জানেন না।

আজকের ডিনারে বক্তা তালিকায় রয়েছেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার 'আজকাল'কে বলেন, 'সরকার রেমিট্যান্স প্রবাহ জোরদার করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে বৈধভাবে বেশি বেশি ডলার দেশে পাঠানো যায়। দেশের স্বার্থে ডলার পাঠানো জরুরি'।

'আজকাল'-এর হাতে আসা কিছু ডকুমেন্টে দেখা যায়, আজকের ডিনারের এজেন্সি সার্ভিসের জন্য ৬ হাজার ডলার খরচ হচ্ছে। দুইজন সঙ্গীত শিল্পীর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২ হাজার ৭০০ ডলার। ২ জন নৃত্যশিল্পীর জন্য জন্য ৬০০ ডলার। ডিনার এবং হল ভাড়া বাবদ খরচ হবে ৩১ হাজার ৫০০ ডলার। প্রতিটি খরচই ডলারে পেমেন্ট করতে হবে। এজন্য ঢাকার গুলশানে সিটি ব্যাংক পিএলসির একাউন্টে ডলার জমা করা হয়। নিউইয়র্কে বিভিন্ন ব্যাংকের এমডি ও আমলাদের জন্য আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক ব্যাংককে ১১ হাজার ডলার করে দিতে হয়েছে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, আমদানি ব্যয় মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে মার্কিন ডলার কিনে চলতে হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে। ব্যাংকগুলোতে চরম ডলার সংকট চলছে। ডলার কিনতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ (টাকা) আটকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। ফলে ব্যাংকে তৈরি হয়েছে চরম তারল্য সংকট। এর ফলে মানুষ টাকা পাচ্ছে না। টাকা শূন্য হয়ে যাচ্ছে ব্যাংক। ২০২৪ সালে ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ১ হাজার ১৭০ কোটি মার্কিন ডলার কিনেছে। বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তারা জমা দিয়েছে ১ লাখ ২৯ হাজার কোটি টাকা। এসব কারণে ব্যাংকগুলো টাকা শূন্য হয়ে পড়ছে।

জানা গেছে, মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের ২৬ ব্যাংকের এই এমডিরা যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। এ বিষয়ে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এই সফরে তাদের জন্য ব্যয় হবে সোয়া দুই লাখ ডলার। যা বাংলাদেশি অর্থে তিন কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সরকারি ও প্রাইভেট ব্যাংকগুলো দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্বল থেকে দুর্বল হচ্ছে এমন অভিযোগ দেশের মানুষের মুখে মুখে। ব্যাংকগুলির এই দুর্গতিতে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় অর্থাৎ রেড জোনে যে ব্যাংকগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে– জনতা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক ও এবি ব্যাংক। এছাড়া সোনালী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক রেড জোনের খুব কাছে অবস্থান করছে বলে ব্যাংক হেলথ ইনডেক্স সূত্রে জানা যায়।

ইয়েলো জোনে অবস্থান করছে ৩টি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক, ১৯টি প্রাইভেট ব্যাংক এবং ৮টি শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক। এগুলো হচ্ছে– সোনালী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, আল আরাফাহ ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক, এভারগ্রিন ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, সিটি ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অন্যতম। বাংলাদেশে মাত্র ১৬টি ব্যাংক গ্রীন জোনে রয়েছে।

নিউইয়র্কে রেমিট্যান্স ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি আমেরিকান মানি ট্রান্সমিটার এন্ড এজেন্ট' এবিএএমটিএ'র সভাপতি মামুন রানা তপন বলেন, রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে বাস্তবে আমরা কাজ করছি। অথচ অপেশাদার ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময় ব্যাংক মালিকদের এনে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের জন্য খুবই বিব্রতকর।

বিরহের শিলালিপি

২৫ পৃষ্ঠার পর

বেশি করে সময়টাকে ধরে রাখতেন ভালোবাসা দিয়ে। 'ছায়াসঙ্গিনী' কবিতায় কবির মনোজগতে কেউ বিরাজিত। তার সাথে কবির কথোপকথন হয়। কখনো সে শেষের কবিতার লাবণ্য কখনো নাটোরের বনলতা সেন হিসাবে ধরা দেয়। কবিমন উতলা থাকে ছায়াসঙ্গিনীর জন্য। 'অতৃপ্ত বাসনা' কবিতায় কবির বিরহী মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার সাথে বাস্তবতার সংঘাত ফুটে উঠেছে। 'তুমি আমার' কবিতায় প্রেয়সীর প্রতি ভালোবাসার দৃঢ়তা প্রকাশ দেখতে পাই। কবির কল্পনার জগতে প্রিয়জন সর্বদা বিরাজিত। 'নিজের ভিতর যে মানুষটা' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন মানুষের ভেতরে দুটি সত্তার বাস। একটি বাহিরে অন্যটি ভেতরে আর সেই ভেতর বাহিরের আমি দুজন সম্পূর্ণ অচেনা।
'বন্ধন মুক্তি' কবিতাটি কবির গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। এখানে সমাজ সংসারে অহরহ বিচ্ছেদ হয়, এই বিচ্ছেদগুলো কত সহজে হয়ে যায় কবির ভাবনায় আঘাত করেছে। কবি আবার লিখেছেন 'বলতে পারো এ আমার নারীসত্তার তীব্র দ্রোহের আত্মপ্রকাশ। পুরুষের নির্লজ্জ-নির্মম দাসত্ব থেকে আমার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।
কবি এখানে নারীদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নারী স্বাধীনতার পক্ষে কবির অনুভূতি তুলে ধরেছেন।
কি এমন ক্ষতি হত, বিলম্বিত লয় কবিতাগুলোতে প্রিয়জনকে কাছে না পাবার আক্ষেপ ব্যক্ত করে কবি বলেছেন, কি এমন ক্ষতি হতো/ যদি আসতে চাই তোমার ঋদি পথ সরোবরে...। আবার কবি বলেছেন, তোমার সময় কোথায় আমাকে সময় দেবার? 'অভিমানী রাধিকা' কবিতায় কবি প্রেয়সীকে রাধার আসনে বসিয়ে মনের মাধুরী দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি পূর্বের কবিরা বিরহিনী রাধার দশ দশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে কবি মেঘদূত হয়ে বিরহিনী রাধিকার অভিমান ভাঙার বাসনা করেছেন। কবির ভাবনায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়তে দেখি কুয়াশার জল কবিতায়। বিরহের কবিতাগুলো প্রেমের কবিতার চাইতে বেশি স্পর্শী হয়। কবি মন বিরহ ব্যাকুলতা নিপুন তুলির আঁচড়ে প্রকাশ করেছেন যে কারো বিরহকে ছুঁয়ে দিতে পারবে। কবির লিখনে আশাবাদ ব্যক্ত করে অপেক্ষা করতে দেখি আবার কখনো দরজায় কোমল হাতের টোকা পড়বে বলে। প্রেম যেখানে সংঘাতময় বিরহ সেখানেই উপস্থিত।
'মনের ব্যথা' কবিতায় সেই সংঘাত কষ্ট দেখতে পাই। মেঘ রৌদ্রের অভিসার কবিতায় মেঘ ও সূর্যকে প্রেমিক প্রেমিকা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। আত্মার সংকট কবিতাটি আমার কাছে পরিপূর্ণ লেগেছে। কবি বলেছেন, কতটুকু পথ একসাথে পাড়ি দিলে বলা যায় আমি তোমাকে চিনি কিংবা তুমি আমাকে চেনো? অন্য জীবন এবং বিরহ বিচ্ছেদ কবিতায় জীবনের ফেলে আসা সময়ের স্মৃতিচারণ সেই সাথে বিরহী মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। নারিকেলের ঘাটি এবং তুমি যদি হতে কবিতায় নিখাদ নিখাদ প্রেম অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। স্নানঘরের পাশে, জলের ছায়া কবিতায় আত্মার প্রেম শরীরকে স্পর্শ করেছে। ২০২০ সালে লেখা সরীসৃপ কবিতাটি কোভিডকালীন সময়ের কথা মনে করিয়ে দিবে।
কবি শুধু প্রেম বিরহ নিয়ে নয় প্রকৃতি ও জীব নিয়েও লিখেছেন যার প্রকাশ পায় প্রিয় প্রভুর মৃত্যুতে কুকুরের শোক পালনে। এখানে মানুষের বিবেককে জাগ্রত হবার আর্তি দেখতে পাই। প্রয়াত কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুতে লিখেছেন, এভাবে চলে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি কবি। ২০১৬ সালে লেখা বিখ্যাত কবি শহীদ কাদরীর মৃত্যুতে লিখেছেন, হে কবি, বিদায় সম্ভাষণ তোমার জন্যে নয়। এখানে বলা বাহুল্য, কবি সমসাময়িক ও প্রবীণ কবিদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে।
সেই সময় কবিতায় কবি এক সময়ে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে যাঁদের পেছনে সময় ব্যয় করেছেন তারাই একদিন দূরে সরিয়ে দেয় লিখেছেন। এমন ঘটনা অহরহ সমাজে ঘটতে দেখি। 'আমাদের কখনো জ্ঞান দিতে এসো না' শোনার পর নীরবে সরে যাওয়ার কষ্ট লিখাতে ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল ও বৈরী সময় কবিতায় ২০২১ সালে নিউইয়র্কে কোভিডের কবলে পড়ে মানুষের মৃত্যুর অসহায়ত্ব তুলে ধরেছেন। লেখাগুলো কোভিডের সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকবে। ৯/১১ নিউইয়র্কের ইতিহাসে এক কালো দিন। টুইন টাওয়ারে হামলা নিয়ে 'এগারোই সেপ্টেম্বর' কবিতাটি সমসাময়িক ঘটনাকে মনে করিয়ে দিবে।
কবির কলম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখি 'মানব বন্ধন হতে উচ্চারিত শব্দমালা' কবিতায়। ২০১২ সালে রামুর বৌদ্ধ মন্দির ও পল্লীতে হামলার প্রতিবাদে এই কবিতাটি লিখেছেন। 'আহা! বুদ্ধপূর্ণিমা নিয়েও কবি লিখেছেন 'বুদ্ধপূর্ণিমার শুভক্ষণে' কবিতাটি। কবিগুরুর জন্মদিনে কবি লিখেছেন, 'হে চির নতুন' কবিতাটি। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার দারুণ প্রকাশ ঘটেছে কবিতায়। 'আমরাও আমার আমি' কবিতায় কবি অহংবোধকে দুষ্টু মেঘের সাথে তুলনা করেছেন। শ্রদ্ধা কবিতায় কবি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
২০১৯ সালে বাংলাদেশের আলোচিত নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটে—মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। কবির কলম নুসরাতের হত্যার বিরুদ্ধে হুংকারিত হয়েছে এই কবিতায়।
'চিঠি' কবিতায় কবি দেবী দুর্গার আগমন নিয়ে প্রত্যাশা ও মনের আকুলতা ব্যক্ত করেছেন। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া চিঠি নিয়ে আক্ষেপ ব্যক্ত করতে দেখি কবির চিঠির বিলাপ কবিতায়।
'আবার করে আলবেদা' কবিতায় কবি যেভাবে গভীরে গিয়ে বিদায়কালে ছাত্রী ঊর্মিলালার প্রেমের আকুতি দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। 'গুরু প্রণাম' কবিতায় শ্রী চিন্ময়ের ৮৭তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন। অতিরিক্ত লোভ লালসার কারণে জীবন হতে ভালোলাগার সব অনুভূতিগুলো হারিয়ে যায়, কবির কলমে দারুণভাবে তুলে ধরেছেন।
সর্বশেষ কবিতা 'প্রবহমান সময়' এই কবিতায় সমসাময়িক বিষয়গুলো উঠে এসেছে। অকারণে মৃত্যু, হত্যা, অন্যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা, দুর্নীতি এরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয় নিয়েও কবি লিখেছেন মনের অনুভূতি।
পরিশেষে বলবো, বিরহের শিলালিপি কবির প্রথম প্রকাশিত বই হিসাবে বেশ ভালো হয়েছে। প্রতিটি লেখায় গভীরতা আছে তেমনি আছে বিবেকের তাড়না। প্রেম বিরহ কাব্যের মূল বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে বিধায় 'বিরহের শিলালিপি' নামকরণ ও সার্থক হয়েছে। কবির কলম চলুক, শুভকামনা রইল।
(সুব্রত বড়ুয়ার কাব্যগ্রন্থ 'বিরহের শিলালিপি'। প্রকাশনায় ঘড়িমাটি। বইটি প্রকাশিত হয়েছে মার্চ ২০২৩ সালে)

উপলব্ধি

২৫ পৃষ্ঠার পর

কবিতায় অংক ও খেলা সম্পর্কে বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমরা সকলেই কম বেশি জানি। এই ধরনের আরো অনেক কবিতা আছে যেখানে কবি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করার মাধ্যমে অন্যকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।
কবি যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার প্রতিটি কবিতার বর্ণনা করেছেন এবং পাঠককে উপলব্ধি করতে বলেছেন, অবশ্যই মনে করি সেটা শিক্ষনীয়। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিন নিয়ে কিছু কবিতা আছে যেখানে তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দের মালা গেঁথেছেন। যেমন ঈদ, বৈশাখ, জন্মদিন, বিজয় দিবস, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। উল্লেখযোগ্য এই দিবসগুলো আমরা সত্যিই মন ও মননে গভীর আনন্দ আর অনুভূতি নিয়ে পালন করে থাকি। যেমনটি বসন্তে নীল আকাশে লাটাই ছেড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়ানোর মত। আর এই উপলব্ধি আমরা প্রত্যেকেই জন্মের পর থেকেই পারিবারিক সূত্রে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিখে থাকি। অন্য আরেকটি অধ্যায়ে কবি সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সবাইকে ধরন, বিনয় এবং রীতিনীতি বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন– সচেতনমূলক এবং ইসলামিক দায়িত্ববোধ, ইনসাফ, অহংকার, কমন সেন্স ইত্যাদি। কবি জীবনে যা যা শিখেছেন, দেখেছেন অথবা নিজ থেকে অনুভব করেছেন সবই তার প্রতিটি কবিতায় বিদ্যমান। 'কিসের এত বড়াই' কবির একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন– 'এক সেকেন্ডের নেই ভরসা জেনেও স্বপ্ন দেখো আকাশ ছোঁয়া'। এই লাইনটির জন্য আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি। এই জন্য যে, আমরা প্রতিটি মানুষ বেঁচেই আছি স্বপ্নকে ধারণ করে। পূরণ হোক বা না হোক জীবনে বেঁচে থাকতে হলে স্বপ্ন তো দেখতেই হবে। কারণ স্বপ্নই আমাদের সুস্থ এবং বেঁচে থাকার একমাত্র জ্বালানী। কবি তার কবিতায় শব্দ ও ছন্দের মিল রেখে ছড়ার রূপ দিয়েছেন। তবে কিছু কবিতায় ছন্দের মিল রাখতে গিয়ে কবি শব্দের ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছেন বোধকরি। কিছু কবিতা আছে যেখানে ছন্দের মতো না লিখে যদি গদ্যের আকার দিতেন তবে লেখা আরো বেশি সুন্দর ও সমৃদ্ধ হতে পারতো বলে বিশ্বাস। কবি তার লেখার ধরনে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তার প্রতিটি কবিতাই শিক্ষনীয় এবং উপদেশমূলক। সবশেষে কিছু নিজস্ব মতামত হিসেবে বলবো– বইটি সম্পূর্ণ কবিতার না করে, কিছু কবিতা প্রজন্মের ছড়ার বই হিসেবে প্রকাশ করলে মনে করি ভালো হতো। যা কবি শিশুদের জন্য অন্যতম শিক্ষনীয় বই হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন।
(বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪ সালে। জাগৃতি প্রকাশনী থেকে।)

ঘাসফুল

২৫ পৃষ্ঠার পর

এগুলো পাশাপাশি থাকলে পাঠে আরো মনোযোগ বাড়তো।
বইটিতে কবি সমাজ, দেশ, ভাষা, ঋতু, প্রকৃতি, জীবনবোধ, প্রেম– বিরহ ইত্যাদি নিয়ে সুন্দরভাবে নানা অনুভূতি প্রকাশ করেছেন যেমন, বাংলা আমার মাতৃভূমি, প্রভাত ফেরী, মায়ের ভাষা, কুয়াশা, শরত তোমার, বৈশাখ, মেঘের সুখ, শীতের পিঠা সোনালী শৈশব, ভোর এবং আমি, ইচ্ছেগুলো, হারিয়ে যাচ্ছে, শেষ বয়স কবিতাগুলোতে তাঁর ভাবনার ভিন্নতার পাশাপাশি চমৎকার সুর ও ছন্দ রয়েছে। তিনি বিদেশে থাকলেও কবিতাগুলোতে নিজের শৈশব, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন।
কবি সহজ সরল ভাষায় তাঁর মনের আবেগ, অনুভূতি, আকুতি, দেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন। এবং বিষয়গুলো পাঠকের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।
একে একে প্রায় সবগুলো কবিতাই আমি পড়েছি। সব কবিতায় পেয়েছি স্মৃতিময় এবং ইতিবাচক দিক নির্দেশনা। কবির নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধ যা তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন এবং লালন করেন সেটাই পাঠকের জন্য প্রকাশ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে। এখানে তাঁর কবিতাগুলো সুন্দর আর সার্থক। আমি নিজেও একজন লেখক আর কবিতা লেখা দিয়েই আমার লেখালেখি শুরু। আমি যখন কারো লেখা পড়ি তখন লেখক সত্তা থেকে বের হয়ে এসে একজন পাঠক হিসাবে লেখার আনন্দকে উপলব্ধি করার মন নিয়ে পড়ি। কবির কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো চমৎকার আর বিশ্লেষণধর্মী। মানুষের জীবনের চলার পথে বোধ, জ্ঞান, প্রজ্ঞার বিষয়টি খুব জরুরি। কবি এ বিষয়গুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।
কবির কবিতাগুলো মনের মাঝে রেখাপাত করে, ঘাসফুলের জীবন নিয়ে সুন্দর উপমা দিয়েছেন। 'সব ফুল দিয়েই মালা গাঁথা হয় না, সব ফুলই ফুলদানিতেও শোভা পায় না। ঘাসফুল তেমনি আলতো করে ফোটে ঘাসের মধ্যে এদের সৌন্দর্য কারো চোখে ধরা পড়ে আবার কারো পড়ে না। এরা বেশিরভাগই পদদলিত হয়, অনাদরে ফোটে ও ঝরায়।' তেমন কিছু জীবন আছে সর্বস্তরে আলোকিত হয়, আর কিছু জীবন আছে যা নীরবেই ঝরে যায়।
আমাদের জীবনেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেউ জীবন সফলতা পায় আবার কেউ এর মুখ দেখতে পায় না। এভাবেই জীবন কেটে যায় জীবনের নিয়মে। 'ভালবাসার চোখে' কবি চমৎকার একটি বিষয়ে বলেছেন, ভালোবাসা মানেই পবিত্র এক বন্ধন যা শুধুই নিঃস্বার্থ! যা শুধুই ত্যাগের। কখনো আবেগী কখনো মিলনের সুখে কখনো বিরহের করুণ গল্প নদী।
'ঘাসফুলেরা হারায়' কবিতায় কবি বলেছেন, ঘাসফুলের পাতা গজায় পায়ের তলায় দলতে সাঙ্গ হবে তবের লীলা আর হবে না নাচতে। এ এক চমৎকার অভিব্যক্তি। অন্য কবিতায় তিনি ঘাসফুল এবং দুরন্ত কিশোরীর কিছু বিষয় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি শেষে বলেছেন, কিশোরী তুমি ঘাসফুলের মতো হতে চাও? নাকি বাগানের মোহনীয় গোলাপ! ঘাসফুলের অপার সৌন্দর্য দিলাম তোমায়! বইয়ের নামকরণে মিল রেখে কবি কবিতাগুলোকে খুবই চমৎকার লেখনিতে তুলে ধরেছেন।
(প্রচ্ছদ: রাজিব আহমেদ; প্রকাশক: মোঃ মেহের ফারুক প্রকাশক: বর্ণবিন্যাস; প্রকাশ কাল: বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ)

বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনেও ফিলিস্তিনি সমর্থন

৬ পৃষ্ঠার পর

অসংখ্য ঘটনা আমেরিকার সহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে। শতাধিক শিক্ষক গ্রেফতার হয়েছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই এসোসিয়েশন। তারাও আন্দোলনের সমর্থনে দিয়ে ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে উপস্থিত হন। সারা দেশে আড়াই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমেরিকায় বর্ণবাদ বিরোধী, ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী, সাম্প্রতিক ওয়ালস্ট্রিট মুভমেন্ট, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার ইত্যাদি বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর গণহত্যার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার এত বড়ো আন্দোলন হতে দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আন্দোলনের ব্যাপকতা অনেক গভীরে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন মুনাফা অর্জনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বানিয়ে যা করা হচ্ছে তাতে তাদের অনেক কথা শুনতে হয়। তাদের বাঁধা ছকে চলতে হয়। এটা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের সাথে মানায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনা বিরোধী। আর এই চেতনা রক্ষার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন ইজরায়েল সংঘাত বিশ্বের এ সব সমস্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত আলোচনা হতে পারে। চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য একটি মত বেরিয়ে আসতে পারে। তারা হবে দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শক। যা দমন নিপীড়নের মাধ্যমে সম্ভব নহে। পৃথিবীব্যাপী এত আন্দোলন সংগ্রাম ছাত্র জনতার এত ত্যাগের পিছনে একটিই মাত্র কারণ। গত বছর ৭ই অক্টোবর থেকে হামাস নির্মূলের নামে ফিলিস্তিনে যে গণহত্যা চলছে নেতানিয়াহুকে তা বন্ধ করতে হবে। দ্বি-রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সমাধানের পথে আসতে হবে। প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রায় অভিযানের আক্রমণে ৩৫ হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। যার অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী। ৭৮ হাজার সাধারণ মানুষ বিনা চিকিৎসায় বিকলাঙ্গ অবস্থায় কাতরাচ্ছে। মানুষের বাড়িঘর, উপাসনালয় হাসপাতাল সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এখানে পুনর্গঠনে বিশ বছর সময় লাগবে। জাতিসংঘ সহ সারা দুনিয়ায় মানুষ অনুরোধ করেছিলো রাফায় আক্রমণ না করার জন্য। কারণ সামান্য এলাকার শরনার্থী শিবিরে প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ অবস্থান করছিলো। কিন্তু সবদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইজরায়েল বাহিনী স্থলে,জলে আকাশ পথে আক্রমণ করে শেষ রক্তের হোলিখেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু চান পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ও জাতির নাম নিশানা মুছে দিতে। কিন্তু তা কি সম্ভব? এখন তো ফিলিস্তিনি পতাকা স্কার্ফ ইত্যাদি পৃথিবীর মানুষের ভালোবাসায় বুকের ভিতর এবং তা ঘরে ঘরে স্থান স্থান পাচ্ছে। এক জরিপে জানা যায় পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তার শীর্ষে মানুষের হাতে হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা। এর খেসারত বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু আর তার আশ্রয় দাতা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে যে দিতে হবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। কারণ নির্বাচনের আগে দেশে দেশে মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভ তা বলে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতি প্রথম থেকেই অস্ত্র সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে বিশ্ব নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে। আমেরিকা যদি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিমেষেই পৃথিবী থেকে ইজরায়েল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবরা ফিরে পাবে তাদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। আর সেই দিন ছাত্র জনতা সাদা কালো ফিলিস্তিনি স্কার্ফ, পতাকা হাতে হাসিমুখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই করবে আলিঙ্গন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়।
লেখক: রাজনীতিক ও কলামিস্ট, নিউইয়র্ক।

ডোনাল্ড লুর ফুচকা সফর ও জেনারেলকে নিষেধাজ্ঞা

৫ পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটনের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলেই ইঙ্গিতবাহী পদক্ষেপ হিসেবে এ নিষেধাজ্ঞা? তবে ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে তারা দেখতে চেয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার অভিযোগগুলোর তদন্ত করে কি না। এখন তারা বলতে পারবে বাংলাদেশ সরকার যেহেতু অভিযোগগুলো গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও তা তদন্ত করেনি, তাই তারা এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। এখানে স্মরণ করা দরকার, আল-জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন' প্রচারের পর সরকারের অনেকে ওই টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ব্যাপক বিতর্কের মুখে জেনারেল আজিজ বলেছিলেন, চাকরি থেকে অবসরের পর পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে সব তথ্য তুলে ধরা হবে। এগুলোর কিছুই হয়নি। বরং আল-জাজিরা ওই প্রতিবেদনের জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাতটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। জেনারেল আজিজ-সম্পর্কিত বিবৃতিতে বাংলাদেশ প্রশ্নে তিনটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়নের প্রতিফলন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, তাদের বিবেচনায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটছে এবং অপরাধের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা বা আইনের শাসন অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আর এসবই ঘটছে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে, যিনি বা যাঁরা ক্ষমতাধর। যুক্তরাষ্ট্র যখন তার ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিতে বাংলাদেশকে পেতে চায় এবং চীনের সম্ভাব্য প্রাধান্য বিস্তার রুখতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রশ্নে আগের অবস্থানে অনড় নেই, তখন সাবেক সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা দুই দেশের সম্পর্কে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় হচ্ছে, র‍্যাব ও তার সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার পর সরকার যতটা কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এখন তেমনটি ঘটেনি। হতে পারে, নিকট ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচন না থাকায় সরকার এর রাজনৈতিক প্রভাব খুব একটা অনুভব করছে না। 'এটি সেনাবাহিনীর বিষয়' বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ সে কথা বলেছেন, সেটিও বিবেচ্য। কেননা অভিযোগ ওঠার পর সেনাসদর থেকে দুই দফা বিবৃতি দিয়ে তা নাকচ করা হয়েছিল। এর আগে র‍্যাব ও সোয়াতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষমতাসীন দল ও সরকার অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে। ওই দুই বাহিনীর সদস্যরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা সরকারের জন্য বড় কোনো সমস্যা তৈরি করেনি। কিন্তু সমস্যা হলো, নিষেধাজ্ঞা একবার আরোপ হলে, তা থেকে যে সহজে মুক্তি মেলে না, তার প্রমাণ ইতিমধ্যে একাধিকবার মিলেছে। জিএসপিসুবিধা প্রত্যাহারের পর দেড় যুগ ধরে নানা তদবিরেও কাজ হয়নি। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রয়োজনে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বেশি দিন থাকবে না বলে যাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁদের জন্য কোনো সুসংবাদ আসেনি। সোয়াতের বিরুদ্ধে সেই আশির নিষেধাজ্ঞাও বহাল আছে। এভাবে নিষেধাজ্ঞার তালিকা দীর্ঘ হতে থাকলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতি আদৌ কি আর সহনীয় পর্যায়ে থাকবে?

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ঢাকা।

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক, প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এলইডি, চ্যানেল লেটার, মেনু বোর্ড, ব্যানার, ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমিং ইত্যাদি কাজ করা হয়।

NOVA CONSTRUCTION & SIGN INC.

CONSTRUCTION &RAKA SIGN INC.

70-34 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com

Tel: 646-920-7788

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৭-৭৭১৭

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায় | সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অটিজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★৫টি রোড লেসন,
- ★রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- ★পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · Simple Mobile · h2o · T-Mobile · Univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372.

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

রোগ প্রতিরোধে মেডিটেশন

১৮ পৃষ্ঠার পর

কমেছে। স্থূল রোগীরা অতিরিক্ত ওজনও কমাতে পেরেছে। অন্যদিকে যারা মেডিটেশন চর্চা করেনি, তাদের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ৮৬ জন স্থূল নারীকে দুটি দলে ভাগ করেন। প্রত্যেকের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়ামচর্চা এবং চাপমুক্ত জীবনযাপন নিশ্চিত করা হয়। তবে একটি দল এর পাশাপাশি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে। আট সপ্তাহ পর দেখা যায়-অতিরিক্ত ওজন, ঘুমের সমস্যা, দুশ্চিন্তা দূর করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়েছে। তবে শুধু মেডিটেশন চর্চাকারীদের ব্লাড সুগার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন এমন ১৫০ জনকে নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ড. রবার্ট স্নিডার ও তার টিম। এক বছর ধরে দিনে দুবার ২০ মিনিট করে মেডিটেশন করানো হয় এ রোগীদের। গবেষণার ফলাফল হলো, মেডিটেশন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) ও মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় ২০১২ সালে। আট সপ্তাহব্যাপী মেডিটেশন প্রোগ্রামে অংশ নেন এ রোগীরা। এতে দেখা যায়, পুনরায় স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে এবং মানসিক অবসাদ দূর করতে ভূমিকা রেখেছে মেডিটেশন। ২০০০ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মেডিকেল জার্নাল 'স্ট্রোক'-এ বলা হয়, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম কারণ দেহে রক্তনালিগুলোর অতিরিক্ত পুরু হয়ে যাওয়া। মেডিটেশন এ বিষয়টিকে প্রতিরোধ করে। ফলে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকখানি কমে যায়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ।

ব্রেনের ক্ষয় রোগ পারকিনসন্স

১৮ পৃষ্ঠার পর

রোগীরা যত বেশি নড়াচড়া, চলাফেরা, ব্যায়াম করবেন, তত বেশি ভালো থাকবেন।

** চিকিৎসা কি বন্ধ করা যায় : পারকিনসন্স একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ, নিরাময়যোগ্য নয়। অর্থাৎ এ রোগের চিকিৎসা কখনো বন্ধ করা যাবে না। ডায়াবেটিস, ব্লাড-প্রেসার, শ্বাসকষ্টের ওষুধের মতোই এ রোগের ওষুধও সারাজীবনই খেয়ে যেতে হবে। ডায়াবেটিস, ব্লাড-প্রেসারের ওষুধ যেমন মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্ট করতে হয় অর্থাৎ কমাতে বাড়াতে হয়, ঠিক একইভাবে পারকিনসন্স রোগের ওষুধও প্রয়োজনে সময়ে সময়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। শুধু রোগের কারণ ছাড়াও, এ রোগের ওষুধের কারণেও কিছু সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় শারীরিক সমস্যা হয়। রোগের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার দিকেও নজর ও প্রয়োজনে আলাদা চিকিৎসা দিতে হয়। সুতরাং রোগীর উচিত হবে, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং নিজের সুবিধা-অসুবিধা এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ফলোআপে থাকা। কোন পরিস্থিতিতেই একদিনের জন্যও ওষুধ বাদ দেওয়া যাবে না।

লেটস ব্রেক দ্যা সাইলেন্স

২৫ পৃষ্ঠার পর

আমাদের আরও সহনশীল ও যত্নবান হতে হবে। আরেকটি বার্তা বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের প্রতি, যাতে তারা হতাশ না হন কারণ বিশেষ শিশুদের সাফল্যের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে এবং নিয়মিত যত্ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিশেষ শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব। সামাজিক জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন লেটস ব্রেক দ্যা সাইলেন্স (LBTS) নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এলবিটিএস প্রধানত বিশেষ শিশুদের সাফল্যের গল্পগুলো নিয়ে তৈরি করা মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে। তাছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যমে তারা তাদের আহবান সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। যেমন, স্ট্রিট শো, আর্ট ক্যাম্প, বিশেষ শিশুদের সৃজনশীল নানা কর্মকান্ডের প্রদর্শনী, বিখ্যাত শিল্পীদের ও বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের সাথে অনলাইন লাইভ আড্ডা ইত্যাদি। বিশেষ শিশু ও তাদের অভিভাবকদের বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসিতেও তারা তৎপর রয়েছে। জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় তারা বিভিন্ন দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনা করে। যেমন, বিশেষ শিশু ও তাদের অভিভাবকদের জন্য চিকিৎসা শিবির, বিনামূল্যে খাদ্য, ঔষধ ও হুইলচেয়ার বিতরণ, স্কুল ফি প্রদান, মাসের বাজার প্রদান, এবং আর্থিক অনুদান প্রদান ইত্যাদি। তাছাড়া বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের মানসিক সাপোর্ট দিতে ও মনোবল অটুট রাখতে তারা বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রবক্তারা নিউইয়র্ক ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান Autism Awareness and Support Organization Inc. এবং এর মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালী বিশেষ শিশু ও তাদের পরিবারের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, বিশেষ শিশুরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা খুবই প্রয়োজন। আমাদের সামান্য যত্ন ও মনোযোগ তাদের বেড়ে ওঠা ও উন্নত জীবন লাভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সবাই মিলে সুন্দর একটি সমাজ গড়ে তুলতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

kw LANDMARK II

KELLERWILLIAMS. REALTY

Each Office is Independently Owned & Operated

MLS

BECOME A REAL ESTATE AGENT TODAY

Join our dynamic team of real estate professionals! We're looking for motivated individuals who are passionate about helping clients find their dream homes. No experience necessary - we provide comprehensive training and support. Join us and take the first step towards a rewarding career in real estate!

Email: mdahossain@kw.com

Phone: 347-774-6432 (text prefer)

MARRIAGE REGISTRY OFFICE

(Certified By City)

MUFTI ABDUL ALIM

Imam: Baitul Ahad Islamic Center Inc

We provide Marriage Services with Islamic Sariah and Issue Marriage Certificate According to New York's Law

107-58 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435

Contact: 917-463-6918

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত)

মুফতি আব্দুল আলীম

ইমাম: বাইতুল আহাদ ইসলামিক সেন্টার ইনক

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়

১০৭-৫৮ সাটফিন বুলবার্ড, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৬৩-৬৯১৮

Wasi Choudhury & Associates LLC

* INCOME TAX
* ACCOUNTING
* TAX AUDIT
* BUSINESS SET UP

Member: naea, NYSSEA, IRS e-file IRS Authorized E-File Provider

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS

Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

STUDY IN USA
আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা

আপনার সন্তান, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা আগ্রহি যে কেউ যদি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে চান তবে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ।

INSURANCE
AUTO-HOME-BUSINESS-LIFE
(Personal & Commercial)

CHANGE OF STATUS (B1/B2 TO F-1), TRANSFER OF SCHOOL/COLLEGE
ANY F-1 STUDENT RELATED ISSUES, COLLEGE APPLICATIONS FOR LOCALS
LIFE INSURANCE -- RETIREMENT PLANS-- MORTAGE PROTECTION
IRS E-FILE-TRANSLATIONS -INTERPRETING-BUSCONSULTATIONS
ANY NON-LGEAL PAPERS WORKS/ONLINE-ENGLISH DRAFTS (N/L)-RESUME

Md Khalid Mostak MBA(18)&BBA(USA), IA/ESL (France)
USIDHR Certified Consultant, Member:Ex-NAFSA, Since 2000
NYS Licensed Insurance Broker

Office Address:
37-23, 72nd Street, Second Floor, Suite: 01
Jackson Heights, New York 11372

Tel: (347) 536-9484 (By Appointment Only)

Disclaimer: Decisions only Depends on The Designated Authority like Schools,Consulate, Carriers etc.

আমরাই সবচেয়ে কম দামে এয়ার টিকিট দিয়ে থাকি

আমরা সৌদির ভিসা এবং ওমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

Samia
One Stop Service
সামিয়া ওয়ান স্টপ সার্ভিস

Our Services:
- Money Transfer
- Air Tickting
- Tax Filling
- Immigration
- Notary Service
- All Kinds of Online Forms

আমাদের সার্ভিস সমূহ:
- মানি ট্রান্সফার
- এয়ার টিকেটিং
- ট্যাক্স ফাইলিং
- ইমিগ্রেশন
- নোটারি সার্ভিস
- সকল প্রকার অন-লাইন ফরম পূরণ করা হয়।

We process Student Visa (F1) Application in diffrent Universities across the State

WE PROCESS ALL COUNTRY'S TOURIST VISA APPLICATIONS

আমরা সব দেশে টুরিস্ট ভিসার আবেদনে সহযোগিতা করে থাকি

President & CEO

Phone : 718-255-6151
708-255-6381
Cell : 929-507-7764
E-mail: Samiatravels1@gmail.com
73-19, 37th Road
Jackson Heights
(Diversity Plaza), NY11371

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগঃ
914-343-2629 (Nuri)

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগঃ আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

FUTURE DataServices

MAKE $95K TO $170K YEAR
WITH AS LITTLE AS
5 MONTHS OF TRAINING
YOUR TECHNOLOGY CAREER BEGINS HERE!

WEEKEND AND LIVE ONLINE CLASSES AVAILABLE

Why Choose Us?

- Industry Experts with over 10 years of experience
- hands On Training
- In-Demand Next Generation Tehnologies
  - Hadoop Administration / Development
  - Data Science
  - Cloud Technologies
  - Business Intelligence (BI)
- Professional Development
  - Resume Prep
  - Mock-Interciew Session
  - Corporate Technology Overview
- 100% Job Placement Assistance
- Technical Assistance after Job placement
- Get a stable career for your future

MAKE $95K TO $170K YEAR

TECHNICAL DEVELOPMENT

- HADOOP ADMIN/ DEVELOPER-BI
- DATABASE ADMIN/DEVELOPER-BI
- SYSTEM ENGINEER
- LINUX ADMINISTRATOR
- SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

Linux · Hadoop/Big Data · SQL/DBA · Data Science · Python

WHY WORK HARD WHEN YOU CAN WORK SMART?
CONTACT US FOR FREE ORIENTATION CLASS
ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়

CALL US 347-345-8512 929-393-5200 929-393-5443

169-24, Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY, 11432
15 Gregory Street, Valley Stream, NY, 11580
www.futuredataservices.com mdali@futuredataservices.com

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appointment

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

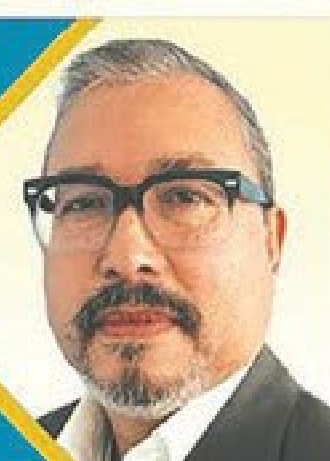

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

এবার অস্কারের পাতায় আলিয়া ভাট

৩৬ পৃষ্ঠার পর

'লিপওয়েলে সুলতানিয়া লে জায়েজে'র ঝলক জায়গা করে নিয়েছিল এই অজর্জাল ঠিকানায়। বলা প্রয়োজন, আলিয়া ভাট এই সময়ের বলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রীদের একজন। পরপর সফল ছবি উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি। জিতেছেন ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এছাড়া বলিউডের ছবিতেও কাজ করে ফেলেছেন ইতোপূর্বে। আগামীতে তাকে দেখা যাবে ভাসান বালা পরিচালিত 'জিগরা' ছবিতে। এটি মুক্তি পাবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর। সূত্র: ইন্ডিয়া টিভি

ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে কানসৈকত

৩৬ পৃষ্ঠার পর

প্রাপ্তের ফিল্ম স্কুলের ২ হাজার ২৬৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এরমধ্যে নির্বাচিত হয়েছে ১৮টি ছবি। দ্বিতীয় দিনের প্রদর্শনী হয়েছে বুনুয়েল থিয়েটারে। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় ফিলিস্তিনের দার আল-কালিমা ইউনিভার্সিটির সাইফ হাম্মাশ পরিচালিত "দ্য মিয়ার'স টুথ", যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির আড্রিয়া সেপালোভিচ পরিচালিত 'আউট দ্য উইন্ডো থ্রো দ্য ওয়াল', ফ্রান্সের ন্যাশনাল স্কুল অব ডেকোরেটিভ আর্টসের (ইএনএসএডি) রবিনসন ড্রোসোস পরিচালিত 'ইকোস', চীনের বেইজিং ফিল্ম অ্যাকাডেমির শিওয়েন কেং পরিচালিত 'ম্যানিশফ লাস্ট'। দুপুর ২টায় দেখানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির (এনওয়াইইউ) ইস্ট এলিয়ট পরিচালিত 'টার্মিনাল', কোরিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আর্টসের ইয়ুরি লিম পরিচালিত 'ফরেস্ট অব টেঁ', লেবানিজ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ইয়োহান আব্দেলনূর পরিচালিত 'ক্রেন ম্যান' এবং গ্রিসের অ্যারিস্টোটল ইউনিভার্সিটি অব থেসালোনিকির নিকোস কোলিয়োকোস পরিচালিত 'দ্য কেভস পি লেফট বাইন'।
সিনেমা দ্যু লা প্লাজ : সমুদ্র সৈকতে খোলা আকাশের নিচে বুধবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে সিনেমা দ্যু লা প্লাজ বিভাগে দেখানো হয়েছে ফ্রান্সের জাঁ-ফ্রাঁসোয়া পরিচালিত নতুন অ্যানিমেটেড ছবি 'টোকাম অ্যান্ড মি'।

রিকি পন্টিংকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব

৫৬ পৃষ্ঠার পর

পারব না।' তবে অস্ট্রেলিয়ার দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক জানালেন, তার ছেলে ফ্লেচার চায় বাবা চাকরিটা করুক। পন্টিং বলেন, 'আমার পরিবার এবং বাচ্চারা গত পাঁচ সপ্তাহ আইপিএলে কাটিয়েছে। তারা প্রতি বছরই আসে। আমার ছেলেকে বলছিলাম—বাবা, আমি তো ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছি। সে বলল—এটা করো বাবা। আগামী কয়েক বছর আমরা এখানে থাকলে ভালোই লাগবে। তারা এখানটা এবং ভারতের ক্রিকেট সংস্কৃতি এতটাই পছন্দ করে ফেলেছে। তবে এই মুহূর্তে আমার লাইফস্টাইলের সঙ্গে এটা মিলবে না।'

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের এক টিকিট ২০ হাজার ডলারে বিক্রি!

৫৬ পৃষ্ঠার পর

জন্য (#ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ) খেলার জন্য আসন প্রতি ২০ হাজার ডলারে টিকিট বিক্রি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ হচ্ছে খেলার সম্প্রসারণ এবং বেশি পরিমাণে ভক্তদের ক্রিকেটে আগ্রহী করে তুলতে। এর মানে এই নয় যে, দরজায় দাঁড়িয়ে লাভের উপায় খুঁজে বের করা। টিকিটের জন্য ২ হাজার ৭৫০ ডলার নেওয়াই শ্রেয়। এটি শুধুই ক্রিকেট নয়।'
তবে ললিত মোদির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি আইসিসি।

সিরিজ হারের লজ্জায় ডুবলো বাংলাদেশ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের আলি খান ২৫ রান দিয়ে নেন তিনটি উইকেট। এর আগে ৬ উইকেটে ১৪৪ রান তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্র। প্রেইরি ভিউতে ব্যাট করতে নেমে রয়েসয়ে খেলে তারা। কঠিন বল পেলে খেলেছে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, আর খারাপ বল পেলেই হাঁকিয়েছে বাউন্ডারি কিংবা ছক্কা।
মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও শরিফুল ইসলামকে দেখেশুনে খেলে উদ্বোধনী জুটিতে ৪৪ রান করেন দুই ওপেনার স্টিভেন টেইলর ও মোনাঙ্ক প্যাটেল। সপ্তম ওভারে বল করতে এসেই জুটি ভাঙেন রিশাদ হোসেন। দুই বলে দুই উইকেট শিকার করেন এই অফস্পিনার।
ওভারের চতুর্থ বলে রিশাদকে লংঅন অঞ্চলে উড়িয়ে মারেন টেইলর। সেখানে ফিল্ডিং করছিলেন তানজিম হাসান তামিম। সুযোগ মিস করলেন না তিনি। টেইলরের (২৮ বলে ৩১) সহজ ক্যাচটি মুষ্টিবদ্ধ করেন তিনি।
পরের বল গুগলিতে করেন রিশাদ। নতুন ব্যাটার গাউস (১ বলে ০) কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইরের দিকে বেরিয়ে যাওয়া বলটি ব্যাটে স্পর্শ করিয়ে দেন। সহজ ক্যাচ নেন উইকেটরক্ষক জাকের আলি।
এরপর তৃতীয় উইকেটে আবার জুটি করেন স্বাগতিক দলের দুই ব্যাটার প্যাটেল ও জোনস। দেখেশুনে খেলে ৫৬ বলে ৬০ রানের জুটি করেন তারা। অবশেষে তাদের সেই জুটি ভাঙেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতি এই পেসারকে লংঅনে উড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন জোনস (৩৪ বলে ৩৫)। বাউন্ডারি লাইন থেকে দ্রুত গতিতে দৌড়ে এসে তাকে সহজ ক্যাচ বানান মাহমুদউল্লাহ। এদিন কোরি অ্যান্ডারসনকে সুবিধা করতে দেননি পেসার শরিফুল। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে তাকে বোল্ড করে দেন বাঁহাতি পেসার। ১০ বলে ১১ রান করেন অ্যান্ডারসন। একই ওভারের চতুর্থ ফিফটির পথে হাঁটতে থাকা প্যাটেলকেও (৩৮ বলে ৪২) বোল্ড করেন শরিফুল।
প্রথম টি-টোয়েন্টির দিনের ম্যাচসেরা হারমিত সিংয়ে আজ রানের খাতাই খুলতে দেননি মোস্তাফিজ। তাকে সাকিবের হাতে ক্যাচ বানিয়েছেন তিনি। আর ৭ রানে অপরাজিত ছিলেন নীতিশ কুমার। বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট শিকার করেন রিশাদ, শরিফুল ও মোস্তাফিজ।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

জ্যামাইকায় সাংবাদিককে জখম করে গাড়ী ছিনতাই

৩ পৃষ্ঠার পর

জানান। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা রিংকু ২০১৭ সালে আমেরিকায় আসেন। তার আহত হবার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেলে বাংলাদেশে তার পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।
এর একদিন আগে ১৬ মে জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রিটের হিলসাইডে একটি গ্রোসারি দোকানে যাবার সাথে সাথে একটি হোন্ডা একর্ড গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যায় এক যুবক। গাড়ীটির মালিক হাইতি থেকে আসা ওমর বাইরে এসে গাড়ী না পেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় গাড়ীটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন বলে জানান।
২০৫-৩৫ হলিস অ্যাভিনিউতে সকাল ৯.৩৪ মিনিটে বিপি গ্যাস স্টেশনের কাউন্টারে ফিলিপস কথা বলার সময় এক অজ্ঞাত স্পেনিশ মেয়ে তার সঙ্গে পরিচিতি হতে আসেন। ফিলিপস কথা বলার ফাঁকে তার মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ীটির পাশে আরেকটি গাড়ী এসে দাঁড়ায়। ওই গাড়ী থেকে এক যুবক নেমে তার গাড়ীতে উঠে বসে এবং মুহূর্তে গাড়ী নিয়ে চলে যায়। তিনি কাউন্টারে এসে দেখেন তার সঙ্গে যে মেয়েটি কথা বলছিল তিনিও নেই। পরে ফিলিপস বুঝতে পারেন মেয়েটিসহ পুরো একটি চক্র গাড়ী ছিনতাই কাজে জড়িত। ফিলিপস জানান, পুলিশের সহযোগিতা চাওয়ার পর চেষ্টা চলছে নতুন এই গাড়ীটি উদ্ধারের। কুইন্সের জ্যামাইকার বিশাল এলাকাজুড়ে প্রায়ই এমন গাড়ী ছিনতাইয়ের ঘটনায় মালিকরা এখন আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান।

বুদ্ধের শিক্ষায় অশান্ত বিশ্বে শান্তি নামুক

১২ পৃষ্ঠার পর

অপর পাড়ে কুশিনগরের উপবর্তনের জোড়া শালবৃক্ষের নিচে নির্বাণশয্যায় শায়িত হলেন। সেদিনও ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধ নামের যে মহাপূর্ণ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উদিত হয়েছিলেন; জগৎকে মুক্ত জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে পুনরায় শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অস্তমিত হলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম, বোধিলাভ এবং তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ এই তিন কালজয়ী ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়। তাই বৈশাখী পূর্ণিমার অপর নাম বুদ্ধপূর্ণিমা। এই আনন্দক্ষণে অশান্ত বিশ্বের শান্তি বর্ষিত হোক।
লেখক: কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামু, কক্সবাজার।

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

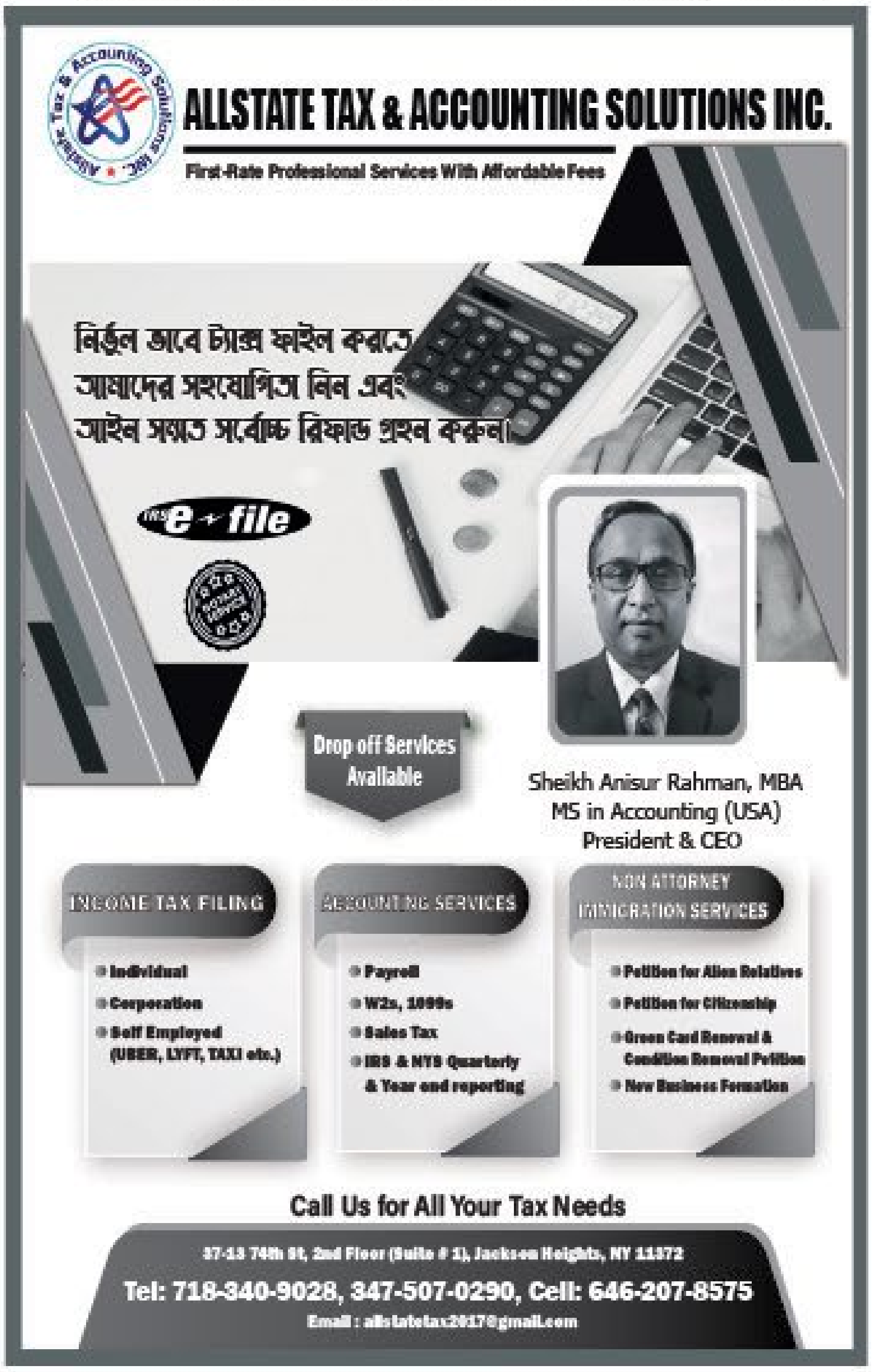
ALLSTATE TAX & ACCOUNTING SOLUTIONS INC.
First-Rate Professional Services With Affordable Fees
নির্ভুল ভাবে ট্যাক্স ফাইল করতে আমাদের সহযোগিতা নিন এবং আইন সম্মত সর্বোচ্চ রিফান্ড গ্রহন করুন।
e-file
Drop off Services Available
Sheikh Anisur Rahman, MBA
MS in Accounting (USA)
President & CEO
INCOME TAX FILING
Individual
Corporation
Self Employed (UBER, LYFT, TAXI etc.)
ACCOUNTING SERVICES
Payroll
W2s, 1099s
Sales Tax
IRS & NYS Quarterly & Year end reporting
NON ATTORNEY IMMIGRATION SERVICES
Petition for Alien Relatives
Petition for Citizenship
Green Card Renewal & Condition Removal Petition
New Business Formation
Call Us for All Your Tax Needs
37-13 74th St, 2nd Floor (Suite # 1), Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-340-9028, 347-507-0290, Cell: 646-207-8575
Email : allstatetax2017@gmail.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।
বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

NAFS TRAVEL INC.

নাফস্ ট্রাভেল ইন্‌ক

SANU SHEAK (SANA)

Cell: 347-537-7657

Emirates
QATAR
TURKISH AIRLINES
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
ETIHAD
EGYPTAIR
AIR FRANCE
DELTA

পৃথিবীর যেকোন দেশে যাওয়া আসার জন্য আমরা সুলভ মূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

আমরা ওমরার ফ্যামিলি প্যাকেজ করে থাকি

LOWEST GUARANTEED INTERNATIONAL & DOMESTIC AIR TICKETS

Special Umrah Fare !

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street,
Jackson Heights, NY 11372
(INSIDE MOLLIKA ELECTRONICS, NEXT TO CITI BANK)
Email: nafstravel@gmail.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

- The easiest way to buy and sell a home
- Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
- Buying and selling a home as an investment
- The market price of house goes up and down
- Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
- What to do to buy your own house
- Rules of buying and selling properties
- Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সাইনুসাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

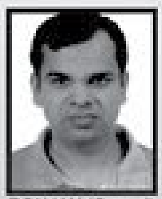

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

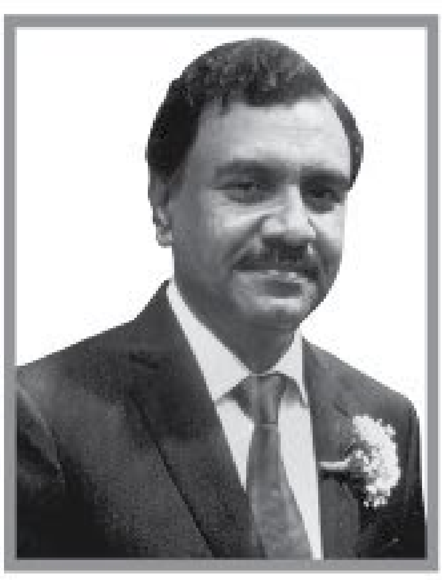

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX (ALL STATES)
- BUSINESS TAX
- OPEN NEW BUSINESS
- IMMIGRATION HELP
- SNAP/ HOME CARE SERVICES
- NOTARY AND MUCH MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (HONOURS), M.S.S (ECONOMICS)
DHAKA UNIVERSITY, BANGLADESH

IRS e-file

স্বল্প খরচে দক্ষ এবং প্রফেশনাল সার্ভিস গ্রহণ করুন। IRS ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY11432
(সাগড় রেস্টুরেন্ট-এর উপরে)
Cell: 347-567-2060
Email: rashidtax2@gmail.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates, Biman Bangladesh Airlines, Egyptair, Qatar, Etihad, Kuwait Airways, Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express, small world, ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

Magical Natural & Homeophathy Inc
25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* ঘাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টিং ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

নিউইয়র্কে চাকরি ছাড়ার হিড়িক

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কর্মজীবিরা নতুন জব পাওয়ার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী। চাকুরি ছাড়লে নতুন চাকুরি পাবেন এমন নিশ্চয়তা থেকেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এদিকে স্টেটের হিসেব মতে বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় ৫০ লাখ পদ এখন শূন্য রয়েছে। এ সব পদেও জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও সিটি মেয়র এরিক এডামসও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। লেবার ফোর্স বাড়ানোর জন্য তারা এসাইলাম প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট দেবার জন্য ফেডারেল সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে চাকুরি ছাড়ার পেছনে অন্য যুক্তিও রয়েছে। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সীগুলো বলছে, নিউইয়র্কে ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও ছেলেমেয়েদের ভালো পরিবেশে ও স্কুলে লেখাপড়ার করানোর ইচ্ছায় অনেকে নিউইয়র্ক ত্যাগের জন্য চাকুরি ছাড়ছেন। তারা বেছে নিচ্ছেন দূরবর্তী স্টেট ও শহরগুলোকে। এর মধ্যে টেক্সাস ও ফ্লোরিডা অনেকের পছন্দ। অনেকে নিউইয়র্কের আপস্টেট, বিংহ্যামটন, সিরাকুজ কিংবা রচেস্টারেও মুভ করছেন। পুলিশ অফিসার হিসেবে নিউইয়র্কে যারা কাজ করেছেন বা করছেন তাদের চাহিদা অন্য স্টেটে খুবই বেশি। অন্যান্য স্টেট ও সিটি নিউইয়র্কেও পুলিশ অফিসারদের উচ্চ বেতন ও পদ দিয়ে হায়ার করছে। ইতোমধ্যে অনেক পুলিশ অফিসার চাকুরি ছেড়ে অন্য স্টেটে গিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইউএস ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিক (বিএলএস), জানিয়েছে, ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে ৫ লাখ ১০ হাজার নিউইয়র্কার চাকুরি ছেড়েছেন। ২০২৩ সালের এই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ছিল ৪ লাখের মতো।

ঐক্যের পথে ফোবানা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা দেন। এ সময় উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শাহ নেওয়াজ, কাজী আযম, নাহিদ খান সোহেল ও জিটিক খান উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে ফোবানা একাংশের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ঐক্য আমাদেও হয়ে গেছে। এখন সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে হবে। অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। তিনি বলেন, হাতে প্রয়োজনীয় সময় না থাকায় এবার আমরা একসাথে ফোবানা সম্মেলন করতে পারছি না। দুটি অংশের দুটি হোটেলের পেমেন্ট হয়ে গেছে। তাই এক সাথে এবার হচ্ছে না। ২০২৫ সালের লেবার ডে উইকেন্ডে এক ছাদের নীচেঐক্যবদ্ধ ফোবানা সম্মেলন হবে ইনশাল্লাহ। এটর্নি আলমগীর ও আবীর আলমগীরদের ফোবানার ঐক্য প্রক্রিয়ায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন নাহিদ খান সোহেল। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, এবাওে আমরা একসাথে সম্মেলন করতে পারছি না। তবে দুটি সম্মেলনই পাশাপাশি শহরে হচ্ছে। আমাদের সভায় প্রস্তাব এসেছে, উভয় সম্মেলনেই স্টেজে নেতৃত্বেও লাইন আপ থাকবে। উভয় সম্মেলনের প্রতিনিধিরা একসাথে দুই ফোবানাতেই স্টেজে লাইনআপে থাকবেন। নাহিদ খান সোহেলের নেতৃত্বে ঐক্য প্রক্রিয়ায় কাজ করছেন মাহফুজ রহিম রেজা, জিটিক খান ও ড. এহসান চৌধুরী চিরো। ঐক্যকে বাস্তবে রূপ দিতে অপর অংশে কাজ করছেন শাহ নেওয়াজ, মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম শিকদার, কাজী আজম ও ফিরোজ আহমেদ। এদিকে গত বুধবার রাতে ফোবানার দুই এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর ও কাজী আযম স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি বলা হয়েছে, ফোবানার 'ট্রেডমার্ক লোগো'র অবৈধ ব্যবহার বন্ধ ও ট্রেড মার্কটি নিবন্ধিত করার জন্য ২০১৯ সালে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা 'ফোবানা' পক্ষে বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন মোহাম্মদ হোসেন খান। এই মামলাটির আপডেট জানাতেই এই যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ১৯৮৭ সালে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি এবং গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি'র কয়েকটি সংগঠনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই মূলত ফোবানা'র পথ চলা শুরু। পরবর্তীতে পুরো নর্থ আমেরিকার সংগঠনগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে 'বাংলাদেশ সম্মেলন' নাম পরিবর্তন করে ফোবানা নাম গ্রহণ করা হয়।

কয়েক বছর পর কিছু সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হলে আলাদা আলাদাভাবে ফোবানা সম্মেলন হতে থাকে। প্রতি বছরএকাধিক ফোবানার আয়োজন হলেও সব সংগঠনকে একত্রিত করে একটি ফোবানা সম্মেলনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। কিন্তু এত দিনেও কোন সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। প্রতি বছরই বিভিন্ন গ্রুপ 'ফোবানা' নাম ও লোগো ব্যবহার করে সম্মেলন অনুষ্ঠান করছে। এতে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। এই বিভ্রান্তি নিয়ে ২০১৯ সাল থেকে মামলাও চলছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে ফোবানা নেতৃবৃন্দেও মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় বারবার উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি সমাজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ফোবানার মূল লক্ষ্য, বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শেকড় এদেশের মাটিতে প্রোথিত করা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ফোবানাকে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়গুলি উঠে আসে।

আলোচনায় উভয় পক্ষই সমঝোতার ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে সম্মত হন। সমঝোতার বিষয়গুলি হচ্ছে, (১) বর্তমানে মোহাম্মদ আলমগীর এবং আবীর আলমগীরের নেতৃত্বাধীন ফোবানা সংগঠনের নিবন্ধনকৃত ট্রেডমার্ক সংবলিত লোগোটি ব্যবহার করবে এবং ট্রেডমার্ক এর মালিক থাকবে। (২) মোহাম্মদ হোসেন খান ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা ইনক আদালতে দাখিলকৃত তাদের দরখাস্ত আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার কওে নেবেন। (৩) বর্তমানে শাহনাওয়াজ ও কাজী আযমের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশন অব বাংলাদেশীএসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা 'ফোবানা' নামটি ব্যবহার করতে পারবেন এবং তাদের নিজস্ব পৃথক লোগো ব্যবহার করবেন। (৪) অন্য কোন সংগঠন, গোষ্ঠী অথবা সংগঠনবিরোধী কর্মকান্ডের জন্য বহিস্কৃত ব্যক্তির্বর্গ 'ফোবানা' নাম বা লোগো ব্যবহার করতে পারবে না। দরকার হলে উভয় পক্ষই যৌথভাবে যে কোনো অবৈধ কর্মকান্ডের মোকাবিলায় কাজ করবে। তাদের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফোবানা সম্মেলন যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবে আবারও ঐক্যবদ্ধ একটি প্লাটফর্মে ফিওে আসবে এবং বহির্বিশ্বে সর্ববৃহৎ প্রবাসী বাংলাদেশিদেও সর্ব বৃহৎ সংগঠন হিসেবে উত্তর আমেরিকার একযোগে কাজ করে যাবে।

এই ক্রিকেট আমাদের কতদূর নেবে?

১১ পৃষ্ঠার পর

চলছে দেখি না কী হয়? এমন আত্মঘাতী আচরণ! নেওয়া হচ্ছে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ মানেই অনেক প্রস্তুতি, প্রকৃত মেধাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ফর্ম ভালো নেই তবু লটারি কেনার মতো মানসিকতার কাউকে কি দলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? যুক্তরাষ্ট্রের মতো 'আনাড়ি' ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। সেখানে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা এমনকি শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের সঙ্গেও কি দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশ? সেই প্রস্তুতি অথবা সামর্থ্য আছে কি বাংলাদেশের? নাকি এবারও বিশ্বকাপে ক্রিকেট শিখতে গেছে বাংলাদেশ? জয় বড় কথা নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা। এটাই কি বাস্তবতা?

লেখক: কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, ঢাকা।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারকে কারণ দর্শাও নোটিশ

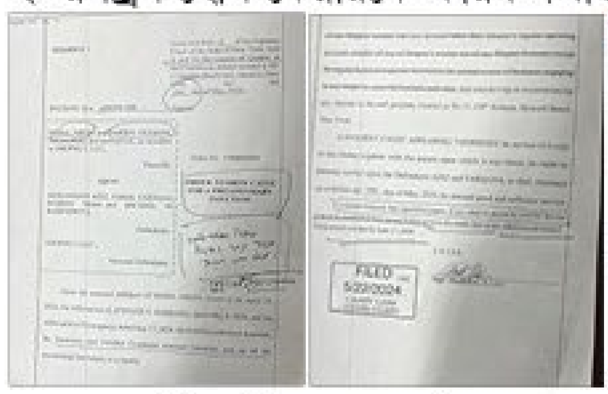

৬৪ পৃষ্ঠার পর

না তার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। আগামী ১৭ জুন তারিখের মধ্যে উত্তর দিতে বলেছেন আদালত। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ আজিজ আদালতের কোন নোটিশ পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে টেলিফোনে তিনি জানান, 'আমি কোন ধরনের নোটিশ পাইনি।' প্রসঙ্গত: স্বাস্থ্যবীমা চুরি ও জালিয়াতির অপরাধে ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর এম. আজিজকে সস্ত্রীক গ্রেপ্তার করে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি পুলিশ। ওই সময় নাসাউ কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেডেলিন সিঙ্গাস এ দম্পতি গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এম. আজিজ ও তার স্ত্রী যুক্তি করে প্রথম স্ত্রীর পরিচয় চুরি করে হাসপাতালে ভর্তিসহ ফার্মাসি থেকে ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র উত্তোলন করে আনছিল বলে অভিযোগ ছিল। বিষয়টি হাসপাতাল ও ফার্মাসির কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলে পুলিশে জানানো হয়। ওইদিন নাসাউ কাউন্টির পুলিশ কমিশনার প্যাট্রিক রেইডার বলেছিলেন, নাসাউ কাউন্টির পুলিশ বিভাগ এবং নাসাউ কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নি অফিস কর্তৃক জোরালো তদন্তের পর স্বাস্থ্যসেবা বীমা চুরি ও জালিয়াতির অপরাধে উক্ত বাংলাদেশি দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই দিন তিনি নগদ ৩ হাজার ডলারের বিনিময়ে জামিন নেন। এছাড়াও ২০২৩ সালে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তহবিল থেকে গঠনতন্ত্রের নিয়ম না মেনে আড়াই লাখ ডলার এম এ আজিজের 'কেয়ার কনস্ট্রাকশন গ্রুপের' অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছিল। সেই সময় তথ্য প্রমাণ উত্থাপন করে এটর্নি জেনেক ম্যাটেন বলেন, প্রথম দফায় এম আজিজের একাউন্টে আড়াই লাখ ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছিল, যা ছিল অবৈধ।

বাংলাদেশের পুরাকীর্তির খোঁজে

২৫ পৃষ্ঠার পর

থেকে শুরু করে মৌর্য পূর্ব, মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ, গুপ্ত ও পাল যুগ, মধ্যবর্তী কাল, সেন যুগ, সুলতানি ও মুঘল আমলের পুরাকীর্তির পরিচয় এখানে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে করতেই, বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমাকে উপলব্ধি করে খ্যাতকীর্তি বাঙালিদের স্মৃতিধন্য জনপদগুলো বিচরণ করেছেন লেখক। বাংলাদেশের এই মহামনীষীদের জন্মস্থান অথবা তাদের শেকড় কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে তা বহু তথ্যে তিনি বর্ণিত করেছেন তার গ্রন্থে। এই গ্রন্থে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, বঙ্কিম চন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কাজী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দোপাধ্যায়, তারু বন্দোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিন পাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরো অনেকের প্রসঙ্গ। ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে বহু লেখক তারা তাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বেড়াজালে আটকে যান। খন্দকার মাহমুদুল হাসান কিন্তু তাঁর এই প্রবন্ধে পক্ষপাতহীন দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেছেন। পুরাকাল থেকেই অবিভক্ত বাংলায় যে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ রাজন্যের শক্তিশালী একটা প্রভাব ছিল তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার লেখায় প্রকাশ করেছেন। এখানেই লেখকের স্বকীয়তা কুর্নিশ যোগ্য। সর্বশেষে বলি যে একটা দীর্ঘ সময়কালের বাংলাদেশের পুরাকীর্তি এবং ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে কোথাও একটু সমতাভাব হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়েছে এবং যার কারণে গল্পের প্রাণ হারিয়েছে। যেমন ধরুন, দুই বন্ধু যখন বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তারা এক জেলা থেকে আরেক জেলা ভ্রমণ করেন। এই যে ট্রানজাকশান-আমার খুবই দুর্বল লেগেছে। লেখক চাইলে কিছু ব্যক্তিগত ছোট ছোট গল্পের স্রোতের মধ্য দিয়ে সেতুটা তৈরি করতে পারতেন। একজন গল্পকার তার লেখায় গল্পের মধ্য দিয়েই পাঠকের মনন জগতে প্রবেশ করে সহজেই সকল তথ্য পৌঁছে দিতে পারে যেটা এই লেখায় অনুপস্থিত। এছাড়া এই গল্পের চরিত্র দুটো ছিল খুব সাদামাটা। চরিত্রে আমি কোনো রহস্য খুঁজে পাইনি, না কোনো বিস্ময়। আবেগের অনুপস্থিতি ছিল অনেক। চরিত্রগুলোকে আরও বর্ণময় করে তুললে উঠতি প্রজন্মের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত এই গ্রন্থ।

(প্রকাশকাল: নববর্ষ ১৪২৬ / প্রকাশনা সংস্থা: সুচেতনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।)

ট্যুরস্ এন্ড ফান

আমাদের সেবাসমূহঃ

ট্যুর সার্ভিস		১ জন	২ জন	৩ জন	৪ জন
১. ইসপ্রি ইসপ্ল্যাশ ওয়াটার পার্ক, নিউইয়র্ক (টিকেটসহ)	১ দিন	$৯৫	$৯৫x২	$৯৫x৩	$৯৫x৪
২. ওয়াশিংটন ডিসি ট্যুর	১ দিন	$১৯৯	$১৯৯x২	$১৯৯x৩	$১৯৯x৪
৩. লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক ট্যুর (টিকেটসসহ)	১ দিন	$১৪৮	$১৪৮x২	$১৪৮x৩	$১৪৮x৪
৪. ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	২ দিন	$২৪৮	$১৮৮x২	$১৬৮x৩	$১৫৮x৪
৫. নায়াগ্রা ফলস্ ট্যুর	২ দিন	$২৪৮	$১৮৮x২	$১৬৮x৩	$১৫৮x৪
৬. রোড আইল্যান্ড+বোস্টন	২ দিন	$২৬৮	$১৯৮x২	$১৭৮x৩	$১৬৮x৪
৭. লেক প্লাসিড+অসাবেল চাসম	২ দিন	$৩০৯	$২৩৯x২	$২১৯x৩	$১৯৯x৪
৮. রবিন্সভিল+আমিষ+হারশে ওয়ার্ল্ড এন্ড গার্ডেন	২ দিন	$৩৩৮	$২৫৮x২	$২২৮x৩	$২১৮x৪
৯. নায়াগ্রা ফলস্+থাউজেন্ড আইল্যান্ড	৩ দিন	$৪৮০	$৩৭৮x২	$৩৪৮x৩	$৩১৮x৪
১০. নায়াগ্রা ফলস্+ওয়াশিংটন ডিসি	৩ দিন	$৩৭৮	$২৮৮x২	$২৫৮x৩	$২৩৮x৪
১১. নায়াগ্রা ফলস্+টরেন্টো+থাউজেন্ড আইল্যান্ড	৩ দিন	$৫৬৮	$৪৪৮x২	$৪০৮x৩	$৩৮৮x৪
১২. নায়াগ্রা ফলস্+বোস্টন	৩ দিন	$৩৭৮	$২৮৮x২	$২৫৮x৩	$২৩৮x৪
১৩. নিউ হ্যাম্পশায়ার+হোয়াইট মাউন্টেইন+ওয়াশিংটন মাউন্টেইন	৩ দিন	$৪৯০	$৪২৯x২	$৩৯৯x৩	$৩৬৯x৪
১৪. লস এঞ্জেলস্+সানদিয়াগো+ডিজনি(আনা-নেয়াসহ)	৩ দিন	$৩৬৮	$১৯৮x২	$১৩৮x৩	$১০৮x৪
১৫. সানফ্রানসিস্কো+নাপা ভ্যালী+সান্তাক্রুজ হার্বার	৩ দিন	$৩৬৮	$১৯৮x২	$১৩৮x৩	$১০৮x৪
১৬. সানফ্রানসিস্কো+ইশিমিতে ন্যাশনাল পার্ক+লস এঞ্জেলস্	৩ দিন	$৬৪৮	$৪৬৮x২	$৩৯৮x৩	$৩৪৮x৪
১৭. সিয়াটল+অলেম্পিক এন্ড মাউন্ট রেইনার ন্যাশনাল পার্ক	৩ দিন	$৬৩৯	$৪৫৯x২	$৪২৯x৩	$৪০৯x৪
১৮. বোস্টন+পোর্টল্যান্ড+একাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	৩ দিন	$৫৪৯	$৪২৯x২	$৩৮৯x৩	$৩৬৯x৪
১৯. মায়ামি+কি ওয়েস্ট+ফোর্ট লডারডেল	৩ দিন	$৮৭৮	$৬৭৮x২	$৫৭৮x৩	$৫২৮x৪
২০. ডিজনি (অর্ল্যান্ডো) গাইডেড এন্ড সেল্ফ-গাইডেড ট্যুর	৩ দিন	$৬৯৯	$৪৭৯x২	$৩৬৯x৩	$৩০৯x৪

১০% ছাড়!!

বিঃদ্রঃ উল্লেখিত স্থান ছাড়াও আমাদের রয়েছে আমেরিকায় অন্যান্য স্থানে ট্যুর। উল্লেখিত ফি প্রফেশনাল ট্যুর গাইড, যাওয়া-আসা ও হোটেলে অবস্থান ব্যয়বাবদ। খাওয়া ও অন্যান্য টিকেট ব্যক্তিগত।

ভ্রমণঃ প্রতিদিন, বাস ছাড়ার সময়ঃ সকাল ৬:৪৫টা ও সকাল ৮টা
বাস ছাড়ার স্থানঃ ফ্লাশিং, ব্রুকলিন ও ম্যানহাটন

toursandfunus
tours.and.fun
যোগাযোগঃ ইমরান
ToursAndFunn@gmail.com

৩০-৫২ হোয়াইটস্টোন এক্সপ্রেসওয়ে #৪০২, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৫৪
৯১৭-৩০২-২৭২০, ৬৪৬-৬০৪-৮৬৮৭

আসছে...
সাপ্তাহিক
খবর
www.weeklykhobor.com
৩১ মে · ২০২৪ · শুক্রবার
Khobor Media USA
King Plaza, 37-47 73rd St.
Suite #201 Jackson Heights, NY 11372
Call: 929-365-1964
Email: khoborusa@gmail.com
Dhaka Office
Call: +88 0155320139
Email: mahmudjournalist7@gmail.com
www.weeklykhobor.com

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

সিরিজ হারের লজ্জায় ডুবলো বাংলাদেশ

আজকাল স্পোর্টস

আগের ম্যাচের জয়টা যে কেবলই অঘটন ছিল না সেটা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বুঝিয়ে দিলো যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশকে ৬ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখেই জিতে নিলো বিশ্বকাপের সহ-আয়োজকরা।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটে এটা ইতিহাস। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল এটি। আর প্রথম দেখাতেই টেস্ট খেলুড়ে দলকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিলো দেশটি। বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ১৪৫ রানের। শুরুতেই সাজঘরে ফেরেন সৌম্য সরকার। দলীয় ১ রানের মাথায় বাঁহাতি পেসার নেত্রাভালকরকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে গোল্ডেন ডাকে ফেরেন বাঁহাতি এই ওপেনার। তানজিদ হাসান তামিম শুরুটা করেছিলেন ভালো। কিন্তু ১৫ বলে একটি করে চার-ছক্কায় ১৯ করে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। এরপর নাজমুল হোসেন শান্ত উইকেটে থাকেন অনেকটা সময়। তবে তার ইনিংসটি ঠিক টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই ছিল না। ৩৪ বলে ২ চার আর ১ ছক্কায় ৩৬ রান করে তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে তিনি হন রানআউটের শিকার। ২১ বলে এক ছক্কায় ২৫ রানের বেশি এগোতে পারেননি হৃদয়ও। ইনসাইডেজে তিনি বোল্ড হন অ্যান্ডারসনের বলে। এর এক ওভার পর অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহও (৪ বলে ৩) বোল্ড হলে বিপদে পড়ে বাংলাদেশ। ১০৬ রানে হারায় ৫ উইকেট। আরেক অভিজ্ঞ ব্যাটার সাকিব আল হাসান হাল ধরেন। দল যখন জয় থেকে ২১ রান দূরে, ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে বাউন্ডারিতে ক্যাচ হন জাকের আলি (৫ বলে ৪)। ৪ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ২৩ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ৩০ রান করে আলি খানের বলে ইনসাইডেজে বোল্ড হয়ে যান সাকিবও। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার ফেরার পরই সব আশা শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ১৯.৩ ওভারে ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায় টাইগাররা। এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

ক্রিকেট খেলা কি ভুলে গেলো বাংলাদেশ?

আজকাল স্পোর্টস

যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দেওয়ার আগে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত প্রকাশ্যেই বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্বকাপে প্রত্যাশা না করতে বলেছিলেন। তার এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল।
তবে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখে শান্তর বলা কথার 'সার্থকতা' পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই শান্তকে তখন শূলে চড়িয়েছেন। অথচ দূরদর্শী অধিনায়ক হিসেবে তিনি 'সাধুবাদ' পেতেই পারেন! আর দুই সপ্তাহ পরই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে। কিন্তু তার আগে ক্রিকেটটাই যেন ভুলে বসে আছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। কম শক্তির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেভাবে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাতে করে প্রথম পর্বে শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডসকে টপকে পরের রাউন্ডে যাওয়া কেবল আকাশ কুসুম কল্পনার শামিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথমবার খেলতে নেমেই হোঁচট খেয়েছিল বাংলাদেশ। মঙ্গলবার ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে ছন্নছাড়া ক্রিকেট খেলে বিশ্বকাপের ভেন্যুতে হার দিয়ে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের প্রস্তুতি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলে প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে গিয়ে উল্টো আত্মবিশ্বাসই তলানিতে পৌঁছে যাবে, এমনটা হয়তো ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশকে ১৪৫ রানের মামুলি লক্ষ্য দিয়ে বল হাতে যেভাবে লড়াই করলো স্বাগতিকরা, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ডেথ ওভারে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

আইসিসির সমালোচনা ভারতীয় তারকার

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের এক টিকিট ২০ হাজার ডলারে বিক্রি!

আজকাল স্পোর্টস

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই দেখতে সবসময় উন্মুখ থাকে পুরো ক্রিকেটবিশ্ব। কারণ, ২০১২ সালের পর থেকে দুই দলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দেখতে পান না ক্রিকেটভক্তরা। একমাত্র আইসিসির টুর্নামেন্টগুলোতেই দেখা যায় তাদের খেলা। তাও আবার সব আসরে খেলা পড়ে না। যে কারণে যখনই দুই দল মুখোমুখি হয়, তখনই ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় উন্মাদনা। গ্যালারিতে খেলা দেখার ভিড় করেন অনেকে। টিকিটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে বেড়ে যায় দামও।
আগামী ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথম দিকেই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ম্যাচটি হবে ৯ জুন নাসাই কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই ম্যাচের টিকিটের দামও বেড়েছে অতিমাত্রায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, টিকিট বিক্রি হচ্ছে কালো বাজার ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে। এতে ভক্তদের কাছে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। যার স্বচ্ছতা নিশ্চিত পারছে না আইসিসি।
এদিকে আইপিএলের সাবেক কমিশনার ললিত মোদি টিকিটের চড়া দাম নিয়ে আইসিসির সমালোচনা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি আইসিসির উপর নিজের রাগ উগরে দিয়েছেন। পোস্টে ললিত মোদি লেখেন, 'বিষয়টি আমি জেনে হতবাক। আইসিসি ডায়মন্ড ক্লাবের এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

রিকি পন্টিংকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব

আজকাল স্পোর্টস

রাহুল দ্রাবিড় বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব ছাড়ছেন। ভারতের নতুন কোচ কে হবেন, সেটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কদিন আগে শোনা গিয়েছিল, ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছেন দেশটির সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর।
এবার অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং জানালেন, তিনিও কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছেন। এমনকি কোচ হওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহও ছিল। কিন্তু ভারতের মতো একটি দলের হেড কোচ হলে যে সময় দেওয়া দরকার, সেটি দিতে পারবেন না তিনি। ভারতের নতুন কোচ হিসেবে আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২৭ মে, আইপিএল ফাইনালের পরদিনই। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন সম্ভাব্য কোচের নাম সামনে চলে এসেছে। গৌতম গম্ভীর, রিকি পন্টিং ছাড়াও আলোচনায় আছেন স্টিভেন ফ্লেমিং এবং জাস্টিন ল্যাঙ্গার। জাতীয় দলের কোচ হওয়ার আগ্রহ আছে পন্টিংয়ের। কিন্তু এখন তিনি বেশ ব্যস্ত। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনেও কাজ করেন। ফলে দীর্ঘ সময় কোনো দলের সঙ্গে কমিটমেন্টে যুক্ত হওয়া তার জন্য এই মুহূর্তে কঠিন। আইসিসি রিভিউতে এক সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেন, 'আমি এটা নিয়ে (কোচ হওয়া) অনেক রিপোর্ট দেখেছি। সাধারণত এসব বিষয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসে আপনিই হয়তো জানবেন না। তবে আমার সঙ্গে আইপিএলে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জানার জন্য যে আমি কতটা আগ্রহী।' 'আমি জাতীয় দলের সিনিয়র কোচ হতে পছন্দ করব। তবে আমার জীবনে অন্য অনেক বিষয় আছে। বাড়িতেও আমি কিছু সময় দিতে চাই। সবাই জানে যে ভারতীয় দলের কোচ হলে আইপিএলে থাকতে পারবেন না। এটাও ভাবতে হয়।' পন্টিং যোগ করেন, 'এছাড়া জাতীয় দলের হেড কোচের চাকরি হলো বছরে ১০-১১ মাসের ব্যস্ততা। আমি যদি এটা করি, আমার লাইফস্টাইলের সঙ্গে মিলবে না। আমি যা করতে পছন্দ করি, তা করতে এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

চ্যাম্পিয়ন ইতালির ইউরো দল ঘোষণা

আজকাল স্পোর্টস

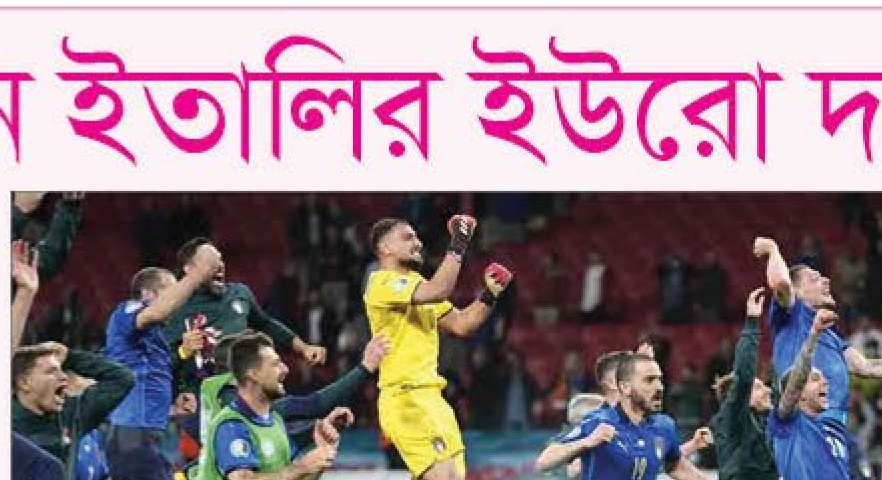

মৌসুমটা অবিশ্বাস্যভাবে শেষ করেছেন জানলুকা স্কামাক্কা। নজর কেড়েছেন ইতালি কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তির। তাই তো ৩০ জনের প্রাথমিক ইউরো দলে জায়গা পেয়েছেন এই স্ট্রাইকার। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দল ঘোষণা হয়েছে। মার্চ থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১১ গোল করেছেন স্কামাক্কা এবং বানিয়ে দিয়েছেন চারটি। তার দল আতালান্তা বুধবার জিতেছে ঐতিহাসিক ইউরোপা লিগ।
ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে মার্চে ইতালির প্রীতি ম্যাচে বাদ পড়েছিলেন স্কামাক্কা। ওই সময় স্পালেত্তি জানান, 'ভোর চারটা পর্যন্ত প্লে স্টেশনে খেলা' খেলোয়াড়কে রাখতে চান না দলে। ২৫ বছর বয়সী স্ট্রাইকারের নাম তিনি মুখে না নিলেও কারও বুঝতে বাকি ছিল না কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে! একজন আস্থাভাজন স্ট্রাইকারের অভাবে দীর্ঘদিন ভুগছে ইতালি। স্পালেত্তি সেই সমস্যা কাটাতে স্কামাক্কাকে দলে নিয়েছেন। তিন বছর আগে ইতালির ইউরো জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা শিরো ইমমোবিলে অফফর্মে থাকায় বাদ পড়েছেন। ইতালির আক্রমণভাগে স্কামাক্কার সঙ্গে আছেন জুভেন্টাস তারকা ফেডেরিকো চিয়েসা ও তারই সতীর্থ নিকোলো ফাজোলি। ফুটবল ম্যাচে বাজি ধরায় সাত মাস নিষেধাজ্ঞায় অক্টোবরের পর সোমবার প্রথম জুভেন্টাসের জার্সি পরেন ফাজোলি।
গত মৌসুমে রবার্তো মানচিনির উত্তরসূরি হওয়ার পর স্পালেত্তি কখনও দলে ডাকেননি মার্কো ভেরাত্তিকে। এবারও এই মিডফিল্ডারকে রাখলেন না কোচ।
আগামী ৬ জুন এই দল থেকে চার জন বাদ দিয়ে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করবেন স্পালেত্তি। 'বি' গ্রুপে তার দল খেলবে স্পেন, ক্রোয়েশিয়া ও আলবেনিয়ার বিপক্ষে।
ইতালির স্কোয়াড : জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা, অ্যালেক্স মেরেত, ইভান প্রোভেদেল, গুলিয়েমো ভিকারিও; ফ্রান্সেস্কো আচেরবি, আলেসান্দ্রো বুওনজিওরনো, রিকার্দো কালাফিওরি, আন্দ্রে কাম্বিয়াসো, মাত্তেও দারমিয়ান, জিওভান্নি দি লরেঞ্জো, ফেদেরিকো দিমারকো, জানলুকা মানচিনি, জর্জিও স্কালভিনি; নিকোলো বারেল্লা, ব্রায়ান ক্রিস্তান্তে, নিকোলো ফাজোলি, মিচেল ফোলোরুনশো, ডেভিড ফ্রাত্তেসি, জর্জিনিয়ো, লরেঞ্জো পেল্লেগ্রিনি, স্যামুয়েল রিক্কি; ফেদেরিকো চিয়েসা, স্তেফান এল শারাবি, রিকার্দো ওরসোলিনি, জিয়াকোমো রাসপাদোরি, মাত্তেও রেতেগুই, জানলুকা স্কামাক্কা, মাত্তিয়া জাক্কাগনি।

ট্যাক্স ফাইল করুন

IRS e-file

TAX

সুরমা এজেন্সি INC.

$40 থেকে শুরু

FILE YOUR INCOME TAX HERE

37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372

631.805.1051

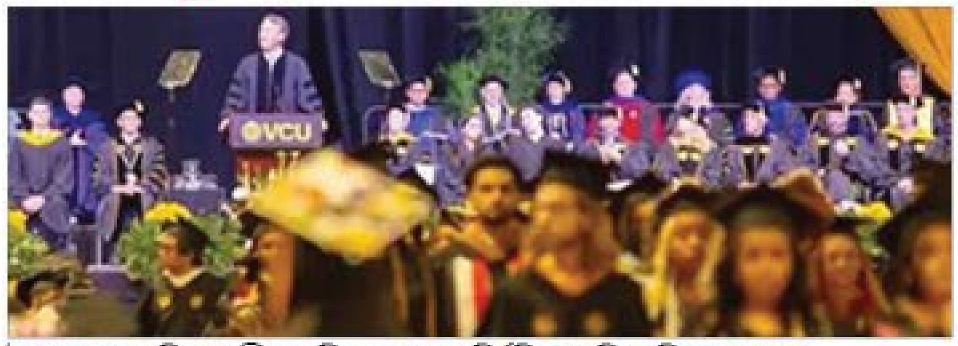

ইসরায়েলবিরোধী প্রতিবাদ ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

৬২ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যান। এ সময় তাঁরা প্যালেস্টাইনের পক্ষে এবং ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। ক্যাম্পাসগুলোয় বিক্ষোভকারীরা দাবি জানাচ্ছেন, যেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দেয়। এর আগে গত ২৯ এপ্রিল ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। ওই সময় ১৩ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছয়জন শিক্ষার্থী ছিল।

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন

Khalil's Food খলিল'স ফুড

বিয়ে, জন্মদিন সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির ক্যাটারিং করি
khalilsfood.com

Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993

খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food

1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

Fahad R Solaiman
President / CEO

Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছি।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C
TAX AUDIT BUSINESS

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এম্প্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
- একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
- করপোরেশন ওপেন।

Phone:
917-353-9026
646-744-4292

আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস

37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া : ১১১-২৮ ১৫৯ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকায় ৩/৪ বেডরুম, ২ বাথরুম, বড় লিভিং রুম, কিচেনসহ নতুন বাসার প্রথম তালা জুন মাস থেকে ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে ফ্রেশ ফার্ম হালাল সুপার মার্কেট। কিউ ১১১, কিউ ১১৪, কিউ ১১৩ বাস এক ব্লকেই। যোগাযোগ- মাসুদ, ৯২৯ ৩৫৫ ১৪৬১
(০৫/২৪/৩১)-০২

বাসা ভাড়া : হিন্দু ভাড়াটিয়া চাই : সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং ও কিচেন সহ সেমিবেসমেন্ট হিন্দু ফ্যামিলি ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৯১৭-৪১২-৯২৪৮
(০৫/১৭/২৪)-১৩

বাসা ভাড়া : হিলসাইডে সাটফিন বুলেভার্ড সাবওয়ের এক ট্রেন থেকে দুই মিনিট দূরত্বে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেন, ব্যালকনিসহ ১টি বাসা আগামী জুলাই থেকে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন- ৯২৯-২৬৮-৫৫৮৫
(০৫/২৪/০০)-০৩

এপার্টমেন্ট ভাড়া : আগামী ১ জুলাই থেকে জ্যাকসন হাইটসে ১ বেডরুমের একটি এপার্টমেন্ট স্বামী/স্ত্রী বা চারজন ব্যাচেলরকে ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ : (3pm-3am) আলম- ৯১৭-৪৪২-২১৯৩
(০৫/২৪/০০)-১১

বাসা ভাড়া : ৬৫ প্লেইস, কুইন্স বুলেভার্ড, উডসাইডে ২য় তলায় ৩ বেডরুম ১ বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও তিনটি বড় ক্লজিটসহ জুনের ১ তারিখ থেকে বাসা ভাড়া দেয়া হবে। স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারি, ট্রেন, কিউ-১৮ বাস কাছেই।
ফোন- ৯১৭ ৪৯৬-৩১৪৬
(০৫/১০/১৭)-০৩

বাসা ভাড়া : ১১১-২৮ ১৫৯ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকায় ৩/৪ বেডরুম, ২ বাথরুম, বড় লিভিং রুম, কিচেনসহ ১ম তালায় জুন মাসে বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে ফ্রেশ ফার্ম হালাল সুপার মার্কেট। কিউ ১১১, কিউ ১১৪, কিউ ১১৩ বাস এক ব্লকেই। যোগাযোগ: মাসুদ, ৯২৯ ৩৫৫ ১৪৬১
(০৫/১০/১৭)-০৫

বাসা ভাড়া : ১৪৮৮, সেন্ট লরেন্স এভিনিউ, ব্রঙ্কসে আগামী জুন থেকে থেকে ৪ বেডরুমের একটি বাসা বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ২য় তলা।
ফোন: ৩৪৭-৬৯৮-১১৩২
৬৪৬-৩৬১-৫৮১৭
(০৫/১০/১৭)-১১

বাসা ভাড়া : ৮৯ এভিনিউ, ২১২ প্লেইস, কুইন্সভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, ১ বাথরুম ও ১ কিচেনের একটি বাসা আগামী জুন থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৩৪৭-৮৯১-৯৮৫৩
(০৫/১৭/০০)-০৫

বাসা ভাড়া : ভেলিলিস্ট্রিমে গ্রোসারী, মসজিদ ও লেকের পাশে ৪ বেড, লিভিং রুম, ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। ইট ইন কিচেন, বারান্দা আছে। জ্যামাইকা সাটফিন থেকে ট্রেনে ১০ মিনিট লাগে। বাসে ২০ মিনিট। ফোন- ৩৪৭ ২৭৯ ৮২১৫
৩৪৭ ৬৫৬ ০৯৭৬
(০৪/২৬/০৩/১০)

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া : ১০২ এভিনিউ ১৮৮ স্ট্রিট হলিস, জ্যামাইকা প্রাইভেট বাসার ১টি মাস্টার বেডরুম স্বামী/স্ত্রী বা ১/২ জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। এক ব্লক পরে কিউ-৩ এবং কিউ-২ বাস।
ফোন: ৯২৯-৫৫১-৬১১৪
(০৫/১৭/২৪)-১০

রুম ভাড়া : জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রিটে ফ্যামিলির সঙ্গে থাকার জন্য আলাদা একটি রুম ১ জন কর্মজীবি মহিলা বা ছাত্রীর কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন: ৩৪৭-৩৬৯-২৭৩১
(০৫/২৪/০০)-১২

রুম ভাড়া : ৩২-৫৬ ৮৬ স্ট্রিটে বড় একটি রুম নামাজী স্বামী-স্ত্রী বা ২ জন ছাত্র/ছাত্রীর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।
ফোন: ৩৪৭-৬১৭-৩৪৩৩,
৩৪৭-৪৮৪-৬৩৮৫
(০৫/১০/১৭)-০৭

রুম ভাড়া : এলমহার্স্ট এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি বড় রুম জুন থেকে ২ জন স্টুডেন্ট অথবা স্বামী/স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। নামাজী ও অধূমপায়ী হতে হবে। আর ও এম ট্রেনের সাবওয়ে থেকে দুই মিনিট। সুন্দর পরিবেশ, মসজিদ ও পার্ক কাছেই।
ফোন- ৩৪৭-৬৫৬-৫১৯৬ (বিকাল)
(৫/১০/১৭)-০৮

রুম ভাড়া : সাটফিন বুলেভার্ড সংলগ্ন (ইয়র্ক কলেজের পেছনে) কয়েকটি ব্যাচেলর রুম ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ৫০০ থেকে ১০০০।
ফোন- রাশেদ ৯১৭-৮১৫-২০৫২,
৩৪৫-২৩৮-৪৫১৫
(০৫/১০/১৭)-১৫

রুম ভাড়া : এলমহার্স্ট এভিনিউ এবং ম্যাকনিস স্ট্রিটের কর্ণারে ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর মাস্টার বেডরুম স্বামী/স্ত্রীর কাছে ১ জুন থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৯১৭-৪৫৯-৬৩৫০
(০৫/১৭/০০)-০২

রুম ভাড়া : ১২০-০৭ ৮৫ এভিনিউ কিউ গার্ডেন ৫ম তলায় এপার্টমেন্টে ১টি বড় রুম একজন মহিলার কাছে ভাড়া হবে। জে এবং ই ট্রেন, কিউ ১০, ৫৪, ৫৬ বাস বাসার কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ২৩৮ ৬০৯৬
(০৪/২৬/০৩-০১)

রুম ভাড়া : এলমহার্স্ট-এ এম, আর এবং সেভেন ট্রেনের সংলগ্নে একটি প্রাইভেট বাসার একটি রুম একজন অথবা দুইজন কর্মজীবী মেয়ের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন- ৩৪৭ ৮৩৭ ৪৩৪৬
(০৪/১৯/০০-০০)

রুম ভাড়া : জ্যামাইকা ভালো লোকেশনে রুম স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার।
ফোন- ৬৪৬ ৪০৯ ৫৯০১
(০৪/১৯/২৬-১২)

রুম ভাড়া : মসজিদ, গ্রোসারি এবং এফ ট্রেন, সাটফিন স্টেশনের কাছে বেসমেন্টে একটি রুম একজন অধূমপায়ী পুরুষকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৯১৭ ৫৮২ ৩৫৩০
(০৪/১৯/২৬-০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া : ১০৮ এভিনিউ ১৭১ স্ট্রিট জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ১ বাথরুমের বেজমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, LIIR, E, J, Z, Q4, Q5, Q84, Q85 বাস কাছেই।
ফোন- ৯২৯-৩৯৩-২৪২৬
(০৫/২৪/৩১)-০৭

বেসমেন্ট ভাড়া : কুইন্স ভিলেজ ২১২ স্ট্রিট হিলসাইডে এক বেড রুমের রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এন্ট্রি আলাদা। অধূমপায়ী, কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন- ৩৪৭ ৮০৪ ৮৬৫৮
(০৫/২৪/০০)-০৮

বেসমেন্ট ভাড়া: জ্যাকসন হাইটসের কাছেই ৩১-৪৩, ৭৪ স্ট্রিটে বেজমেন্টে একটি সম্পূর্ণ রুম একজন ব্যাচেলর ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন- ৩৪৭-২৩৩-৬২২৭
(০৫/১৭/০০)-১২

বেসমেন্ট ভাড়া : উডসাইড ৫৫ স্ট্রীটে জুন থেকে ১ রুম স্বামী/স্ত্রীর (অধূমপায়ী) কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ৭ ট্রেন কাছেই।
ফোন- ৯১৭-৫১৫-৫৬৯১

বেসমেন্ট ভাড়া : কুইন্স ভিলেজে ২১২ স্ট্রিট হিলসাইডে এক বেড রুমের রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এন্ট্রি আলাদা। কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন- ৩৪৭ ৮০৪ ৮৬৫৮
০৫/০৩/০০-০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া : ২০৮ স্ট্রীট ১১১ এভিনিউ কুইন্স ভিলেজে একটি রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। কিউ ২, ৭৭, ৮৩ বাস স্টপ বাসার কাছে। ফোন- ৯২৯ ৩৫০ ২৯১৯
(০৪/২৬/০৩-০২)

বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকা ১৬৪ স্ট্রিট ১০৮ এভিনিউ সাবওয়ের কাছে এক বেড রুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবার বা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। ফোন- ৬৪৬ ৬৫১ ৯৬২৯
(০৪/১৯/২৬-০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া : ৮৯-১১ ১৯৮ স্ট্রিট জ্যামাইকা মসজিদ ও বাসস্টপের কাছে ১ বেড রুমের একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ফোন- ৬৪৬ ৪২৭ ৩২৩৩
(০৪/১২/১৯-০৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া : কুইন্স ভিলেজের হিলসাইড এভিনিউর কাছে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে দুই বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে বাস (কিউ-৪৩, কিউ-৩৬, কিউ-১, কিউ-৭৭, এন-১, এন-৬, এন-২২ এবং কিউ-১১০), মেজর হাইওয়েগুলো কাছেই।
ফোন: ৬৪৬-৭২৬-৩৩৬৮
৯১৭-৪৯৮-৮৪৬৮
(০৫/২৪/৩১)-১৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া : ১৯৬-২৪ হিলসাইড, হলিসে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে, বাস, মসজিদ গ্রোসরি খুবই কাছে।
ফোন: ৬৩১-৬৯৩-৯৫৫২,
৩৪৭-৭০১-৭৬৬০
(০৫/১০/০০)-১২

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি

গাড়ি ভাড়া : টয়োটা হাইল্যান্ডার এক্সএই ২০২০ টিএলসি কার উবার বা লিফটের জন্য ভাড়া হবে।
ফোন- ৩৪৭ ৪৪০ ৮৪২৬
(০৫/১৭/২৪)-০৮

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি: টিএলসি প্লেটসহ একটি খুবই ভালো গাড়ি বিক্রি বা ভাড়া দেয়া হবে। ২০২২ ইলেকট্রিক কার, নিশান লিফ। বেলায়েত হোসেন- ৯১৭-৩৪৫-৮৫৫৯
(৫/১০/১৭)-০৯

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি : টিএলসি গাড়ি ভাড়া হবে। KIA NIRO EV-2020 এবং HONDA CRV-2017। এছাড়া HONDA CRV-2017 এবং NISSAN LEAF 2020 গাড়ি বিক্রি হবে।
ফোন : ৬৪৬-৭২৪-৮৩৪২,
৭১৮-৮৭৭-২৩০১
(০৫/১৭/০০)-০১

গাড়ি ভাড়া/বিক্রি : হাইব্রিড প্রিয়াস ভি ২০১৬ ব্ল্যাক কার উবার বা লিফটের জন্য ভাড়া বা বিক্রি হবে।
ফোন- ৬৪৬ ২৫৫ ৬৫১৪
(০৫/১০/০০)

গাড়ি বিক্রি : টয়োটা বিজি৪ এক্স ২০২৩ ইলেক্ট্রিক গাড়ি টিএলসি প্লেট সহ বিক্রি হবে। ২১৭ মাইলস।
ফোন- ৯১৭ ৬০৫ ৫৮০১
(০৫/০৩/১০)-০৯

গাড়ি ভাড়া : প্রিমিয়ার লাক্সারি এক্সেলেন্ট ২০২৩ নতুন গাড়ি বিক্রি হবে। ৯ হাজার মাইলস।
ফোন- ৯১৭ ৩৭৬ ১৪৮২
(০৫/০৩/০০-০৭)

গাড়ি ভাড়া : ২০১৮ হাইব্রিড টিএলসি গাড়ি উবার বা লিফটের জন্য ভাড়া হবে। যে কোন কার সার্ভিসেও করতে পারেন।
ফোন- ৯১৭ ২৪২ ৩৬৭২
(০৪/২৬/০০-০৫)

গাড়ি বিক্রি : লিঙ্কন এম.কে.টি. ২০১৪, মাইলেজ ২৩০ হাজার, গুড কন্ডিশন গাড়ি বিক্রি হবে। ফোন- ৩৪৭ ৪৫৩ ৯১১৬
(০৪/১২/১৯/২৬/০৩-০৫)

গাড়ি ভাড়া : ২০১৫ টয়োটা ক্যামরি ও ২০১৭ হোন্ডা একোর্ড টিএলসি প্লেট সহ গাড়ি ভাড়া হবে।
ফোন- ৩৪৭ ৩৫৩ ৭১০৫
(০৪/১৯/২৬-০৮)

TLC Car Rent : TLC Car for rent. 2020 Toyata Sienna, Wheel Chair (Wab). If any one interested, please call or SMS. Phone 347-754-1780
(05/17/00)-07)

Car Rent : 2018 Rav4 TLC plate car rent for uber or lyft. Phone- 415 650 7294
(04/12/00-11)

Car Sale : Nissan Quest 2008, Miles 54K, Gray color, 7 Set with back Camera. Good condition family use car. Price $7.5G.
Phone- 347 337 0999
(03/29/00-09)

বাড়ি/কন্ডো বিক্রি

কন্ডো বিক্রি : ওজোন পার্কে এক বেডরুম, লিভিংরুম, বাথরুম, কিচেনসহ কন্ডো বিক্রি হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৮৫-৬০৬১
(০৫/২৪/৩১)-০৫

কন্ডো বিক্রি : ওজোন পার্কে দুই বেডরুম, লিভিংরুম, বাথরুম, চিকেনসহ কন্ডো বিক্রি হবে।
যোগাযোগ ৯১৭ ৬৬৭ ২০১১
(০৫/১০/০০)-০৬

বাড়ি বিক্রি : ওজন পার্কে এক বেডরুম কন্ডো বিক্রি হবে।
ফোন- ৯১৭ ৬৬৭ ২০১১
(০৫/০৩/০০)-০৮

বাড়ি বিক্রি / ওপেন হাউস : জামাইকায় ১৪৬-০৪ ১১৬ এভিনিউয়ে শনি ও রবিবার ১২টা থেকে ৩টা ওপেন হাউস। রেনোভেটেড ৪ বেডরুম ৩ বাথরুম বেসমেন্ট শেয়ার ড্রাইভওয়ে ও ব্যাকেয়ার্ড। ব্রনক্সে ব্রিকস ১ ফ্যামিলি ৬৬৬০,০০০ এবং ২ ফ্যামিলি ৮৭৯০,০০০ বিক্রি হবে। রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি কিনতে কল করুন। যোগাযোগ: ৩৪৭ ৪৬৫ ৩২২০, কামরুজ্জামান বাচ্চু, রেয়ালেটর। বেটার হোমস এন্ড স্টেটস রেয়ালেটি।
KAMRUZBACCU1@GMAIL.COM

বাড়ি বিক্রি : ভ্যালিস্ট্রিমে বড় ওয়ান ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। চার বেডরুম। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেজমেন্ট।
ফোন: ৬৪৬-৩০২-২১৫৩
৬৪৬-২১৯-৯৮৪৫

অন্যান্য

অফিস ভাড়া : জ্যাকসন হাইট বাণিজ্যিক এলাকায় অফিসের ভিতর ছোট ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্পেস ভাড়া হবে। ফোন- ৩৪৭ ৪৭৬ ৯৪২৪
(০৪/০৫/০০-০৯)

Newstand Rent : City Newstand for rent Manhattan. On Broadway and 8 street Phone- 917 945 9133 (Islam)
(03/22/29/05-21)

Wanted : Looking for assistant for a Law office at Queens, Jamaica.
Pls call 718-791-6931
(04/19/26/03-05)

পাত্র চাই

পাত্র চাই : পাত্রীর পরিবার ইউএসএ'র স্থায়ী বাসিন্দা। পাত্রী দ্রুত ইউএসএ আসবে। বর্তমানে ব্যাংকের সিনিয়র পদে কর্মরত। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, বয়স ৩৪। পাত্রীর জন্য ইউএসএ/কানাডার মধ্যে বিবাহিত/অবিবাহিত মুসলিম পাত্র চাই।
ফোন - ৭৩২ ৫৯৫ ২৬০২
(০৫/১০/১৭)-০২

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা, বনশ্রী, ঢাকার সকল এলাকাতে জায়গা, বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমেরিকা:
+1 929 569 9350
বাংলাদেশ:
+88 0163 2003 872

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

আবশ্যক

কেয়ারগিভার আবশ্যক : আটলান্টায় একজন প্রবীণের জন্য বাংলাদেশী মহিলা কেয়ারগিভার আবশ্যক। সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেয়া, ব্যক্তিগত যত্ন এবং গৃহস্থালীর হালকা কাজ করতে হবে। বেতন ও অন্যান্য বিষয় যোগাযোগে জানানো হবে।
ফোন - ৪১২ ২১২ ৮২৪৬
(০৫/১০/১৭/২৪/৩১)-০১

ড্রাইভার আবশ্যক : টিএলসি নতুন গাড়ি উবার/লিফট এর জন্য জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-২৩৫-৫০০৬
(০৫/২৪/৩১)-০৬

ড্রাইভার আবশ্যক : একটি টয়োটা Rav-4, 2023 (AWD) ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য দুইজন সমমনা ড্রাইভার আবশ্যক। ফোন: ৬৪৬-৭২৬-৩৩৬৮
(০৫/২৪/৩১)-১৩

আবশ্যক : ব্রুকলিন এবং জ্যামাইকাতে একটি মেডিক্যাল অফিসে কাজ করার জন্য একজন সার্টিফাইড মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। Resume ইমেইল করুন latinamedical@hotmail.com
ফোন- ৭১৮-২৭৭-৫৫০০
(০৫/২৪/৩১)-০১

ড্রাইভার আবশ্যক : ২০২৩ সালের টয়োটা Rav-4 ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগ: আলাল হোসেন ভূঁইয়া ৯২৯-৫৪৪-২২১৮
(০৫/২৪/৩১)-১০

ড্রাইভার আবশ্যক : ইয়েলো ক্যাবের জন্য ডে এবং নাইট শিফটে দুইজন ড্রাইভার আবশ্যক। নতুন গাড়ি-২০২৩। ফোন: ৭১৮-৮৪৪-৬২২৫
(০৫/১০/১৭)-১০

লোক আবশ্যক : ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকার একটি গ্রোসারি শপে দুপুর ২টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। লোটোতে পারদর্শী এবং সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করতে হবে। ব্রুকলিনে বসবাসরতদের জন্য অগ্রাধিকার।
ফোন: ৯২৯-৩৯৭-১৩৭৩
(০৫/১০/০০)-১৩

লোক আবশ্যক : Wingstop রাতের কাজের জন্য লোক আবশ্যক। ইংরেজি জানতে হবে। $16/ Hour. 3440 Broadway, NY 10031
ফোন ৩৪৭ ৬৬৬ ৫৬৭৫
(০৫/১০/০০)-

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি : এস্টোরিয়াতে একটি পিজ্জা স্টোরে একজন অভিজ্ঞ কর্মী ফুল টাইমের জন্য আবশ্যক। এবং আইসক্রিম শপে একজন মহিলা কর্মী প্রয়োজন।
ফোন- ৯২৯ ২৭৮ ৯৯১৪
(০৪/২৬/০৩-০৬)

ড্রাইভার আবশ্যক : টয়োটা হাইব্রিড রাবফোর ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সি ক্যাবের জন্য একজন অথবা দুইজন সমমনা ড্রাইভার আবশ্যক।
ফোন- ৬৪৬ ৭২৬ ৩৩৬৮
(০৪/১২/১৯-১৩)

পাত্রী চাই

৫৫ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

patrichai1234567@gmail.com

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের, ইউ এস সিটিজেন, নিউইয়র্কে নিজস্ব বাসায় স্বপরিবারে বসবাসরত, বিএসসি ইন কম্পিউটার সাইন্স (কিউনি) ডিসেম্বর ২০২৩। (২৬-৫'৫") সুন্দরী, ধার্মিক পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার অথবা সমপর্যায়ের উপযুক্ত পাত্র চাই।

– যোগাযোগ (পাত্রীর বাবা) –

৩৪৭-৩০২-৬১৫১

পাত্র চাই

আমেরিকার সিটিজেন মাস্টার্স পাস, সিটি হসপিটালে কর্মরত সাইকোলজিস্ট বয়স ৩৩, মুসলিম পাত্রীর জন্য উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম পাত্র চাই।

ফোন- ৩৪৭-৮১৭-০৫৪৬

HOUSE FOR SALE

Two Family house for sale
Total 5 Bed 3 Full Bath,
161-34 86 Crescent Ave
Jamaica Hills.
Asking Price: $ 1250,000.00
MD KASHEM, LIC. RE AGENT
WINZONE REALTY INC.
Tel: 347-750-9579

পাত্রী চাই

এম.বি.এ. ডিগ্রিধারী ওমানে সফল ব্যবসায়ী, বয়স ৪১, উচ্চতা ৫'১১", শর্ট ডিভোর্স (পরিবার স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করেন) পাত্রের জন্য আমেরিকায় বসবাসরত শিক্ষিত, শালীন পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্সী বা বিধবা হলে সমস্যা নেই। সন্তান নিয়ে কোন আপত্তি নাই।

ফোন- ৮৫৭ ৩৮৯ ৯৫৮৪
Email- mbhuiyan12@gmail.com

পারমিট দরকার

হালাল জায়রো গাড়িতে সিটিওয়ার্ড পারমিট দরকার।

– ফোন –

৯১৭-৮০৬-৬৭৭৬, ৩৪৭-৯৬১-০৯০৩

ড্রাইভার আবশ্যক

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড গাড়ির উবার এবং লিফট চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।

– যোগাযোগ (5pm-2am) –

৩৪৭-৯৭৭-৯৭৮০

গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক

ব্রুকলিনে প্রিন্টিং স্টোরে কাজের জন্য ২ জন অভিজ্ঞ গ্রাফিক্স ডিজাইনার দরকার।

-: যোগাযোগ :-

৬৪৬-৯৩৪-৪০৬২, ৩৪৭-৫৫৩-৩৪৬৭

বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা লিন ব্রোকে নতুন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট ও জেএফকে থেকে ১০ মিনিটের দূরত্ব। LI ট্রেন থেকে ২ মিনিটের দূরত্ব। ব্যাচেলর (২জন) অগ্রাধিকার।

- : যোগাযোগ : -

917-519-1151

কমার্শিয়াল স্পেস ভাড়া

বাংলাদেশি অধ্যুষিত ৮৮-৮ লিভার্টি এভিনিউ ওজোন পার্ক এলাকায় কমার্শিয়াল স্পেস ভাড়া হবে। সাবওয়ের কাছে ১৮০০ স্কয়ারফুট আয়তনের ফিনিশড বিউটিফুল বেজমেন্ট। স্কুল, সেলুন, কার সার্ভিস, ট্রাভেল, ইনস্যুরেন্স, ট্যাক্স অফিস, কম্পিউটার ও ড্রাইভিং স্কুলসহ অন্যান্য অফিস অগ্রাধিকার।

-: যোগাযাগ :-

৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বেসমেন্ট ভাড়া

সানি সাইড ৫২ স্ট্রিট ও ৩৯ এভিনিউতে ২ বেডরুম, ১ বাথরুম ও কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ৭ ট্রেন ২ ব্লক দূরে।

- যোগাযোগ -

৩৪৭-৪৮৯-৭৪৬৫

জমি বিক্রি

ঢাকা বসুন্ধরায় এল ব্লকে ওয়াল দেয়া চার কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে।

ফোন- ৩৪৭-৮৫১-৩৪৭০

TLC Car 2020 Honda Accord for rent in excellent condition.

Please Contact:

9293658897

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ

৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

জ্যাকসন হাইটস সাজবে বর্ণিল সাজে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এবং আমেরিকার পতাকা। আয়োজকরা জানান, প্যারেডে ৬৯ স্ট্রীটে অতিথি, শিল্পী, কলাকুশলী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা মিলিত হবেন। প্রথমে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্যারেডের কাজ আরম্ভ হবে। প্রথম সারিতে ছোট ছোট বাচ্চাদের সামনে নিয়ে মেয়র, কনসাল জেনারেলসহ অন্যরা অগ্রসর হবেন।

দ্বিতীয় সারিতে বাপার অশ্বারোহী বাহিনী, ৩য় সারিতে বাপার পদাতিক বাহিনী, চতুর্থ সারিতে কারেকশন অফিসার গ্রুপ, পঞ্চম সারিতে সেকেন্ড কারেকশন অফিসার গ্রুপ, ষষ্ঠ সারিতে ফায়ার ব্রিগেড বাহিনী, ৭ম সারিতে বীর মুক্তিযোদ্ধারা, ৮ম সারিতে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, ৯ম সারিতে পোস্টাল গ্রুপ, ১০ম সারিতে থাকবেন সাংস্কৃতিক ও বরেণ্য শিল্পীরা। প্যারেডের সার্বিক কার্যক্রম ও শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবেন বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন, লাইভ ব্যান্ড, ও অশ্বারোহী পুলিশ।

নিউইয়র্ক বইমেলা শুরু আজ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশনা সংস্থার ১০ হাজার নতুন বই থাকছে। বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পাঠক, লেখক ও শিল্পীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলো আসছে বাংলাদেশ, ভারত ও উত্তর আমেরিকা থেকে। বইমেলার আহ্বায়ক লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসের সঞ্চালনায় পরিচিতি সভায় অংশ নেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. নুরুন নবী, কো-চেয়ারপার্সন নিনি ওয়াহিদ, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা, উপদেষ্টা ফারুক ভূঁইয়া প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অতিথিবৃন্দ। তারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এবারের বই মেলা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য মাত্রা যোগ করবে এবং সেই সাথে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

বাংলাদেশ, ভারত ও প্রবাস থেকে উল্লেখযোগ্য আমন্ত্রিত অতিথি ও বিভিন্ন পর্বে আলোচক হিসেবে থাকছেন ওয়াশিংটন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা, ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী, ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারা যাকের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আরেফিন সিদ্দিকী, কথাসাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগর, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৌমিত্র শেখর দে, প্রবীন সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক আজকাল প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, বিশ্ব ভারতীর অধ্যাপক ড প্রহ্লাদ রায়, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, লেখক হাসান ফেরদৌস, ফেরদৌস সাজেদীন, আহমেদ মাযহার, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, কলকাতার শুকতারা ও নবকল্লোল সম্পাদক রূপা মজুমদার প্রমুখ।

এবারের বইমেলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাসহ অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। মেলায় বইয়ের প্রদর্শনী ছাড়াও থাকছে আলোচনা, সেমিনার, বই পরিচিতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, তরুণদের অংশগ্রহণে বিশেষ পর্ব, বিতর্কসহ নানা আয়োজন। আয়োজকরা জানিয়েছেন এবারই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যুক্ত হয়েছে নিউইয়র্ক বইমেলায়। থাকছে মুক্তিযুদ্ধের উপর বিশেষ কয়েকটি চলচ্চিত্র। অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের মধ্য থেকে সেরা প্রকাশককে পুরস্কৃত করা হবে। দেয়া হবে সাহিত্যে অবদানের জন্য লেখকদের পুরস্কার ও সম্মাননা।

এবারে অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকছে সময়, অনন্যা, নালন্দা, কথা প্রকাশ, বিদ্যা প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক, স্বদেশ শৈলী, কাশবন, ইত্যাদি, অভয়, দেব সাহিত্য কুটির, কাকলী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, গ্রন্থকুটির, বাংলা একাডেমী, বাতিঘরসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অস্ট্রেলিয়া থেকে নিরুপমা রহমান, গবেষক ও কণ্ঠশিল্পী আফজাল হোসেন, অভিনেতা ও পরিচালক আহকাম উল্লাহ, আবৃত্তি শিল্পী লিলি ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও নিউইয়র্ক থেকে অনেক শিল্পী সংগীত পরিবেশন করবেন।

অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংগঠন হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকা, অন্য থিয়েটার, টরন্টো, জলকণ্ঠে নজরুল নিউ জার্সি, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন, সঙ্গীত পরিষদ, উদীচী, আড্ডা, বাফা, আনন্দধ্বনি সহ বেশ কিছু সংগঠন।

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলাকে সামনে রেখে প্রতিবছরই একটি স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়। এবারের এই সংকলনে নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার ইতিহাস এবং নানান গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মতবিনিময় সভায় জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত সাহা বলেন, এ বছরের বইমেলার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সৌজন্য জেনোসাইড '৭১ এই শীর্ষক একটি চিত্র প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করতে ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। জেনোসাইড এখনো কেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি, এই শীর্ষক একটি সেমিনারও থাকছে অনুষ্ঠানসূচিতে।

ইমাম আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদে একজন অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব আবশ্যক

যোগাযোগঃ

646-578-7802, 347-935-0293
917-623-2231, 917-428-9818

গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক

ব্রুকলিনে প্রিন্টিং ষ্টোরে কাজের জন্য ২ জন অভিজ্ঞ গ্রাফিক্স ডিজাইনার দরকার।

যোগাযোগঃ

646-934-4062 / 347-553-3467

বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকায় লিন ব্রোকে নতুন ২ বেড রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জ্যামাইকা 169 Street থেকে ১০ মিনিটের দূরত্ব LI ট্রেন থেকে ২ মিনিটের দূরত্ব। দুইজন ব্যাচেলর কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

917- 519-1151

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাক্টার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: 646-991-9653

বাসা ভাড়া

৬৫ প্লেস কুইন্স বুলবার্ড উডসাইড ২য় তলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিংরুম, রান্নাঘর, ৩টি বড় ক্লোজিট। জুন মাসের ১ তারিখ হতে ভাড়া দেয়া হবে। স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারী, ট্রেন, বাস কির্ড ১৮, বাসার নিকটে।

যোগাযোগ

917- 496-3146

রুম ভাড়া

এলমাস্ট হাসপাতালের সামনে একটি এপার্টমেন্টে একটি বড় রুম ভাড়া হবে। বড় লিভিংরুম এবং কিচেন শেয়ার। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য।

ঃ যোগাযোগ ঃ

+1 (347) 832-6930

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour

যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

For rent !!!

1 Bedroom, shared kitchen and bathroom. Good for students (for female only, sharing with another female) crosby Ave Bronx 10461 $900

2122036112

GRAND SPONSOR
NURUL AZIM
516-451-3748
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLD SPONSOR
utshob.com
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE
save the smile
www.savethesmile.org
PRESENTS
50 YEARS OF SOULS
LIVE IN NYC
POWERED BY:
rivertel
JUNE 02, 2024, 7.30-11.00 PM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA ESTATES, NY 11432
FOR MORE INFORMATION: 929-538-7903, 516-263-3569
TICKET PRICE: SILVER:$25 GOLD:$50 VIP:$100 VVIP:$200
SCAN FOR TICKET
TICKETS AVAILABLE AT:
I HOPE DESIGN, 169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
SMART CAFE, 168-45 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
HELLO BANGLADESH RESTAURANT, 3005 36TH AVE, ASTORIA, NY 11106
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
KHALIL BIRYANI HOUSE, 74-10 BROADWAY, ELMHURST, NY 11373
MASWALA মাছওয়ালা
516-927-0407
Khalil Biryani House
BANGLA TRAVELS
Fauma INNOVATIVE INC
ellexo
WWW.ELLEXO.US
929-538-7903
cellaxs phone repair
Flixza
ORGANIZE BY:
Deshi Music & Entertainment NY Inc
Galaxy media
Media Partner:
আজকাল
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

এ কে এম শাহনাওয়াজ-এর কলাম বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চাদরে স্বেচ্ছাতন্ত্র
০৫ পৃষ্ঠায়

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম রাইসির মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রটি কেমন হবে?
০৬ পৃষ্ঠায়

কামাল আহমেদ-এর কলাম ডোনাল্ড লুর ফুচকা সফর ও জেনারেলকে নিষেধাজ্ঞা
০৫ পৃষ্ঠায়

সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন শিক্ষার্থীদের

ইসরায়েলবিরোধী প্রতিবাদ ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

আজকাল রিপোর্ট

গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ভার্জিনিয়া রাজ্যের রিচমন্ডে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ব্যক্তিকে সমাবর্তনে বক্তা করায় শিক্ষার্থীরা ওই অনুষ্ঠান বর্জন করেন। খবর বিবিসির। বিক্ষোভের জেরে ও আশঙ্কায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আয়োজন বন্ধ রাখা হয়েছে। স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা এমন কিছু করতে পারেন, এমন আশঙ্কায় ভুগছেন আমেরিকার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জানা গেছে, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গরাজ্যের গভর্নর বক্তব্য দেওয়ার সময়ই শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে চলে যান। তিনি ক্যাম্পাসে প্যালেস্টাইনপন্থী ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ে কথা বলছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে রিপাবলিকান গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিন বক্তব্য শুরু করার পরই গাউন-ক্যাপ পরা কিছু

এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে কনস্যুলেটে নববর্ষ ও রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ১৮ মে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে পহেলা বৈশাখকে বাঙালির প্রাণের উৎসব বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা আর নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে নববর্ষ আমাদের মাঝে এসেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনার এক মূলস্তম্ভ হচ্ছে আমাদের প্রাণের বৈশাখী উৎসব। গোত্র-বর্ণ-ধর্ম-

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

জালালাবাদ কার্যকরী কমিটির মেয়াদ এক বছর বাড়লো

গঠনতন্ত্র সংশোধন তিন মাসের মধ্যে

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটির মেয়াদ এক বছর বাড়লো। আগামী ২০২৫ সালের জুন মাসে কার্যকরী কমিটির নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত ১৯ মে জ্যামাইকার

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

সাবাহ বারী'র গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে মেয়র এ্যাডামস

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বারী গ্রুপ'র কর্ণধার আসেফ বারী এবং মুনমুন হাসিনা বারীর লং আইল্যান্ডের বাসভবনে তাদের একমাত্র কন্যা সাবাহ বারী'র গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে। ১৯ মে রোববার আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এ্যাডামস, নিউইয়র্ক স্টেটের এ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ২টা থেকে থেকে শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বারী ফ্যামিলির বন্ধু-সুহৃদসহ কমিউনিটির অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানের

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

৬টি সেমিনার ৫০টি স্টল

নিউইয়র্কে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো রিয়েল এস্টেট এক্সপো

আজকাল রিপোর্ট

দিনব্যাপী ৬টি সেমিনারের মধ্যদিয়ে ১৮ মে শনিবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো 'রিয়েল এস্টেট এক্সপো-২০২৪'। ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) আয়োজনে লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমের এক্সপো-তে আবাসন সেক্টরের ৫০টি প্রতিষ্ঠানের স্টল বসেছিল।

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে আসছে আরও নতুন একটি সাপ্তাহিক

আজকাল রিপোর্ট

৩১ মে শুক্রবার নিউইয়র্কে নতুন আর একটি 'সাপ্তাহিক খবর' আত্মপ্রকাশ ঘটছে। ২০ মে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে খবর মিডিয়া এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রকাশনার ঘোষনা দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'সাপ্তাহিক খবর' প্রকাশক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন বেলাল এবং সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ফরিদ আলম। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি বেলায়েত হোসাইন বেলাল বলেন, 'খবর' নামটির সাথে মানুষ প্রায় অর্ধ শতাব্দী থেকে পরিচিত।

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

CHARLES B. WANG
COMMUNITY HEALTH CENTER

Comprehensive Health Services for You and Your Family

The Charles B. Wang Community Health Center serves EVERYONE, no matter your ability to pay.

» Primary Care/Internal Medicine
» Pediatric Care
» OB/GYN
» Dental Care

We accept self-pay and most major health insurances.

www.cbwchc.org

SCHEDULE AN APPOINTMENT TODAY!

131-72 40th Road
Flushing, NY 11354
(Corner of 40th Road and College Point Blvd)

136-26 37th Avenue,
Flushing, NY 11354

718-587-1121 (Bengali-Speaking Staff)
718-587-1111

MHC

Marks Home Care

মার্কস্ হোম কেয়ার

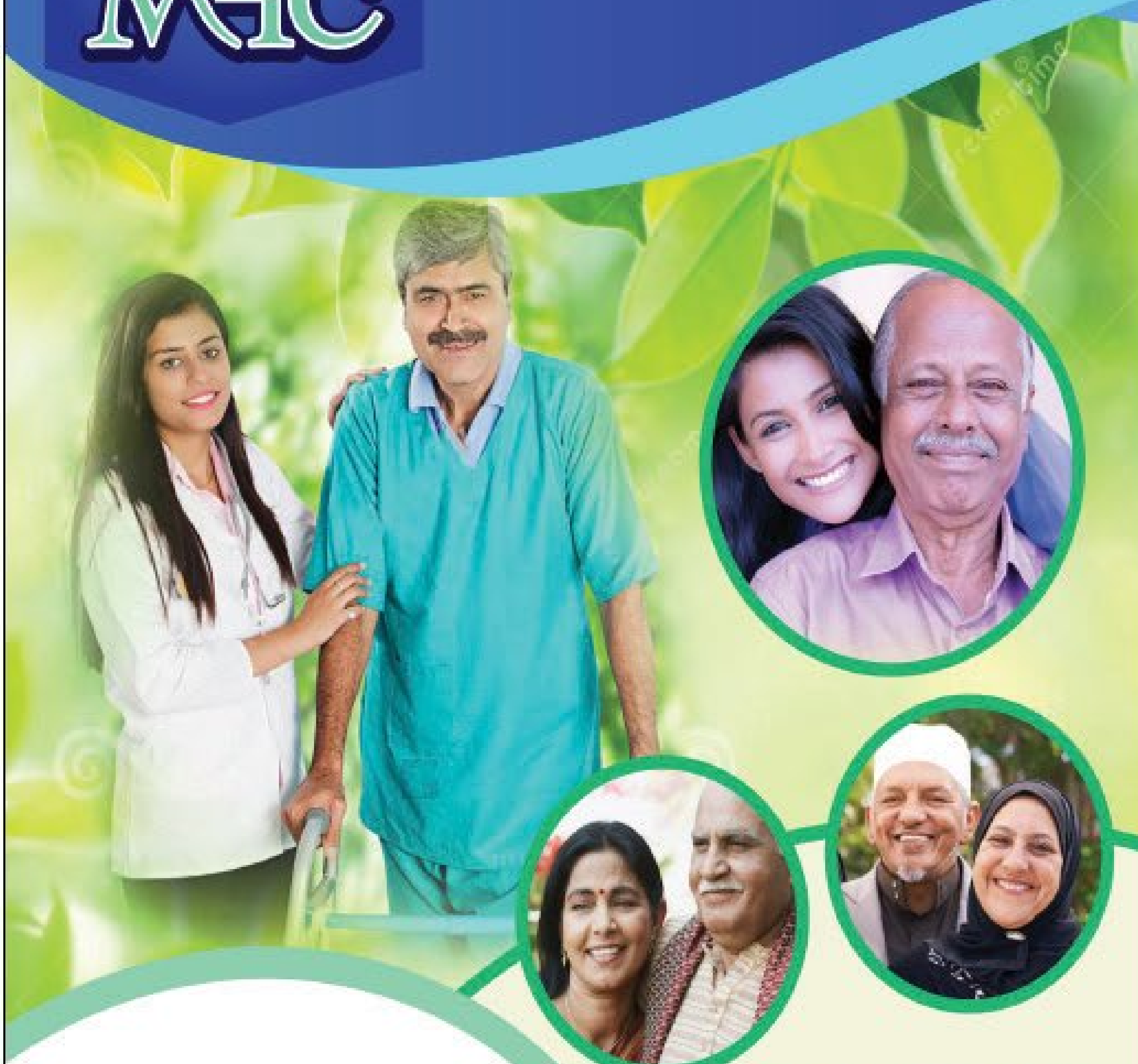

✔ প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।

✔ প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে আকর্ষণীয় আয়ের নিশ্চয়তা

আমরা নূতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome Agency Transfers and New Clients.

FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS

বিস্তারিত জানতে কল করুন

718-697-7717

E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx

1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

2002 Mcgrow Ave
Bronx, NY 10462

721 E Tremont Ave,
Bronx, NY 10457

Brooklyn

413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

1104 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

Queens

40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Hicksville

217 Bethpage road
Hicksville, NY 11801

Buffalo

1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

Rochester

504 W Main St
Rochester, NY 14608

সাপ্তাহিক আজকাল

The Weekly Ajkal | Vol.17, Issue 819 | 24 May 2024

সাহিত্য পাতায় ছয় বইয়ের রিভিউ
>> ২৫ পাতায়

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারকে কারণ দর্শাও নোটিশ

মোহাম্মদ আজিজের প্রতিষ্ঠানকে কেন প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে না জানতে চেয়েছে আদালত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কুইন্সের একটি আদালত 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ারে'র ওপর প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে গত ২১ মে বিবাদিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। স্বপ্ন-১ এলএলসি'র ডিবিএ 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ারে'র মালিক মেসবাহ আবেদিন ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আজিজকে নিয়েছিলেন বলে জানান। সেই কাজের জন্য ৪০ শতাংশ অর্থ দেওয়ার কথা ছিল মোহাম্মদ আজিজের। তিনি পরে তার নিজের নামে কোম্পানিটি নিয়ে যান বলে মামলার বাদী মেসবাহ আবেদিন জানিয়েছেন। এ কারণে হোম কেয়ারের মালিকানা নিয়ে মিসবাহ আবেদিন এবং ফরিদা ইয়াসমিন বাদী হয়ে আদালতে মোহাম্মদ আজিজ, ফয়সাল ফারহানা, রুহীন মিয়া এবং মাইকেল এম রবিনউইটসকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। আদালত আসামিকে নোটিশে বলেছেন, বাদীর স্বপ্ন-১ এলএলসির কোন সম্পত্তি হস্তান্তর ও আয় অন্য কোন হিসাবে স্থানান্তর করা আইনসিদ্ধ হবে না। আদালতে শুনানি শেষে আসামিদের কেন প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে এরপর ৫৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক বইমেলা শুরু আজ

আজকাল রিপোর্ট

আজ শুরু হচ্ছে ৩৩তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিত চারদিনব্যাপী এই মেলা উদ্বোধন করবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় ও পরিচিতি সভায় এ কথা জানিয়েছেন আয়োজক সংগঠন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা। সব দিক থেকে এবারের বই মেলা অতীতের সব কিছুকে ছাপিয়ে যাবে বলে তারা মনে করছেন। বইমেলাকে ঘিরে ইতোমধ্যে নিউইয়র্ক অতিথিদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিত এবারের বাংলা বই মেলায় অন্তত ৪০টি এরপর ৬০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে চাকরি ছাড়ার হিড়িক

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কারদের মধ্যে চাকুরি ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। গত তিন মাসে ৫ লাখ নিউইয়র্কার চাকুরি ছেড়েছেন। সে অনুপাতে কাজে যোগদান করা নতুন কর্মচারীর সংখ্যা কম। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অতীতে এত অল্প সময়ে এত বেশি সংখ্যক মানুষকে চাকুরি ছাড়তে দেখা যায়নি। শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে একটা জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এরপর ৫৪ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটস সাজবে বর্ণিল সাজে

২৬ মে বাংলাদেশ ডে প্যারেড : গ্রান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবন ধারা পরবর্তী প্রজন্ম ও আমেরিকার মানুষের সামনে তুলে ধরতে আগামী ২৬ মে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ডে প্যারেড। প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে বাংলাদেশ প্যারেডের এই আয়োজনে গ্র্যান্ড মার্শাল হিসাব থাকবেন আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ। মঙ্গলবার রাতে প্যারেডের আয়োজক কমিটির সভায় সর্বসম্মতভাবে তাকে গ্র্যান্ড মার্শাল হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশ ডে প্যারেড উদয়াপনে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউতে আগামী রোববার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ৬৯ থেকে ৮৭ স্ট্রিটের মধ্যে এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এই প্যারেডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় থাকছে গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

আয়োজক সংগঠন জানিয়েছে, প্যারেডে প্রধান অতিথি থাকবেন নিউইয়র্কের মেয়র এরিক এডামস। বিশেষ অতিথি থাকবেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো: নাজমুল হুদা। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রথম বাংলাদেশী চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি মেলিন্ডা কার্টজ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, সিনেটর জেসিকা রামোস, পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড কাবান প্রমুখ এতে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া আয়োজক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ ডে প্যারেডের চেয়ারপারসন শাহ শহিদুল হক সাঈদ, প্যারেডের আহ্বায়ক ও গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ, প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ, আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান, প্যারেডের সদস্য সচিব তরিকুল হোসাইন, উপদেষ্টা এটর্নি মঈন চৌধুরী, আব্দুর রব ও শাহ জে. চৌধুরীও উপস্থিত থাকবেন।

আয়োকজরা জানান, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকাভুক্তির ক্রম অনুসারে সিরিয়াল ঠিক করা হয়েছে। থাকছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতির উপস্থাপনা, কুচকাওয়াজ, পতাকা প্রদর্শন, লাইভ ব্যান্ড, গাড়ি ও ট্রাক শোভাযাত্রা, যেমন খুশি তেমন সাজো ইভেন্ট, পুলিশ প্যারেড, সমবেতকণ্ঠে দেশের গান প্রভৃতি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের একটি চৌকস অশ্বারোহী বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এই প্যারেডে অংশ নেবে। এই দীর্ঘ পথের ১৮টি স্ট্রিটকে বর্ণাঢ্য সজ্জায় সজ্জিত করা হবে। প্যারেড চলাকালীন দু'পাশের রাস্তায় থাকবে বাংলাদেশ এরপর ৬০ পৃষ্ঠায়

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের আয়োজনে সঙ্গীত সন্ধ্যা

নিউইয়র্ক মাতালেন মমতাজ

আজকাল রিপোর্ট

গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার আয়োজিত আমাজুরার কনসার্টে শ্রোতাদের মাতিয়ে গেলেন মমতাজ। গত ১৭ মে অনুষ্ঠিত এই কনসার্টটি ছিল ফোক সম্রাজ্ঞীর এবারের নিউইয়র্ক সফরে একমাত্র একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। একক উপস্থাপনার পাশাপাশি কয়েকটি গান তিনি দ্বৈতভাবে পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ ও তরুণ শিল্পী মোস্তফা অনিক রাজের সাথে।

জ্যামাইকার দর্শকপূর্ণ আমাজুরা হলে মমতাজের এই এরপর ১০ পৃষ্ঠায়

এটর্নি আলমগীর ও শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে

ঐক্যের পথে ফোবানা

আজকাল রিপোর্ট

ঐক্যের কলতানে ফিরে এলো ফেডারেশন অব বাংলদেশি এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)। গত শনিবার ১৮ মে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বিভক্ত ফোবানার প্রধান দুটি অংশের নেতৃবৃন্দ বৈঠক করে ফোবানাকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছান। আলোচনায় বিভক্ত সংগঠনের একাংশের নেতৃত্ব দেন ফোবানা চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী আযম এবং অপর অংশের পক্ষে ছিলেন ফোবানার সেই অংশের চেয়ারম্যান এটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর।

বৈঠকে ২০২৫ সালে ঐক্যবদ্ধভাবে এক ভেন্যুতে ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ নীতিগতভাবে একমত হন। আগামীতে উভয় পক্ষের যৌথ সভায় এ বিষয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে এবারের ৩৮তম ফোবানা পৃথকভাবেই অনুষ্ঠিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আভাস দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর আগামী ৩০ থেকে ১ সেপ্টেম্বর শাহ নেওয়াজ ও কাজী আযমের নেতৃত্বধীন অংশ ফোবানা সম্মেলন করবেন মেরিল্যান্ডের হিলটন হোটেলে। আর এটর্নি আলমগীর ও আবীর আলমগীরদের নেতৃত্বাধীন অংশ এ বছরের ফোবানার আয়োজন করেছে ভার্জিনিয়ার ক্রিস্টাল সিটি ম্যারিয়ট হোটেলে। এদিকে গত রোববার ১৯ মে ব্রুকলিনে বাংলাদেশিদেও বৃহত্তম পথ মেলায় ফোবানা নেতৃবৃন্দ তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এরপর ৫৪ পৃষ্ঠায়

হাজারো মানুষের সমাগম

আড়ম্বরপূর্ণ ব্রুকলিন মেলা

আজকাল রিপোর্ট

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১৯ মে অনুষ্ঠিত হলো আড়ম্বরপূর্ণ 'ব্রুকলিন মেলা'। বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি আয়োজিত নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কম্যুনিটির সবচেয়ে বড় মেলা হিসেবে পরিচিত এই মেলায় সমাগম ঘটেছিল হাজার হাজার মানুষের। মেলায় যোগ দিয়েছিলেন কম্যুনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। মেলায় স্বাগত বক্তব্য দেন মেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক এরপর ১০ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com